পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1504, Saturday, 17 December, 2022 FREE www.parichoy.com

টাকা ঘরে রেখে বিপদ ডেকে আনবেন না -প্রধানমন্ত্রী

বিস্তারিত ১৩ পাতায়

আরো আছে...

- বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-৫ম পাতায়
- বিশ্বকাপ কাতারে, খুনোখুনি বাংলাদেশে-৫ম পাতায়
- নারী নেতৃত্বে বিশ্বে আস্থা কমছে-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে আসছেন মেসি!-৫ম পাতায়
- ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জরিপে প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্পের চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে ডিস্যান্টিস-৬ষ্ঠ পাতায়
- শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ-৮ম পাতায়
- আওয়ামী লীগ কিছুতেই বিএনপিকে দাঁড়াতে দিতে চায় না -৮ম পাতায়
- শেখ হাসিনার সরকার কূটনীতিকদেরও ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, অভিযোগ আমীর খসরুর -৮ম পাতা
- ঝুঁকি নিয়ে সফল শেখ হাসিনা বললেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান-৯ম পাতায়
- বাংলাদেশের ৭৩ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা খরচ নিজে বহন করে -১০ম পাতায়
- পাকিস্তান আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ -১০ম পাতায়
- নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির গতি আরো ধীর হয়েছে-১২ পাতায়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

সই করলেন বাইডেন, যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃতি পেল সমকামী বিয়ে

আলোচনার কেন্দ্রে বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু-আওয়ামী লীগের হাত ধরে সব অর্জন

বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সেখানকার পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্য লেখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শেখ হাসিনা লেখেন, কোনো আত্মদানই বৃথা যায় না। বিশ্বসভায় মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লেখেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ৫১ বছর পূর্ণ হলো। মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করি আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে, আমার দুই মুক্তিযোদ্ধা ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামালকে, দশ বছরের ছোট ভাই রাসেলকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একই সঙ্গে আরও যারা শাহাদাৎ বরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর ও রাজাকারদের হাতে লাঞ্ছিত লাখো মা-বোনদের প্রতি জানাই আমার শ্রদ্ধা। কোনো আত্মদানই বৃথা যায় না।

প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, আজকের বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পথে থেকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় চলমান। ২০২১ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি হিসেবে বাঙালি গড়ে তুলবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। বিশ্বসভায় মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

এরপর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপ কাতারে, খুনোখুনি বাংলাদেশে

ঢাকা: বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় বাংলাদেশে এসব কী হচ্ছে? অন্য দেশের একটি দলকে সমর্থনের নামে বা কারণে এ পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে প্রাণও গেছে কয়েকজনের।এইসব *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

নারী নেতৃত্বে বিশ্বে আস্থা কমছে

বড় কোম্পানিগুলোর নেতৃত্বের পর্যায়ে নারীর সংখ্যা বাড়লেও তাঁদের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে। ফাইল ছবি: এএফপি

সারা বিশ্বে বড় বড় কোম্পানির নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীদের সংখ্যা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়েছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এ সংখ্যা বাড়লেও গবেষণায় যে চিত্র উঠে এসেছে, তা মোটেই সুখকর নয়। গবেষণা বলছে, কর্মক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে।

গত নভেম্বরে প্রকাশিত 'দ্য রিকজাভিক ইনডেক্স ফর লিডারশিপ' শীর্ষক গবেষণা জরিপে নারী-পুরুষ নেতৃত্বকে কীভাবে দেখা হয়, তার তুলনামূলক একটি চিত্র পাওয়া গেছে। জরিপে বলা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে আসছেন মেসি!

বাংলাদেশের ফুটবল ভক্তদের আর্জেন্টিনার ফুটবল নিয়ে মাতামাতির খবরটা জানা হয়ে গেছে গোটা বিশ্বের। লিওনেল মেসিকে ঘিরে উন্মাদনার শেষ নেই। লাখো বাংলাদেশি ভক্ত অপেক্ষায় ১৮ ডিসেম্বর তাদের প্রিয় ফুটবলারের হাতে উঠবে বিশ্বকাপ ট্রফি। তার আগে নতুন এক খবর- ফের বাংলাদেশে আসতে পারেন ফুটবল জাদুকর মেসি!

অবশ্য এর আগেও তিনি এসেছেন এই দেশে। সেটি সোনার অক্ষরে লেখা এক দিন, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১। যেদিন আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে মেসিও পা রাখেন ঢাকায়। নাইজেরিয়ার বিপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল আর্জেন্টিনা। বঙ্গবন্ধু *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পৃথিবীর বাইরে 'পানির অস্তিত্ব' আবিষ্কার

পৃথিবীর বাইরের কোনো গ্রহে পানির অস্তিত্ব থাকার বিষয়টি এত দিন তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এবার একদল মহাকাশ বিজ্ঞানী বেশ আওয়াজ দিয়েই বলছেন, পানি আছেড়এমন দুটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন তারা। আর এমন দাবিতে নড়েচড়ে বসেছেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গবেষকরা। গত বৃহস্পতিবার বিজ্ঞান সাময়িকী নেচার অ্যাস্ট্রোনমিতে এক প্রতিবেদনে গবেষকরা দাবি করেছেন, পৃথিবীর সৌরজগৎ থেকে প্রায় ২১৪ আলোকবর্ষ দূরের এক সৌরজগতে কেপলার-১৩৮সি এবং কেপলার-১৩৮ডি নামে গ্রহ দুটির অবস্থান। একটি লাল বামন নক্ষত্র ঘিরে চক্কর দিচ্ছে গ্রহ দুটি। এ আবিষ্কারে ভূমিকা রেখেছে নাসার হাবল আর অবসের থাকা স্পিটজার টেলিস্কোপ।

গবেষণা প্রতিবেদনের সহলেখক ইউনিভার্সিটি অব মন্ট্রিয়ালের অধ্যাপক বিয়র্ন বেনেকি বলেন, 'আমাদের আগের ধারণা ছিল, পৃথিবীর চেয়ে আকারে কিছুটা বড় গ্রহগুলো আদতে পাথর বা বড় আকারের ধাতব বল ছাড়া কিছু নয়। এ কারণেই ওই গ্রহগুলোকে আমরা সুপার আর্থ বলে ডাকতাম। আমরা এবার প্রমাণ দেখিয়েছি, ওই গ্রহ দুটি অনেকটাই ভিন্ন। এদের আয়তনের একটা বড় অংশজুড়ে সম্ভবত পানি। তবে, সম্ভবত নীল সাগর নয়, উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ানো জলীয় বাষ্প ঢেকে রেখেছে গ্রহ দুটিকে।'

গবেষক দলের প্রধান এবং ইউনিভার্সিটি অব মন্ট্রিয়ালের ক্যারোলিন পলেট বলেন, 'গ্রহ দুটির বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা সম্ভবত ফুটন্ত পানির চেয়েও বেশি এবং আমরা গ্রহ দুটিতে ঘন জলীয় বাষ্পের স্তর প্রত্যাশা করছি।' জলীয় বাষ্পের বায়ুমণ্ডলের নিচে তরল পানি থাকার সম্ভাবনাও ফেলে দিচ্ছেন না গবেষকরা। কেপলার জুটিকে তারা তুলনা করছেন বৃহস্পতি আর শনির চাঁদ ইউরোপা আর এনসেলাডাসের সঙ্গে। টেলিস্কোপে সরাসরি নীল পানি চোখে পড়েনি মহাকাশ বিজ্ঞানীদের।

কে কি বললেন

'অগণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় যাওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বিএনপি'- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নির্বাচনবিহীন সরকার রাষ্ট্রের দুর্ভাগ্য -স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলক জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব

'মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে টানাপোড়েন হলে কূটনৈতিক উপায়ে ফয়সালা করব'- আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের

বিদেশে টাকা দিয়ে লবিস্ট নিয়োগ করে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে। এসব অপকর্মকারীদের ধিক্কার দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।- বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জরিপে প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্পের চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে ডিস্যান্টিস

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকানদের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে গেছেন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস। নতুন এক জরিপে সাবেক প্রেসিডেন্টের চেয়ে ২৩ পয়েন্ট এগিয়ে আছেন তিনি। খবর দ্য গার্ডিয়ানের রিপাবলিকান এবং দলটির প্রতি সহানুভূতিশীল ভোটারদের পক্ষ থেকে ট্রাম্পের অহংবোধের প্রতি এটাকে বড় আঘাত মনে করা হচ্ছে। ইউএসএ টুডে ও সাফোক ইউনিভার্সিটি এ জরিপ চালায়। গত ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার এ জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

তবে মর্নিং কনসাল্টের একই সময় পরিচালিত আরেকটি জরিপে ট্রাম্পের জন্য সুখবর আছে। ওই জরিপে রন ডিস্যান্টিসের চেয়ে তাঁকে ১৮ পয়েন্ট এগিয়ে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া জরিপ-সম্পর্কিত ওয়েবসাইট ফাইভথার্টিএইট এখন পর্যন্ত অধিকাংশ জনমত জরিপে ট্রাম্পকে এগিয়ে রেখেছে।

এরপরও সাফোক ইউনিভার্সিটি পলিটিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ডেভিড প্যালিওলোগোস ইউএসএ টুডেকে বলেছেন, 'রিপাবলিকান ও স্বতন্ত্র রক্ষণশীলেরা ক্রমবর্ধমানভাবে ট্রাম্পকে ছাড়াই ট্রাম্পবাদ চাইছেন।'

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি শেষ হওয়া মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৪৪ বছর বয়সী ডিস্যান্টিস রীতিমতো ঝড় তুলেছেন। এতে তিনি রিপাবলিকানদের সবচেয়ে বড় উদীয়মান তারকায় পরিণত হয়েছেন এবং ট্রাম্পের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি হত্যাকাণ্ড: ১৩ হাজার নথি প্রকাশ

ওয়াশিংটন ডিসি: প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি হত্যাকাণ্ডের হাজার হাজার নথি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে হোয়াইট হাউজ। বিবিসির প্রতিবেদনে এসেছে, আলোচিত হত্যাকণ্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে থাকা গোপন নথির ৯৭ শতাংশই প্রকাশ করা হয়েছে। হোয়াইট হাউজ জানায়, ১৩ হাজার ১৭৩টি ফাইল অনলাইনে পাওয়া যাবে।

প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর টেক্সাসের ডালাসে জন এফ কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আলোচিত হত্যাকাণ্ড নিয়ে দীর্ঘসময় ধরে চলে তদন্ত। তদন্তের ফলাফলই এসব নথি বলছে হোয়াই হাউজ। ১৯৯২ সালের একটি আইনে ২০১৭ সালের অক্টোবরের মধ্যে কেনেডি হত্যাকাণ্ডের সব নথি প্রকাশের জন্য বলা হয়। আগের প্রেসিডেন্টের সময় তা মানা হয়নি। দেরিতে হলেও বৃহস্পতিবার (১৫ ডিসেম্বর) এসব নথি প্রকাশের অনুমোদন দিয়ে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

তবে বাইডেন জানান, কিছু ফাইল ২০২৩ সাল পর্যন্ত অপ্রকাশিত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কাইভসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ৫১৫টি নথি প্রকাশ করা হবে না। এছাড়া আরও ২ হাজার ৫৪৫টি নথি আংশিকভাবে গোপন রাখা হয়েছে।

১৯৬৪ সালের মার্কিন তদন্তে দেখা গেছে, লি হার্ভে অসওয়াল্ড নামের এক ব্যক্তি সাবেক প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে হত্যা করে। গ্রেফতারের দুইদিন পর ডালাস পুলিশ সদর দফতরের বেসমেন্টে তাকে হামলাকারীকে হত্যা করা হয়।

ইলন মাস্ককে জাতিসংঘ ও ইইউর তোপ

ওয়াশিংটন ডিসি:টুইটারের মালিক ইলন মাস্কের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানানোর পাশাপাশি তাঁকে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ছয় খ্যাতনামা সাংবাদিকের বিরুদ্ধে তাঁর পরিবারকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলার অভিযোগ এনে তাঁদের টুইটার থেকে বাদ দেন মাস্ক। এরপর গতকাল শুক্রবার তাঁর কড়া সমালোচনা করে জাতিসংঘ ও ইইউ।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, কোনো ধরনের সতর্ক করা ছাড়াই সিএনএন, নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। গত ২৭ অক্টোবর মাস্ক কোম্পানিটির দায়িত্ব নেওয়ার পর এ ঘটনায় নতুন *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে আলোচনায় বসার তাগিদ দিলেন হেনরি কিসিঞ্জার

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে জরুরি ভিত্তিতে আলোচনায় বসতে পারলে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো যাবে। শুক্রবার প্রকাশিত একটি লেখায় এমন পরামর্শ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। ৯৯ বছর বয়সী এই কূটনীতিক বলেন, ১৯১৬ সালেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বন্ধের সুযোগ পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে সেই সুযোগ হাতছাড়া করে তারা। দ্য স্পেক্টেটরে প্রকাশিত কিসিঞ্জারের ওই লেখায় ইঙ্গিত দেয়া হয়, ইউক্রেনে মূলত রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রক্সি যুদ্ধ চলছে। ইউক্রেনে দুটি পরমাণু শক্তিধর দেশ সংঘাতে জরিয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে তাই দ্রুত আলোচনায় বসার তাগিদ দেন তিনি। যদিও তিনি ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন, কিয়েভের নিরপেক্ষতা এখন আর সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রাশিয়াকে ২৪শে ফেব্রুয়ারির আগের অবস্থানে সেনা ফিরিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান। এরকম একটা পর্যায়ে গেলেই দুই পক্ষ আলোচনা শুরু করতে পারবে।

কিসিঞ্জার বলেন, ক্রাইমিয়া, লুহানস্ক এবং দনেতস্কের ভবিষ্যৎ আলোচনার টেবিলেই নির্ধারণ করা উচিৎ।

গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়ায় যোগ দেয়া খেরসন ও ঝাপোরিশিয়ার কি হবে তা নিয়ে অবশ্য তিনি কিছু বলেননি।

জাতিসংঘের বিশেষ দূত থেকে সরে দাঁড়ালেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

২০ বছরের বেশি সময় জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন অস্কারজয়ী মার্কিন অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। তবে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলেন তিনি। শনিবার (১৭ ডিসেম্বর) বিবিসি তাদের প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

৪৭ বছর বয়সী হলিউড অভিনেত্রী জোলি বলেন, জাতিসংঘের অনেক কর্মসূচি রয়েছে যেগুলোতে কাজ করে যাবো। আমি শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত মানুষের পাশে দাঁড়াতে আগামীতে সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। তিনি আরও বলেন, ২০ বছর জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করার পর মনে হচ্ছে এখন আমার ভিন্নভাবে কাজের সময় এসেছে।

সই করলেন বাইডেন, যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃতি পেল সমকামী বিয়ে

ওয়াশিংটন ডিসি: সমলিঙ্গের বিয়েকে স্বীকৃতি দিয়ে আগেই মার্কিন সিনেটে বিল পাশ হয়েছিল। এবার নিয়ম মেনে সেই বিলে সই করে আইনে রুপান্তরিত করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মঙ্গলবার এই আইন প্রণয়নের পরে বাইডেন বললেন, সমানাধিকারের পথে একধাপ এগিয়ে গেল আমেরিকা। সীমিত কিছু মানুষের জন্য নয়, সকলের জন্য স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে এই আইন। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই মার্কিন পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই পাশ হয়েছিল বিলটি।

গত ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে সমকামী বিবাহের বিলে সই করেন বাইডেন। এই ঐতিহাসিক মূহূর্তের সাক্ষী ছিলেন বিপুল সংখ্যক অতিথি। বাইডেন বলেন, "সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল আমেরিকা। সকলের জন্য ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করবে এই আইন।" প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালেই মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল, সমকামী বিবাহ কোনও অপরাধ নয়। তা সত্ত্বেও এই বিয়ের আইনী স্বীকৃতি ছিল না।

কিন্তু এই বিল পাশ করানোর জন্য বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে বাইডেনের দলকে। মার্কিন সিনেটের উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই ডেমোক্র্যাটদের। তবে শেষ পর্যন্ত গোঁড়া রিপাবলিকানদের একাংশ মত পরিবর্তন করে এই বিলে সম্মতি দিয়েছিলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দলের ১০ জন এমপির সমর্থনে উচ্চকক্ষে পাশ হয়ে যায় বিলটি। নিম্নকক্ষে ডেমোক্র্যাটদের আধিপত্য থাকায় বিল পাশ করাতে অবশ্য কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি।

আমেরিকায় সমকামী বিয়ের পক্ষে বহু সাধারণ মানুষের মত রয়েছে। তবে তা নিয়ে বিতর্কও কম নেই। সিনেটের উচ্চকক্ষে ৩৬ জন রিপাবলিকান বিলটির বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। মনে করা হচ্ছে, ধর্মীয় অধিকার সংক্রান্ত বোধ থেকেই তারা এর বিরোধিতা করেছেন। জুন মাসে সুপ্রিম কোর্ট গর্ভপাতের অধিকার রক্ষার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। সেই সময় মুক্তমনাদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, হয়তো সমলৈঙ্গিক বিয়েও এর ফলে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। কিন্তু সমস্ত আশঙ্কা কাটিয়ে অবশেষে তৈরি হল সমকামী বিবাহ আইন। সূত্র: এপি।

মরক্কোর প্রধানমন্ত্রীর সাথে হোয়াইট হাউজে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল দেখলেন বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: কাতার বিশ্বকাপে ফ্রান্স-মরক্কোর ঐতিহাসিক সেমিফাইনাল ম্যাচ একসঙ্গে উপভোগ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও মরক্কোর প্রধানমন্ত্রী আজিজ আখান্নাউচ। ইউএস-আফ্রিকা সম্মেলনে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন আফ্রিকান নেতারা।

সেমিফাইনাল শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন বাইডেন। বক্তব্যে বাইডেনকে বলতে শোনা যায়, 'আমি জানি আপনি নিজেকেই কথাগুলো বলছেন। দ্রুত শেষ করুন বাইডেন; সেমিফাইনাল খেলা শুরু হবে।'

বক্তব্যের পর মরক্কোর প্রধানমন্ত্রী আজিজসহ আফ্রিকার অন্যান্য নেতাদের সাথে বসে ওয়াশিংটন কনভেনশন সেন্টারে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল উপভোগ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যদিও ফ্রান্সের কাছে ২-০ গোলে

সেমিফাইনালে হেরে মরক্কোর রূপকথার সমাপ্তি ঘটেছে। প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার জন্য মরক্কোকে অভিনন্দন জানান তিনি।

রাশিয়া সীমান্তের কাছে মার্কিন সেনা মোতায়েন

রাশিয়ার সীমান্ত থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে মোতায়েন করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের। পূর্বাঞ্চলীয় ব্লক শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এস্তোনিয়ায় সেনা বৃদ্ধি করছে সামরিক জোট ন্যাটো। তারই অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পদাতিক বাহিনীকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। বাল্টিক দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিজেই এ তথ্য দিয়েছে।

=মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, ভরু শহরের তারা সামরিক ঘাঁটিতে মার্কিন সেনারা অবস্থান করছে। এই ঘাটির অবস্থান রুশ সীমান্ত থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে। ইউএস সার্ভিস সদস্যদের আগমনের বিষয়টি নিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্নেল রিচার্ড আইকেনা বলেন, আমেরিকান সেনারা এস্তোনিয়ায় এসে অত্যন্ত আনন্দিত। তারা বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে যেতে চায়। বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে যে, ওয়াশিংটন এস্তোনিয়ায় হিমার্স প্লাটুন মোতায়েন করতে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হ্যানো পেভকুর বলেছেন, ২০২৫ সালের মধ্যে নিজস্ব হিমার্স ইউনিট পেতে যাচ্ছে এস্তোনিয়া। তবে মার্কিন হিমার্স সেখানে মোতায়েন হলে আগে থেকেই এস্তোনিয়ার সৈন্যরা এটি পরিচালনা শিখে ফেলতে পারবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আরও বলা হয়েছে, মার্কিন সেনাদের এস্তোনিয়ায় মোতায়েন প্রমাণ করে যে, ওয়াশিংটন এবং টালিন একই মূল্যবোধে বিশ্বাস করে এবং আমাদের স্বার্থও একই।

রাশিয়া-ইরান-চীনের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের

দুর্নীতি ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে নয় দেশের ৪০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ তালিকায় যেমন রয়েছে রাশিয়ার সরকারি দপ্তর, তেমনি রয়েছে ইরানের সরকারি কর্মকর্তা, চীনা নাগরিকও। নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠানের যুক্তরাষ্ট্র সম্পদ থাকলে তা বাজেয়াপ্ত হবে। এমনকি নিষেধাজ্ঞার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা রাখতে পারবে না। খবর রয়টার্সের।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ও মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে স্থানীয় সময় গত শুক্রবার মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে নতুন এ নিষেধাজ্ঞার কথা জানায়। বলা হয়, চীনের নাগরিক লি ঝেনু ও ঝুও জিনরং এবং তাঁদের দুজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত পিংতান মেরিন এন্টারপ্রাইজসহ ও দালিয়ান ওশান ফিশিং কোম্পানিসহ ১০টি প্রতিষ্টানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই দুই ব্যক্তি এবং এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চীনভিত্তিক অবৈধ মাছ ব্যবসায় যুক্ত হয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে ওয়াশিংটন।

গত জুনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অবৈধ মাছ ধরাকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলেছিলন। ওই সময় তিনি একটি নিরাপত্তা স্মারকে সই করেন, যাতে অবৈধ মাছ ধরার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করা হয়।

তবে নিজেদের মাছ ধরার প্রতিষ্ঠানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করেছে ওয়াশিংটনের চীনা দূতাবাস। দূতাবাসের মুখপাত্র লিউ পেনগিউ বলেন, 'মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে এমন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার এখতিয়ার ওয়াশিংটনের নেই। এটা বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশি কার্যক্রমের নজির।'

এ ছাড়া চীনের তিব্বত অঞ্চলে ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত দুই চীনা কর্মকর্তার ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এদিকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। সম্প্রতি গণভোট আয়োজন করে ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে রাশিয়া। এ গণভোট তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিল রাশিয়ার নির্বাচন কমিশন। ওয়াশিংটনের মতে, এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। তাই প্রতিষ্ঠানটি ও সেটার ১৫ জন সদস্যের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।ইউক্রেনের নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র দুই রুশ নাগরিক ও রুশ প্রশাসনকে সহায়তায় আরও চারজনকে অভিযুক্ত করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

এ ছাড়া চলমান বিক্ষোভে দমনপীড়ন চালানোর অভিযোগে কয়েকজন ইরানি সরকারি কর্মকর্তা, উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বর্ডার গার্ড জেনারেল ব্যুরো, গিনির সাবেক প্রেসিডেন্ট আলফা কন্ডে এবং এল সালভাদর, ফিলিপাইন, মালি ও গুয়াতেমালার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ

বীর সন্তানদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করেছে পুরো জাতি। আজ থেকে ৫১ বছর আগে তাদের রক্তের বিনিময়ে অভ্যুদয় ঘটেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের, বিশ্ব পেয়েছিল নতুন একটি মানচিত্র ও পতাকা।

শুক্রবার (১৬ ডিসেম্বর) রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারিভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ভোরে ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

সকাল সাড়ে ৬টায় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্মৃতিস্তম্ভের বেদিতে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। এ সময় শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর। পরে শেখ হাসিনা দলীয় প্রধান হিসেবে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নিয়ে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, ড. আব্দুর রাজ্জাক, জাহাঙ্গীর কবির নানক, শাজাহান খান, আব্দুর রহমান ও কামরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, ডা. দীপু মনি, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ও আ ফ ম বাহা উদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, বিএম মোজাম্মেল হক ও আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস সবুর, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী স্মৃতিসৌধস্থল ত্যাগ করার পর তা সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য খুলে দিলে সাধারণ

মানুষের ঢল নামে।

এ সময়ে স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ, শিল্পী-বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, পেশাজীবী, শ্রমিক আর শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদনে ফুলে ফুলে ভরে উঠে স্মৃতিসৌধের বেদি। জনতার এই ঢল অব্যাহত থাকে বেলা ১টা পর্যন্ত।

একে একে শহীদ পরিবারের সন্তান ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা, বিএনপি, গণফোরাম, যুক্তফ্রন্ট, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) শ্রদ্ধা জানায়।

এ ছাড়া আওয়ামী যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ, যুব মহিলা লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, তাঁতীলীগ, জাতীয় পার্টি (জেপি), ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ-'৭১, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদসহ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন হলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

এদিকে বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে রক্ষিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর দলীয় নেতাদের নিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তিনি জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এ সময় বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এদিকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সকালে রাজারবাগ স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর পুলিশ সদস্যদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। এতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ডিএমপির একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে শহীদদের সম্মান জানায়।

বিজয় দিবস উপলক্ষে সকল সরকারি-আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনায় আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়ক দ্বীপগুলো জাতীয় পতাকা ও রঙ-বেরঙের পতাকায় সাজানো হয়।

শহীদদের আত্মার শান্তি, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ সব ধর্মের উপাসনালয়ে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানগুলোতে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে পবিত্র কোরআনখানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।-বণিকবার্তা

রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে 'অন্য' বিজয় দিবস

ঢাকা: বিজয়ের ৫১ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে বিজয় দিবস পালন করছে? তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে কী করছে তারা? অবাক ব্যাপার, সব দলের কর্মসূচিতেই মুক্তিযুদ্ধের গর্বের ইতিহাসই যেন অবহেলিত!

দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে ব্যাতিক্রমী বা নতুন কিছু ছিল না। শোভাযাত্রা আর দুই-একটি আলোচনা সভায় সীমাবদ্ধ তারা। রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি ছিল আগের মতোই। প্যারেড গ্রাউন্ডে হয়েছে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ।

সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শুক্রবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দলের সিনিয়র নেতাদের নিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন।

বিএনপির চেয়াপার্সন দুনীতির মামলায় দণ্ডিত, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রবাসে এবং মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কারাগারে থাকায় দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন সিনিয়র নেতারা। জাতীয় পার্টির পক্ষে দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু অন্যান্য নেতাদের নিয়ে শ্রদ্ধা জানান। রওশন এরশাদ ও জিএম কাদের স্মৃতিসৌধে যাননি।

সকালের এই কর্মসূচির বাইরে আওয়ামী লীগের আর কোনো বড় কর্মসূচি ছিল না। যেসব কর্মসূচি ছিল, তার মধ্যে ছিল দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবন ও দেশব্যাপী সংগঠনের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন। তারা টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি ও ৩২ নাম্বারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

অন্যদিকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জনানোর বাইরে বিএনপির কর্মসূচির ছিল বিজয় মিছিল আর জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বিজয় মিছিল।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বে, গণসংহতি আন্দোলন জোনায়েদ সাকির গণ অধিকার পরিষদ নুরুল হক নূরের নেতৃত্বে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে। গণফোরাম, গণতন্ত্র মঞ্চ, নাগরিক ঐক্যের পক্ষে ফুল দেয়া হলেও অনেক শীর্ষ নেতাকে দেখা যায়নি।

তবে কোনো ইসলামী রজনৈতিক দল স্মৃতিসৌধে যায়নি, যায়নি জামায়াতে ইসলামী। বিজয় দিবস উপলক্ষে পতাকা র‍্যালি করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। খেলাফত মজলিস বিকালে আলোচনা সভার আয়োজন করে।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি প্রধানত স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েকটি দল অবশ্য দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে।

স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণের পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, ''বিএনপি ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে নস্যাৎ করতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে পরাজিত করতে হবে।'' অন্যদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ''বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলুণ্ঠিত করছে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন , যে চেতনায় দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই গণতন্ত্র আজ ভুলুণ্ঠিত।''

মুক্তিযোদ্ধা-বিশ্লেষকের চোখে : মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রথম প্রতিরোধে অংশ নেয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান মিয়া বলেন, ''এখন বিজয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবসে রাজনৈতিক দলগুলো যে কর্মসূচি নেয়, তা দলীয় কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। যে যার গুণ গায়। ওইসব কর্মসূচি দিয়ে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তেমন কিছু জানতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধকে যে যার স্বার্থে ব্যবহার করছে।'' তার কথা,

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার সরকার কূটনীতিকদেরও ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, অভিযোগ আমীর খসরুর

ঢাকা: মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে রাজধানীর শাহীনবাগে যে ঘটনা ঘটেছে তা গভীর উদ্বেগের বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, আসলে সরকার কূটনীতিকদেরও ভয়ভীতি দেখিয়ে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব অভিযোগ করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, বিএনপির চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইংয়ের কর্মকর্তা শামসুদ্দিন দিদার ও শায়রুল কবির খানসহ অনেকে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু বলেন, আমরা আগেও দেখেছি আমেরিকার একজন রাষ্ট্রদূত (মার্শা বার্ণিকাট) যিনি নৈশভোজে গিয়েছিলেন, তার গাড়িবহরে আক্রমণ ও ভাঙচুর করেছে। একজন কূটনীতিবিদ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে গেছেন। সরকারি দলের মদদে ও সহযোগিতায় আরেকটি নাম দিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়াটাই তো আইনবিরোধী। কেউ চাইলে আলাদা অনুষ্ঠান করতে পারে। কিন্তু অন্য একটি প্রোগ্রামে গিয়ে সেই অনুষ্ঠানকে বাধাগ্রস্ত করা তো অগণতান্ত্রিক। অতীতে বিএনপির একটি মানবাধিকার বিষয়ক প্রোগ্রাম বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। এই যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে সরকারি মদদে তা দৃশ্যমান।

আওয়ামী লীগ কিছুতেই বিএনপিকে দাঁড়াতে দিতে চায় না

ঢাকা: বাংলাদেশের রাজনীতি যে ক্রমশ সংঘাতের দিকে যাচ্ছে তা আঁচ করা গেছে মাস কয়েক আগে, বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ শুরুর পর থেকে। সরাসরি ও পরোক্ষভাবে বাধা প্রদান করেও এসব সমাবেশ ব্যর্থ করতে পারেনি সরকার।

একের পর এক সফল সমাবেশ করে রাজনীতির মাঠে আবার সরব হয়ে উঠে বিরোধীদল। বাধা অতিক্রম করে সমাবেশে মানুষের উপস্থিতি ক্ষমতাসীন দলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ঢাকার বাইরে প্রতিটি সমাবেশ ঘিরে ছিল এক ধরনের ভয় ও আতঙ্ক। ৫ নভেম্বর বরিশালে বিভাগীয় গণসমাবেশকে ঘিরে সমাবেশের আগের রাতে আওয়ামী লীগ আকস্মিক শহরে মিছিল করলে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোনো সহিংস ঘটনা না ঘটলেও আওয়ামী লীগ নেতাদের বিএনপিকে 'দেখিয়ে দেয়ার' বক্তব্যে ছিল পরোক্ষ হুমকি। নেয়া হয় পালটা রাজনৈতিক কর্মসূচিও।

ঢাকার বাইরের সমাবেশগুলো সফলভাবে করলেও ১০ ডিসেম্বর ঢাকার মহাসমাবেশ নিয়ে ছিল অনিশ্চয়তা। বিএনপির কিছু নেতার প্রধানমন্ত্রী ও সরকারবিরোধী বক্তব্য আগুনে যেন ঘি ঢেলে দেয়। সরকারদলীয় নেতাদের পালটা বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অনিশ্চয়তা পরিণত হয় শঙ্কায়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের 'খেলা হবের মধ্যে ছিল বড় বার্তা।

অনেকটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে ১০ ডিসেম্বর সমাবেশ করা বিএনপি জন্য অনেক কঠিন। সরকারি দল সহজে তা করতে দেবে না। সামনে চলে আসে সমাবেশের ভেন্যু। বিএনপি আগে থেকেই নয়া পল্টনে সমাবেশের আবেদন করে। কিন্তু তাদের সেখানে অনুমতি না দিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়। বিএনপি তাতে রাজি না হয়ে তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় সমাবেশ করার ঘোষণা দেয়। এরপর কী ঘটেছে সেখানে, তা সবার জানা। পুলিশ রাস্তা থেকে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বলপূর্বক উঠিয়ে দিতে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, একজন গুলিতে নিহত হয়, আহত হয় অনেকে। বিএনপির শীর্ষ অনেক নেতা এখন জেলে।

এই ঘটনার একটি ভিন্ন প্রেক্ষিত রয়েছে।অতীতে আমরা দেখেছি বিরোধীদল আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে হরতাল বা সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছে। ফলে

বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়

আলোচনার কেন্দ্রে বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস

ঢাকা: ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসকে নিয়ে বাংলাদেশে এখন তুমুল আলোচনা। রাজনৈতিক অঙ্গনেও আলোচনা চলছে। আর এই আলোচনার মূলে আছে নিখোঁজ এক বিএনপি নেতার বোনের বাসায় রাষ্ট্রদূতের গমন।

নিখোঁজদের স্বজনদের সংগঠন "মায়ের ডাকের" সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে বুধবার সকালে ঢাকার শাহীনবাগের একটি বাসায় যান। ওই বাসায় ২০১৩ সাল থেকে নিখোঁজ বিএনপি নেতা মাজেদুল ইসলাম সুমনের বোন সানজিদা ইসলাম তুলি থাকেন।

তিনি যখন সকালে ওই বাসায় যান তখন সেখানে "মায়ের কান্না" নামে আরেকটি সংগঠনের সদস্যরাও ওই বাসার বাইরে অবস্থান করছিলেন তাকে স্মারক লিপি দেয়ার জন্য। মায়ের কান্না হলো ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর বিদ্রোহ দমনের নামে বিমানবাহিনীর সহস্রাধিক সদস্য গুমের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সংগঠন ।

শাহীনবাগের বাসায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অবস্থান এবং বের হওয়ার পর স্মারকলিপি দেয়া নিয়ে তখন ওই এলাকায় অস্বাভাবিক ও ধ্বস্তাধস্তির মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে সেখান থেকে দ্রুত বের করে নিয়ে যান। ওই বাসায় তিনি ২৫ মিনিট অবস্থান করেন। বের হয়ে যাওয়ার পরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জরুরি ভিত্তিতে পরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের সঙ্গে দেখা করে তিনি তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন,চতিনি যে ওখানে গিয়েছেন তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জানা ছিল না। মার্কিন দূতকে জানিয়েছি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের । মার্কিন দূত অধিকতর নিরাপত্তা চাইলে আমাদের সরকার সে ব্যবস্থা করবে। তিনি ওখানকার ঘটনায়

খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"

মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে দুই দল : ওই ঘটনার পর বুধবার বিকেলে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, "আজ সকালে দেখলাম ২০১৩ সালে গুম হওয়া বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের বাসায় গেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। রাষ্ট্রদূত বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে গেলে বেশি খুশি হতাম। আমরা কিন্তু সিএনএনে দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি মাসে কত মানুষ গুম হয়, কত নারী ধর্ষিত হয়, কত মানুষ খুন হয়।"

আর একদিন পর ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স অভিযোগ করেছেন,মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ওই ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে প্রমাণ করে এর সঙ্গে তারা জড়িত। তারাই উসকানি দিয়ে, সেখানে লোক পাঠিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাবাহী গাড়িতে আঘাত করিয়েছে। রাষ্ট্রদূতকে হেনস্তা করা হয়েছে। এর আগেরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে এই সরকারের নির্দেশে হামলা করা হয়েছে।"

মার্কিন প্রতিক্রিয়া : এদিকে ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মার্কিন দূতাবাসের এক এক টুইট বার্তায় বলা হয়, ''মর্কিন দূত পিটার হাস 'মায়ের ডাক্কের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন তাদের কথা শোনার জন্য। বিশ্বে যারা গুমের শিকার হয়েছেন তারা ও তাদের পরিবারের পাশে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার জনানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির কেন্দ্রে রয়েছে মানবাধিকার। রাষ্ট্রদূত হাস মায়ের ডাক-এর সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সংগঠন হচ্ছে মায়ের ডাক, সেখানে রাষ্ট্রদূত ওই পরিবারের সদস্যদের কথা শুনেছেন।

আর ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্র বলেন, বাইডেন প্রশাসন তার মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর এবং বিশ্বের শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রগতি এগিয়ে নিতে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান জানাতে স্বীকৃতি দেয়। আমাদের দুইপক্ষের সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে মানবাধিকার। বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনার সময় দেশটির স্বাধীন গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো উদ্বেগ থাকলে তা আমরা উল্লেখ করে থাকি। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

ঝুঁকি নিয়ে সফল শেখ হাসিনা বললেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

ঢাকা: ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে সফলতা পাওয়া মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার কাজ নিয়ে ভয়ভীতি থাকলেও শেষ বিচারে তিনি বিজয়ী হন। এ দক্ষ জাতি গঠনে ডিজিটাল অর্জন করে এখন স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।

'ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

সাবেক মুখ্যসচিব ও বাংলাদেশ মূল্যায়ন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, সম্মানীত অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব খলিলুর রহমান। আলোচনায় অংশ নেন বিআইডিএসের গবেষক ও বইটির লেখক মনজুর হোসেন, বেসিসের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব হাবিবুল্লাহ এন করিম, এটুআই'র প্রকল্প পরিচালক ড. দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, বেসিসের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বিডিজবসের সিইও এ কে এম ফাহিম মাশরুর, সমাজবিজ্ঞানী খন্দকার সাখাওয়াত আলী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ, বাংলাদেশ মূল্যায়ন সমিতির সভাপতি ড. মো. নুরুজ্জামান প্রমুখ। *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বে শান্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবদান রয়েছে বললেন ঢাকায় জাতিসংঘ দূত

ঢাকা: ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গুইন লুইস বাংলাদেশের ৫২তম বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডা এবং সারাবিশ্বে শান্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ বহুপাক্ষিকতা, জলবায়ু ন্যায্যতা এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের স্বার্থের পক্ষেও সোচ্চার রয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয় নজির হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেন জাতিসংঘের এই দূত।

শুক্রবার (১৬ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

জাতিসংঘের এ সমন্বয়ক বলেন, জাতিসংঘ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশ একটি অসাধারণ যাত্রা শুরু করে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে এলডিসি থেকে উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে দেশটি।

গুইন লুইস আরও বলেন, মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার অনেক আগে থেকেই মানব উন্নয়ন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের সাফল্য দেশটিকে অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণের জন্য একটি নজির হয়ে ওঠেছে।

বিবৃতিতে গুইন লুইস বলেন, ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের উত্থাপন করা শান্তি সংস্কৃতি প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ডায়াবেটিসের প্রথম গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডায়াবেটিসের প্রথম গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ঘোষণা করেছে বিশ্ব ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডিএফ)। গত সোমবার (৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ডায়াবেটিস সম্মেলন-২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশনের সদ্যনির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক আকতার হোসেনের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সম্মাননাপত্রটি গ্রহণ করেন পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারিক আহসান।

গত মঙ্গলবার (৬ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অনুষ্ঠানে আইডিএফ-এর বিদায়ী প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক অ্যান্ড্রু বোল্টন; আইডিএফ-এর অন্যান্য প্রতিনিধি এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আগত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী, বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা, পর্তুগালে প্রবাসী বাংলাদেশি নেতা, সাংবাদিক ও অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ডায়াবেটিস নিয়ে জীবনযাপনকারীদের জীবনমান উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ কোনও ব্যক্তিকে "গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ফর ডায়াবেটিস"-এর সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী দুই বছর "গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ফর ডায়াবেটিস" হিসাবে বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিস নিয়ে জীবনযাপনকারী মানুষের মুখপাত্র হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণকালে রাষ্ট্রদূত তারিক আহসান তার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জনকেন্দ্রিক উন্নয়নের একজন প্রবক্তা হিসাবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত এক ভিডিও বার্তায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশনকে এ সম্মাননার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সশরীরে উপস্থিত হতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শিশুসহ প্রায় ৮৫ লাখ আর সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৪২ কোটি মানুষ ডায়াবেটিস এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য জটিলতা নিয়ে বসবাস করছেন। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং জনসচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনবান্ধব স্বাস্থ্যনীতির বাস্তবায়ন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সকল ডায়াবেটিস রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে এবং বিনামূল্যে ইনসুলিন সরবরাহ কার্যক্রমও শুরু করেছে। দেশব্যাপী ১৮০০ এর বেশি সুসজ্জিত কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সেন্টারে প্রশিক্ষিত চিকিৎসাকর্মীরা ডায়াবেটিস রোগীদের সেবা প্রদান করে চলেছে।

ডায়াবেটিসের মতো নানা অসংক্রামক রোগকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনের পথে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং এ সংক্রান্ত গবেষণায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ সময় তিনি ডায়াবেটিসের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর হিসাবে বিশ্বনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও বিশ্বশান্তির প্রতি তার অব্যাহত সমর্থন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ডায়াবেটিস নিয়ে জীবনযাপনকারী বিশ্বের সকল মানুষ এবং তাদের শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে আমি বিশ্বনেতাদের কাছে এখনই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের সবাইকে অবশ্যই অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে এবং যুদ্ধের বদলে আমাদের নাগরিকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সে সম্পদ ব্যবহার করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর নামের সঙ্গে মিল থাকায় গুলি করে হত্যা, ৫১ বছরেও মেলেনি স্বীকৃতি

কুড়িগ্রাম : স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সঙ্গে মিল থাকায় জনসম্মুখে মাথায় গুলি করে কুড়িগ্রামের মুজিবর রহমানকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। দেশ স্বাধীনের ৫১ বছর পেরিয়ে গেলেও আজও রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বীকৃতি পাননি স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী এই যোদ্ধা।

সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী ময়ছার আলী ও মিজানুর রহমান। তাদের ভাষ্যমতে, ১৯৭১ সালের ২২ জুন রাতের আঁধারে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারীতে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পের টেলিফোন সংযোগ কেটে দিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয় ওই অঞ্চলে থাকা হানাদার বাহিনীর কমান্ডাররা। ২৩ জুন দুপুরে নাগেশ্বরীর সন্তোষপুর ইউনিয়নের ব্যাপারীহাট বাজারে গ্রামের যুবকদের জড়ো করে টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নের ঘটনায় জড়িতদের খুঁজতে থাকে তারা। গ্রামের ২০-২৫ যুবককে বাজারে ধরে আনা হয়। বন্দুকের নল তাক করে নাম-পরিচয় ও কর্মসহ বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেদিন বাজারে তেল কিনতে গিয়েছিলেন পাশের নিলুর খামার গ্রামের যুবক মুজিবর রহমান। তাকেও অভিযুক্তদের সারিতে দাঁড় করায় হানাদার বাহিনী। বন্দুকের নল তাক করে তার নাম-পরিচয় ও কর্ম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নের ঘটনায় সম্পৃক্ততা না থাকায় একে একে ছেড়ে দেওয়া হয় আটক যুবকদের। কিন্তু মুজিবরকে ছাড়েনি। টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নের ঘটনায় সম্পৃক্ততা কিংবা অন্য কোনও অপরাধ ছিল না তার। শুধু অপরাধ ছিল তার নাম মুজিবর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সঙ্গে মিল থাকায় জনসম্মুখে মাথায় গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় মুজিবরকে। বাজারের পাশে ড্রেনে পড়ে থাকে তার রক্তাক্ত মরদেহ। উপস্থিত যুবকদের দিয়ে মরদেহ তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাড়িতে। স্থানীয়রা পাশের সূর্যকুটি গ্রামে মুজিবরকে সমাহিত করেন।

ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও সেদিনের নৃশংসতা আজও ভোলেননি আটক যুবকদের মধ্যে জীবিত থাকা ময়ছার আলী ও মিজানুর রহমান। সম্প্রতি নাগেশ্বরীর সন্তোষপুর গ্রামে কথা হয় তাদের সঙ্গে। তাদের বর্ণনায় উঠে আসে মুজিবর হত্যাকাণ্ডের রোমহর্ষক কাহিনি।

মুজিবর রহমান সন্তোষপুর ইউনিয়নের নিলুর খামার গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তার বাবার নাম নছর উদ্দিন ব্যাপারী। মৃত্যুকালে মুজিবর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার স্ত্রী মারা যান। বর্তমানে তার ছেলেমেয়েরা বেঁচে আছেন।

ময়ছার আলী ও মিজানুর রহমান এখন অনেকটাই বৃদ্ধ। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তারা বলেন, 'সেদিন সন্তোষপুরের ২০-২৫ জন *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

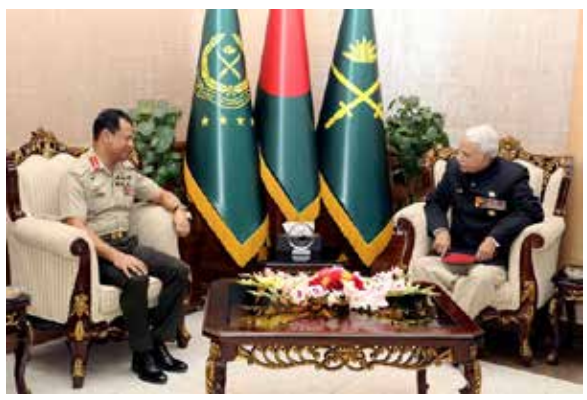

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ঢাকা: বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ৩০ জন বীর যোদ্ধাসহ ৩৬ সদস্যের একটি সামরিক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।বৃহস্পতিবার (১৫ ডিসেম্বর) সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাতে পারস্পরিক কুশলাদি বিনিময়ের পর সেনাবাহিনী প্রধান স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ত্রিশ লাখ শহীদ, স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সব সদস্যের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। এ সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সাবেক সেনা কর্মকর্তারা আবেগ ভরে তাদের স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং এই অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রাপ্তির জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সাবেক সেনাকর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বি এস মেহতা মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ওপর তার লিখিত 'একাত্তরের যুদ্ধ : এক ভারতীয় কমান্ডারের বীরগাথা' ও ডধৎ উবংঢ়ধঃপযবং ১৯৭১' শীর্ষক দুটি বই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে উপহার *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

নিজে থেমে চট্টগ্রামে বিএনপির মিছিল যাওয়ার পথ করে দিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী

চট্টগ্রাম : নিজের নেতৃত্বাধীন বিজয় শোভাযাত্রা থামিয়ে বিএনপির বিজয় মিছিল যাওয়ার পথ করে দিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। গত ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরের লাভ লেন মোড়ে দুই পক্ষের মিছিল মুখোমুখি হলে তিনি সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মিছিল থামিয়ে দেন এবং শহীদ মিনার অভিমুখী বিএনপির নেতাকর্মীদের নির্বিঘ্নে মিছিল নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

জানা গেছে, মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা পরিষদ প্রতিবছর বিজয় দিবসে বিজয় শোভাযাত্রা বের করে। বিজয় মেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহিবুল হাসান চৌধুরী। আজ বেলা ১১টার দিকে এম এ আজিজ স্টেডিয়ামের বিজয় মঞ্চ থেকে মহিবুল হাসানের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি কাজীর দেউড়ি ও জামালখান হয়ে লাভ লেন মোড়ে এসে পৌঁছায় সাড়ে ১১টার দিকে।

এ সময় কাজীর দেউড়ি নাসিমন ভবনের দলীয় কার্যালয় থেকে বিএনপির একটি বিজয় মিছিল ফুল নিয়ে শহীদ মিনারের উদ্দেশে যাচ্ছিল। লাভ লেন মোড়ে এসে দুটি মিছিল মুখোমুখি হয়ে পড়ে। দুই পক্ষ পাল্টাপাল্টি স্লোগান দেয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দিশাহারা হয়ে পড়েন। এ সময় বিজয় শোভাযাত্রা থামিয়ে দেন মহিবুল হাসান চৌধুরী। তিনি মাইকে বিএনপির নেতা কর্মীদের মিছিল নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এ বিষয়ে মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী সহনশীল ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী। সবার মত ও পথের অধিকার রয়েছে। আওয়ামী লীগ এটা বিশ্বাস করে। প্রতিহিংসার রাজনীতি করি না। তাই আজ বিএনপির মিছিল দেখে আমাদের মিছিল থামিয়ে দিই। তারা চলে যাওয়ার পর আমরা শোভাযাত্রা নিয়ে বিজয় মঞ্চে চলে যাই। আমাদের শোভাযাত্রা বড় ছিল। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি।'

আজকের ঘটনা নিয়ে নগর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তান আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

ঢাকা: তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেছেন, একদিন যে পাকিস্তানের শাসকরা বাঙালিকে তাচ্ছিল্য দেখিয়েছিল, সেই পাকিস্তানই আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমরা সব সূচকে পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে অনেক এগিয়ে গেছি। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন মাথা পিছু আয়ে ভারতকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পর ভারতের গণমাধ্যমে এ নিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের এমন সাফল্যে আমাদের গণমাধ্যম তেমন সরব হয়নি।

শুক্রবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তরে মহান বিজয় *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ৭৩ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা খরচ নিজে বহন করে

ঢাকা: বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার থাকলেও প্রায় ৭৩ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা খরচ নিজেরাই বহন করে। চিকিৎসা করাতে গিয়ে ২৪ দশমিক চার শতাংশ মানুষ অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে পড়ে। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশেই এটা বেশি দেখা যায়।

সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা দিবস-২০২২ উপলক্ষে গতসোমবার (১২ ডিসেম্বর) কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইন্সটিটিউটের আয়োজনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা বলেন, ভারত, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের মতো দেশে কিডনি রোগীসহ অনেক জটিল রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা চালু রয়েছে। স্বাস্থ্যবীমা চালুসহ সরকারি সহায়তা সঠিকভাবে *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

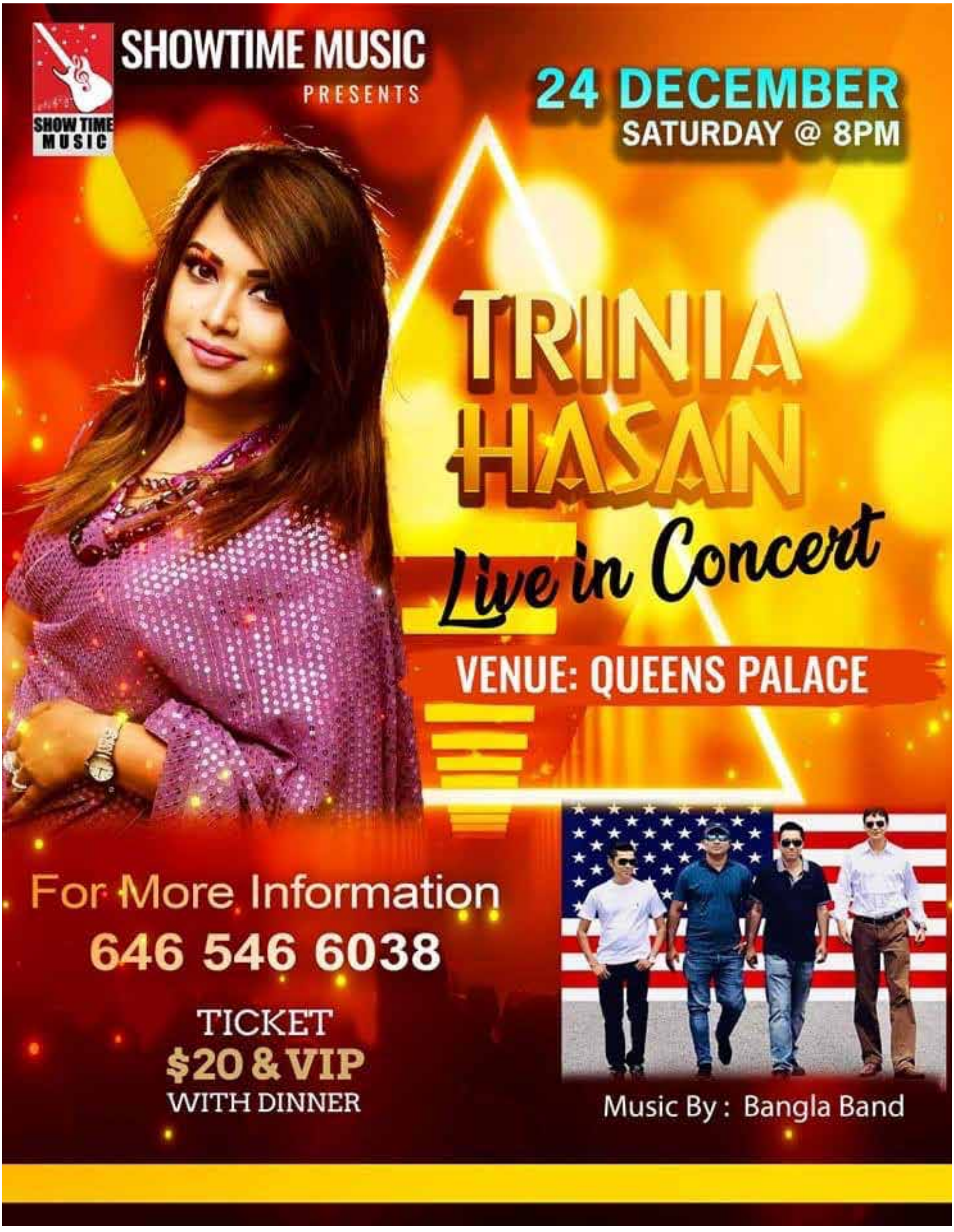
SHOWTIME MUSIC
PRESENTS
SHOW TIME MUSIC
24 DECEMBER
SATURDAY @ 8PM
TRINIA HASAN
Live in Concert
VENUE: QUEENS PALACE
For More Information
646 546 6038
TICKET
$20 & VIP
WITH DINNER
Music By : Bangla Band

নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির গতি আরো ধীর হয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতির চাপ আরো ধীর হয়েছে। নভেম্বরে দেশটির ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) এক বছর আগের তুলনায় ৭ দশমিক ১ শতাংশ বেড়েছে। যেখানে অক্টোবরে এ হার ৭ দশমিক ৭ শতাংশ ছিল।

গত জুনে শীর্ষে ওঠার পর থেকেই বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ ধীর হচ্ছে। খবর এপি। মঙ্গলবার প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি চার দশকের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। সে সময় সিপিআই বেড়েছিল ৯ দশমিক ১ শতাংশ।

এর পর থেকেই দেশটিতে মূল্যস্ফীতির চাপ ধীর হচ্ছে। মাসভিত্তিক হিসাবে নভেম্বরে সিপিআই বেড়েছে মাত্র দশমিক ১ শতাংশ।

এছাড়া বাজারে মূল্য অস্থিরতায় থাকা খাদ্য ও জ্বালানির দাম বাদ দিয়ে হিসাব করা কোর মূল্যস্ফীতিও ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যেখানে নভেম্বরে কোর মূল্যস্ফীতি আগের মাসের তুলনায় দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। এ হার ২০২১ সালের আগস্টের পর সবচেয়ে কম। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দিচ্ছে, মার্কিন মূল্যস্ফীতি ক্রমাগতভাবে মন্থর হচ্ছে।

চলতি বছরের মাঝামাঝিতে রেকর্ড পর্যায় থেকে গ্যাসের দাম কমে গিয়েছে। নভেম্বরে ব্যবহৃত গাড়ি, স্বাস্থ্যসেবা, এয়ারলাইনস ভাড়া ও হোটেলে থাকার খরচও কমেছে। আসবাবপত্র ও বিদ্যুতের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে বাড়ির দাম ও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া কমে গিয়েছে। তবে দেশটিতে মুদির দাম বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। নভেম্বরে মুদি পণ্যের দাম আগের মাসের তুলনায় দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। যেখানে এক বছর আগের তুলনায় এ দাম বাড়ার হার ছিল ১২ শতাংশ। ফলে খাবারের জন্য নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর হিমশিম খাওয়ার মতো পরিস্থিতি অব্যাহত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফিনিক্সে সেন্ট মেরি'স ফুড ব্যাংক গত মাসে অ্যারিজোনাজুড়ে রেকর্ড ১৯ হাজার পরিবারকে থ্যাংকসগিভিং খাবার সরবরাহ করেছিল। সেখানে খাবার নেয়া একজন সিঙ্গেল মাদার রোজা ডেভিলা বলেন, আমার তিন সন্তান স্ন্যাকস খেয়ে দিন পার করে। ফুড ব্যাংক সত্যিই আমাদের মৌলিক চাহিদা মেটাচ্ছে।

ফুড ব্যাংকের খাবারের জন্য অপেক্ষা করা আলমা কুইন্টেরা জানান, তার স্বামী বাড়ি রঙের কাজ করেন। তার পরও বিদ্যালয়গামী তিন সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে মাসে দুই বা তিনবার ফুড ব্যাংকে যেতে হয়। তিনি বলেন, 'উচ্চ দাম সত্যিই আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে বাড়ি ভাড়া, ইউটিলিটি বিল ও পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যান আগামী মাসগুলোয় কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে। কমেরিকা ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ বিল অ্যাডামস বলেন, চলতি বছর মূল্যস্ফীতি ভয়ানক পর্যায়ে ছিল।

তবে আগামী বছর মূল্যস্ফীতির চাপ ধীর হবে বলে আশা করছি। সরবরাহ ব্যবস্থার বাধা কমছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর মজুদও বেড়েছে এবং মূল্যস্ফীতিকে বাড়িয়ে তোলা বেশির ভাগ ঘাটতির অবসান ঘটিয়েছে।

নভেম্বরে আরো গতি হারিয়েছে চীনের অর্থনীতি, কভিডজনিত লকডাউনের চাপ

ধীর হয়েছে শিল্পোৎপাদন। খুচরা বিক্রিতে পতন আরো ত্বরান্বিত। উভয় খাতই অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাসের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। সংকোচনের মুখোমুখি হয়েছে আমদানি ও রফতানি বাণিজ্যও। সব মিলিয়ে নভেম্বরে আরো গতি হারিয়েছে চীনের অর্থনীতি। কভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধি এবং এ সম্পর্কিত লকডাউনের কারণে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির ওপর চাপ আরো বেড়েছে।

রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নভেম্বরে চীনের অনেক খাতের পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। রিয়েল এস্টেট খাতের মন্দা এবং বিশ্বব্যাপী দুর্বল চাহিদার মধ্যে দেশটির অর্থনীতি আরো গতি হারাতে পারে। যদিও বিরল জনবিক্ষোভের পর বেইজিং কভিডজনিত বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করেছে।

গত ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের (এনবিএস) তথ্য অনুসারে, নভেম্বরে চীনের শিল্পোৎপাদন এক বছর আগের তুলনায় মাত্র ২ দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। যেখানে রয়টার্সের জরিপে অর্থনীতিবিদরা ৩ দশমিক ৬ শতাংশ বাড়ার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। কারখানা উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি অক্টোবরের ৫ শতাংশের চেয়েও উল্লেখযোগ্যভাবে ধীর হয়েছে। গত মাসের প্রবৃদ্ধি মে মাসের পর সবচেয়ে কম। কভিডজনিত বিধিনিষেধের কারণে গত মাসে দেশটির মূল উৎপাদন কেন্দ্র গুয়াংজু ও জেংজোর কারখানা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

এদিকে পরিষেবা খাতে দুর্বলতার কারণে গত মাসে চীনের খুচরা বিক্রি ৫ দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে। এটি গত মে মাসের পর সবচেয়ে বড় সংকোচন। বিশ্লেষকরা ধারণা করেছিলেন, এ সময়ে বিক্রি ৩ দশমিক ৭ শতাংশ কমবে। গত মাসে এ খাতে পতনের হার অক্টোবরের দশমিক ৫ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ করে ক্যাটারিং খাতের বিক্রি এক বছর আগের তুলনায় ৮ দশমিক ৪ শতাংশ কমেছে। এ হারও অক্টোবরের ৮ দশমিক ১ শতাংশের চেয়ে বেশি। এ সময়ে গাড়ি বিক্রি বছরওয়ারি ৯ দশমিক ৯ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। যেখানে অক্টোবরে গাড়ি বিক্রি কমেছিল ৮ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

'নিবিড় তত্ত্বাবধানে' বাংলাদেশের ৫ শরীয়াহ ব্যাংক: ঋণের তথ্য দিতে হবে দৈনিক

ঢাকা: ব্যাংকে নিযুক্ত পর্যবেক্ষক ও সমন্বয়কদের সঙ্গে বৈঠকে গভর্নর তাদের করণীয় নিয়ে আরও নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র।

বড় ঋণ বিতরণে অনিয়ম ও নিয়ম না মানার খবর প্রকাশের পর শরীয়াহভিত্তিক পাঁচ ইসলামি ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'নিবিড় তত্ত্বাবধানের' আওতায় আসছে; ঋণ বিতরণসহ প্রতিদিন জানাতে হবে একাধিক তথ্য।

শরীয়াহভিত্তিক ১০ ব্যাংকের মধ্যে পাঁচটিকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত এসেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের এক সভা থেকে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হক।

এখন থেকে ব্যাংকগুলোর এক কোটি টাকার উপরের ঋণ বিতরণের তথ্য জানাতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংককে।

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বিভিন্ন ব্যাংকে নিযুক্ত পর্যবেক্ষক ও সমন্বয়কদের সঙ্গে এ বৈঠক করেন, যেখানে আগামী রোববার থেকেই ব্যাংকগুলোকে তথ্য দেওয়ার নির্দেশনাটি বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে।

বৈঠকে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে থাকা পর্যবেক্ষক ও সমন্বয়কদের করণীয় নিয়েও নির্দেশনা দেন গভর্নর। ব্যাংকগুলো থেকে নিয়মিত যেসব তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ে থাকে সেগুলো দৈনিক এবং প্রয়োজনে যেকোনো সময়ে নেওয়ার নির্দেশনাও দেন তিনি।

বৈঠকের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে নিযুক্ত পর্যবেক্ষক ও সমন্বয়কদের প্রতি নির্দেশনা দিতেই বৈঠকটি করেছেন গভর্নর। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ব্যাংকের ঋণ নিয়ে যে অভিযোগগুলো এসেছে তা নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করতেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

''শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর ঋণতথ্যও নিয়মিত সংগ্রহ করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। তত্ত্বাবধানের স্বার্থে সেটি দৈনিকও হতে পারে।"

শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে যে পাঁচটির তথ্য দৈনিক ভিত্তিতে নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেগুলোর নাম প্রকাশ করেননি বাংলাদেশ বাংকের মুখপাত্র।

এর আগে ঋণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ আসার পর গত ১২ ডিসেম্বর দীর্ঘ সময় বিরতির পর আবার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) ও

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকে পর্যবেক্ষক বসায় বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইসলামী ব্যাংকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালক আবুল কালাম আজাদ ও ফার্স্ট সিকিউরিটিতে মোতাসিম বিল্লাহকে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ব্যাংকগুলোকে নিয়মিত তদারকির অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলো থেকে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসভিত্তিক তথ্য নিয়ে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ঋণখেলাপের অভিযোগ এসবিএসি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা: সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স (এসবিএসি) ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এসএম আমজাদ হোসেন ও তাঁর স্ত্রী সুফিয়া আমজাদের বিরুদ্ধে ঋণখেলাপের মামলা করেছে রাষ্ট্রীয় মালিকানার জনতা ব্যাংক।

ব্যাংকটির খুলনার করপোরেট শাখায় লকপুর গ্রুপের তিন প্রতিষ্ঠানের ৩৩৮ কোটি টাকা খেলাপের দায়ে গত ৩০ নভেম্বর পৃথক তিনটি মামলা করা হয়।

জানা গেছে, এসএম আমজাদের মালিকানাধীন লকপুর গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন পলিমারের ১৫১ কোটি ৮৪ লাখ, মুনস্টার পলিমারের ৯০ কোটি ৮২ লাখ এবং বাংলাদেশ পলি প্রিন্টিংয়ের ৯৫ কোটি ৪৭ লাখ টাকার ঋণখেলাপের দায়ে এসব মামলা করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমজাদ হোসেন এবং তাঁর স্ত্রী সুফিয়া আমজাদ পরিচালক।

জানতে চাইলে জনতা ব্যাংকের খুলনা করপোরেট শাখার ব্যবস্থাপক (ডিজিএম) আব্দুল হাই সমকালকে বলেন, লকপুর গ্রুপের তিন প্রতিষ্ঠানের ঋণ বেশ আগে খেলাপি হয়ে গেছে। এসব ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে কয়েক দফা নোটিশ দেওয়া হয়।

তবে ঋণের অর্থ ফেরত না আসায় আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে অর্থঋণ আদালতে তিনটি মামলা করা হয়েছে। তবে এখনও এসব মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারিত হয়নি।

এসএম আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলা চলার মধ্যে গত বছরের নভেম্বরে তিনি দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান। তিনি কীভাবে দেশ ছাড়লেন সে বিষয়ে উচ্চ আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ে দুদক। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এসবিএসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি।

গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর পদত্যাগের পর তিনি দেশ ছাড়েন। এরপর গত ২৬ সেপ্টেম্বর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন আবদুল কাদির মোল্লা। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের ঋণের অপব্যবহার, করোনার সময়ে দেওয়া সরকারি প্রণোদনার টাকায় আগের ঋণ সমন্বয়সহ বিভিন্ন অভিযোগে সম্প্রতি কাদির মোল্লার লেনদেনসহ যাবতীয় তথ্য তলব করে বিএফআইইউ।

বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান ছাড়াও নানা কারণে ব্যাংকটির কয়েকজন পরিচালক বিতর্কিত হয়েছেন। ব্যাংকটির উদ্যোক্তা পরিচালক ও পিপলস লিজিংয়ের এক সময়কার চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন এম মোয়াজ্জেম হোসেন ঋণ খেলাপের দায়ে পরিচালক পদ হারিয়েছেন। আরেক উদ্যোক্তা পরিচালক ও পিপলস লিজিংয়ের সাবেক চেয়ারম্যান মতিউর রহমান ঋণখেলাপের দায়ে বাদ পড়েছেন।

খেলাপি হওয়ায় পরিচালক পদে অনাপত্তি পাননি আরএসআরএম গ্রুপের কর্ণধার মাকসুদুর রহমান। পরিচালক পদ হারানোর পর ব্যাংকটি থেকে শেয়ার বিক্রি করে চলে গেছেন সাদ মূসা গ্রুপের মো. মহসিন।

ব্যাংকটির আরেক পরিচালক মিজানুর রহমানকে পরিচালক পদে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনাপত্তি না দিলেও আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে বহাল আছেন। সুত্র সমকাল

টাকা ঘরে রেখে বিপদ ডেকে আনবেন না -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ এবং ব্যাংকের তারল্য পরিস্থিতি নিয়ে 'গুজবে' কান না দিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিজয় দিবসের আগে ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, "ব্যাংকে টাকা নেই বলে গুজব ছড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। অযথা গুজবে কান দিবেন না। ব্যাংকে টাকার কোনো ঘাটতি নেই। উপার্জিত টাকা ঘরে রেখে বিপদ ডেকে আনবেন না। আমাদের বিনিয়োগ, রেমিটেন্স প্রবাহ এবং আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতি সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য বিশ্ব পরিস্থিতিকে দায়ী করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, সরকারের 'সময়োচিত' পদক্ষেপে করোনা মহামারীর ধাক্কা সামাল দেওয়া সম্ভব হলেও ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক অবরোধ, পাল্টা অবরোধের কারণে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও আমদানি-নির্ভর দেশগুলো সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে। শেখ হাসিনা বলেন ''নিজস্ব চাহিদা মেটানোর জন্য কোনো কোনো দেশ বিনা নোটিশে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা পৃথিবীর যেখানেই আমাদের চাহিদার পণ্য পাওয়া যাচ্ছে, সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করছি এবং যোগান দিচ্ছি।"

আমদানির চাপে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে অনেকেই নানা মনগড়া মন্তব্য করছেন। তিন মাসের আমদানি খরচ মেটানোর মতো রিজার্ভ থাকলেই চলে। বর্তমানে আমাদের পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মত বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ আছে' রিজার্ভ কমার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "করোনা ভাইরাসের মহামারির সময় সব ধরনের ভারী যন্ত্রপাতি আমদানি, বিদেশ ভ্রমণ এবং অন্যান্য পণ্য আমদানি অনেকটা বন্ধ ছিল। সে সময় আমাদের রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। ...এই বিপুল পরিমাণ অর্থ অলস অবস্থায় না রেখে সেখান থেকে কিছু পরিমাণ অর্থ দিয়ে আমরা একটা বিশেষ তহবিল গঠন করেছি। সেই তহবিলের অর্থ দ্বারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে'

সোনালি ব্যাংকের মাধ্যমে দুই শতাংশ হার সুদে এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ঘরের টাকা সুদসহ ঘরেই ফেরত আসছে। এ অর্থ যদি বিদেশি ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে নেওয়া হতো, তাহলে চার-পাঁচ শতাংশ হারে সুদসহ ফেরত দিতে হতো। আর তা পরিশোধ করতে হত রিজার্ভ থেকেই'

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব'

সংকট উত্তরণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ''সংকট আসবে। সংকটে ভয় পেলে চলবে না। জনগণের সহায়তায় আমরা করোনাভাইরাস মহামারি সফলভাবে মোকাবিলা করেছি।

বর্তমান বৈশ্বিক মন্দাও আমরা মোকাবিলা করব, ইনশাআল্লাহ। এজন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই' - বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

বাংলাদেশে ডলার সংকটে আটকে যন্ত্র আমদানির এলসি

মেসবাহুল হক: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি আমদানির এলসি (ঋণপত্র) খোলার প্রক্রিয়া ডলার সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। শুরুতে ৫২ কোটি ৪২ লাখ ডলারের (প্রায় ৫ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা) এলসি দেশের কোনো ব্যাংক খুলতে রাজি ছিল না। সম্প্রতি এলসি বিষয়ে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) বিদ্যুৎ বিভাগের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়। এ পটভূমিতে অর্থ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বৈঠক করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি খোলার সিদ্ধান্ত নেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলারের নিশ্চয়তার শর্তে সোনালী ব্যাংক এলসি খুলতে রাজি হলেও বিষয়টি প্রায় এক মাস ঝুলে আছে। ফলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঞ্চালন লাইন নির্মাণে দেখা দিয়েছে জটিলতা।

অর্থ মন্ত্রণালয় ও পিজিসিবি সূত্রে জানা গেছে, রূপপুর কেন্দ্রের বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করতে সঞ্চালন লাইন তৈরির প্রকল্পটি ২০১৮ সালে একনেকে অনুমোদন পেয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় সাতটি প্যাকেজের কাজ চলছে। এর মধ্যে যমুনা নদীতে সাত কিলোমিটারের একটি ৪০০ কেভি লাইন, সমদৈর্ঘ্যের আরেকটি ২৩০ কেভি লাইন এবং পদ্মা নদীতে দুই কিলোমিটারের একটি ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হবে। এ কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে ভারতীয় এলওসির অর্থায়ন থেকে বেরিয়ে নিজস্ব টাকায় কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয় পিজিসিবি। তবে ডলার সংকটে এখন পর্যন্ত কাজই শুরু করা যায়নি।

এর আগে রিভারক্রসিং সঞ্চালন লাইন নির্মাণে ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ট্রান্সরেল লাইটিং লিমিটেডের সঙ্গে গত ১৭ আগস্ট চুক্তি করেছিল পিজিসিবি। ২০২৪ সালের আগস্টের মধ্যে এ প্যাকেজের কাজ শেষ হওয়ার কথা। চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল পরিশোধ এবং যন্ত্রপাতি আমদানিতে ডলারে পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ জন্য ব্যাংকে ৫২ কোটি ৪২ লাখ মার্কিন ডলার বা স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ৫ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকার (প্রতি ডলার ১০২ টাকা) ঋণপত্র খোলার আবশ্যকতা রয়েছে। তবে কোনো ব্যাংকই ঋণপত্র খুলতে রাজি হচ্ছিল না। ফলে ঠিকাদারি কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারছে না। তাই অর্থ মন্ত্রণালয়ের দ্বারস্থ হয় পিজিসিবি। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খানের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পিজিসিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঋণপত্র খোলার সিদ্ধান্ত হয়। সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধি সভায় জানান, তাঁরা এলসি খুলতে রাজি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ডলারপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি জানান, সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে। তবে এখনও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পিজিসিবির নির্বাহী পরিচালক মো. ইয়াকুব ইলাহী চৌধুরী সমকালকে বলেন, বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা বিদ্যুৎ বিভাগের মাধ্যমে ঋণপত্র খোলার প্রস্তাব সোনালী ব্যাংকে পাঠিয়েছেন। তবে এখনও এলসি খোলা হয়নি। কেন দেরি হচ্ছে, সেটা সোনালী ব্যাংকই বলতে পারবে।

জানতে চাইলে সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আফজাল করিম বলেন, এলসি খোলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। ব্যাংকটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) সুভাষ চন্দ্র দাস বলেন, এলসি খোলার জন্য আমরা পিজিসিবি থেকে প্রস্তাব পেয়েছি। আমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষ করে এনেছি। খুব শিগগির বাকি কাজ শেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পাঠানো হবে।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, বর্তমানে ডলারের সংকট থাকলেও একেবারে নেই- এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। রেমিট্যান্স আসছে, রপ্তানি আয় আসছে। তারপরও কোনো ব্যাংকের যদি সমস্যা হয় তবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে সহায়তা দেবে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক সমকালকে বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঞ্চালন লাইন স্থাপনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত ঋণপত্র খোলার প্রস্তাবটি এখনও সোনালী ব্যাংক থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আসেনি। এলে সে অনুযায়ী আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

এদিকে পাবনায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

অক্টোবরে বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে লেনদেন ৯৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে

ঢাকা: বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা পাঠানোর সুবিধার কারণে দেশে মোবাইল ব্যাংকিংসেবা দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাড়ছে লেনদেন, বাড়ছে গ্রাহক সংখ্যাও। মোবাইল ব্যাংকিংসেবা এখন আর শুধু টাকা পাঠানোতেই সীমাবদ্ধ নেই বরং এর মাধ্যমে দৈনন্দিন কেনাকাটা, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানিসহ বিভিন্ন বিল পরিশোধ ও মোবাইলে রিচার্জসহ নানা ধরনের সেবা মিলছে। ফলে অব্যাহতভাবে বাড়ছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পরিধি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মোবাইল আর্থিক সেবার (এমএফএস) হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চলতি বছরের অক্টোবর মাসে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে লেনদেন হয়েছে ৯৩ হাজার ১৩ কোটি টাকা। যা আগের মাস সেপ্টেম্বরে ছিল ৮৭ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। সে হিসাবে এক মাসের ব্যবধানে লেনদেন বেড়েছে ৫ হাজার ৩২৮ কোটি টাকা। শতকরা হিসেবে বেড়েছে ৬ দশমিক ০৬ শতাংশ। এর আগে, আগস্টে ছিল ৮৭ হাজার ৪৪৬ কোটি টাকা। জুলাই মাসে ৮৯ হাজার ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন হয়। জুনে লেনদেন ৯৪ হাজার ২৯৩ কোটি টাকা।

বিকাশ, রকেট, এমক্যাশ, উপায়সহ দেশে বর্তমানে ১৩টি প্রতিষ্ঠান মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক সেবা (এমএফএস) দিচ্ছে। ডাক বিভাগের সেবা 'নগদ' একই ধরনের সেবা দিচ্ছে। তবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটির মোবাইল ব্যাংকিংসেবা এই হিসাবে এতদিন অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সেপ্টেম্বরে প্রতিবেদনে নগদ-এর মাধ্যমে মোবাইলে লেনদেনেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এমএফএসের কর্মকর্তারা বলেন, জুন মাসে ঈদ গেছে। ওই সময় বেশি লেনদেনে হয়েছে। সাধারণত ঈদের-পরবর্তী সময়ে লেনদেন কমে যায়। ঈদের আগের মাস জুনে মানুষ কেনাকাটা বেশি করেছে, বেতন-বোনাস মোবাইল ব্যাংকিংয়ে দেয়ায় লেনদেনে বেড়ে যায়। ঈদের পর জুলাই-আগস্ট মাসে লেনদেনটা কম হয়, এখন আবার লেনদেন বেড়েছে। এটা স্বাভাবিক লেনদেন চিত্র। মোবাইল ব্যাংকিং দেশের ব্যাংকিংসেবায় নতুন সম্ভাবনার পাশাপাশি অর্থনীতিতে বিরাট এক গতি সঞ্চার করেছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের এ সেবায় যোগ হয়েছে নতুন কর্মসংস্থান।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর মাস শেষে নিবন্ধিত হিসাব দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ৭৫ লাখ ২৩ হাজার ৫৯৩টি। এর আগের মাস সেপ্টেম্বরে এ সংখ্যা ছিল *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

কুইক রেন্টাল করা না হলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষতি হতো না -এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম

ঢাকা: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী (এলজিআরডি) তাজুল ইসলাম বলেছেন, কেউ কেউ বলে মেগা প্রজেক্ট মানে মেগা চুরি। চুরি কি হয়েছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজটা কি হয়েছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। এক সময় কুইক রেন্টাল করা হয়েছিল। কুইক রেন্টাল করা না হলে অর্থনীতির ক্ষতি হতো না। গত ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ আর গরিব দেশ নেই। অন্য দেশের তুলনায় আমাদের টাকা পয়সা কম থাকতে পারে। বাংলাদেশকে কেউ দয়া করে টাকা দেয় না। তারা আমাদের (লোন) টাকা দেয়, যখন বুঝে টাকা দিলে আমরা টাকা ফেরত দিতে পারব। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার গ্রোথ কেমন আছে, আগামী ৫০ বছরের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন হবে, এসব দেখে টাকা দেয়।

তিনি বলেন, পাকিস্তান থেকে বিভক্ত হওয়ার পরে সে সময় আমাদের সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক মন্তব্য করা হতো। পাকিস্তানিরা আমাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখত। আমরা অনেক বৈষম্যের শিকার হয়েছিলাম। কিন্তু আজকের এ সময় পরিষ্কার হয়েছে, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের থেকে ডাবল। আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ শত পার্সেন্ট হয়েছে, আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক বেড়েছে। পাকিস্তানের থেকে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনেক উন্নত। আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান ও অনেক লক্ষ্য পূরণ হয়নি। কিন্তু না পেরেও আমরা পাকিস্তানের থেকে অনেক এগিয়ে আছি।

তাজুল ইসলাম বলেন, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল, ভুটানসহ অনেক দেশের থেকে অনেক ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে আছি। এটা আমাদের অর্জন। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে পাকিস্তান থেকে ভাগ হয়ে বাংলাদেশ বানানোর কারণে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে এসব কিছু সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ এখন সঠিক পথে আছে।

মন্ত্রী জানান, পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ওই অঞ্চলে অনেক শিল্প-কলকারখানা সৃষ্টি হচ্ছে। সারা দেশে অর্থনৈতিক জোন করা হচ্ছে। এসব চালু হলে তৈরি হবে লাখ লাখ কর্মসংস্থান। বদলে যাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। দেশ পৌঁছে যাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম, এলজিইডি অতিরিক্ত প্রকৌশলী আদনান মালিক সরকার ও এলজিইডি অতিরিক্ত প্রকৌশলী আলী আক্তার হোসেনসহ স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় মেলার উদ্বোধন করে স্টল পরিদর্শন করেন।

রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে হুমকি বাড়ছে জার্মানিতে

সারাদেশে রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে হুমকি বেড়েছে। নতুন এক পরিসংখ্যান বলছে, স্থানীয় রাজনীতিকরা পড়ছেন ঝুঁকির মুখে।

রাজনীতিবিদ ও দলীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে নিপীড়নের হুমকি ২০১৯ সালের চেয়ে ২০২০ সালে শতকরা নয় ভাগ বেড়েছে। জানা যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান থেকে। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে গালাগাল, হেটস্পিচ ছাড়াও দলের অফিস ভাঙচুর, দেয়াল লিখন, অগ্নিসংযোগ এমন কি কিছু শারীরিক হামলার ঘটনাও এর মধ্যে রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি হামলার শিকার হয় এএফডি বা উগ্র ডানপন্থিদল। পরিসংখ্যানে নিপীড়নের শিকার হওয়ার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আঙ্গেলা ম্যার্কেলের দল এবং তৃতীয় স্থানে সবুজদল বা গ্রিন পার্টির সদস্যরা।

ফেডারেল ক্রিমিনাল পুলিশ প্রধান হলগার ম্যুনশ গত সপ্তাহে ডেয়ার স্পিগেল ম্যাগাজিনকে ‘‘করোনা ভাইরাস মহামারিকালে রাজনীতিবিদ, ভাইরোলজিস্ট এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হুমকির মাত্রা বেড়েছে।’’

জার্মান সংসদ বুন্ডেসটাগের এএফডি দলের

সদস্য মার্টিন হেস ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে হুমকি বামপন্থি উগ্রবাদী রাজনৈতিক দলের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, পরিসংখ্যান তাই প্রমাণ করেছে। এসব ঘটনা দেশের গণতান্ত্রিক আইনের শাসনে অপমানজনক। যার ফলে আমরা নিয়মিত গাড়ি, অফিস এবং অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে হামলার মুখোমুখি হচ্ছি।’’

গত কয়েক বছরে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন বাড়তে থাকায় জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাংক ভাল্টার স্টাইনমায়ারসহ শীর্ষ স্থানীয় বেশ কয়েকজন রাজনীতিক জার্মান সংস্কৃতির এই অবক্ষয়ের নিন্দা করেন। এসপিডি দলের মুখপাত্র উটে ফোক্ট ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘আমি মনে করি রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্য সবসময়ই শক্তিশালী নার্ভের দরকার। তবে মানুষের প্রতি সম্মান উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় বর্তমানে তা আরো কঠিন হয়ে পড়েছে।’’

গ্রিন পার্টির পলিসি মুখপাত্র ইরেনে মিহালিক এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘বুন্ডেসটাগের সদস্য হিসেবে তুলনামূলকভাবে আমরা সুরক্ষিত, আমাদের কেউ হুমকি দিলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।

ব্রিটেনের জেল থেকে জার্মানিতে ফিরছেন টেনিস তারকা বরিস বেকার

জার্মানির সাবেক টেনিস তারকা বরিস বেকার ব্রিটেনের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পরে তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। গত এপ্রিল থেকে যুক্তরাজ্যের কারাগারে ছিলেন ছয়টি গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা-জয়ী বরিস।

২০১৭ সালে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণার পর লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের সম্পদ গোপন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন ৫৫ বছর বয়সি সাবেক টেনিস তারকা। গত এপ্রিলে লন্ডনের এক আদালত তাকে আড়াই বছরের কারাদণ্ড দেয়।

‘‘কোনো বিদেশি নাগরিক কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে ও কারাদণ্ড দেওয়া হলে তাকে দ্রুততম সময়ে তার দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বিবেচনা করা হয়,’’ ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার এ কথা জানানো হয়। তবে সেখানে বরিস বেকারের মামলা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

তার আইনজীবী জানান, জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে জার্মানিতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তবে জার্মানিতে বেকার কোনো ধরনের শাস্তিমূলক বিধি নিষেধের মধ্যে থাকবেন না।

দুই দশক আগে জার্মানিতে কর ফাঁকির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন বরিস। জার্মান আদালত তখন তাকে স্থগিত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। ফলে তখন তাকে জেলে যেতে হয়নি।

সংঘাতের নাম শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী, অচলাবস্থা চলছেই

কলকাতা: শান্তিনিকেতনে অশান্তির বিরাম নেই। দিনের পর দিন ঘেরাও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি বেরোতে গেলে বাধছে ধুন্ধুমার। মধ্যরাতে পড়ুয়াদের ধরনা মঞ্চ ভাঙা নিয়ে চলছে বিতর্ক। গোড়া থেকেই উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংঘাত লেগে আছে। নানা কারণে মতানৈক্য এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। উপাচার্যের বাড়ির সামনে প্রায় চার সপ্তাহ ধরে ধরনা মঞ্চ গড়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আন্দোলনকারী ছাত্ররা। তাতে কার্যত গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন উপাচার্য।

দিনের পর দিন নিজের কার্যালয়ে যেতে পারেননি বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। জরুরি বৈঠকে তিনি যোগ দিতে পারছেন না। টানা ২১ দিন আটকে থাকার পর এই সপ্তাহে তিনি বেরোনোর চেষ্টা করলে আন্দোলনকারীরা রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বেধে যায় ধুন্ধুমার।

নিরাপত্তারক্ষীদের ঘেরাটোপে বাইরে আসেন উপাচার্য। তার আগে রক্ষীদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। এই সময় পড়ুয়াদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। পাল্টা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবারের এই ঘটনায় উত্তাপ বেড়েছে শান্তিনিকেতনে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পঠনপাঠন নিয়ে উদ্বিগ্ন পড়ুয়া, অভিভাবকরা। আন্তর্জাতিক স্তরে সুনাম আছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানের। সেই সুনাম আজ চ্যালেঞ্জের মুখে বলে মনে করছেন অনেকে।

সকালে বাসভবনের সামনে উপাচার্যকে ঘিরে অশান্তির পর মঙ্গলবার (১৩ ডিসেম্বর) রাতে পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়। নিরাপত্তারক্ষীরা ধরনা মঞ্চ ভেঙে দেয়। অভিযোগ, সেই সময় তারা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। এমনকী ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ খারিজ করে বলেছে, পড়ুয়ারা বাসভবন লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়েছিলেন। তাই মঞ্চ ভাঙা হয়েছে। ধর্ষণের হুমকির অভিযোগ ভিত্তিহীন।

দ্রুত ফলপ্রকাশ, ছাত্রাবাসের শূন্য আসন পূরণ-সহ সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবি তুলেছেন পড়ুয়ারা। আন্দোলনের নেত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আন্দোলনকারীদের হেনস্থা করা হচ্ছে। সিবিআই তদন্তের ভয় দেখানো হচ্ছে। উপাচার্য যদি আশ্রমের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারেন তা হলে তার পদে না থাকাই শ্রেয়।চ

গত কয়েক মাসের পরিস্থিতি বিশ্বভারতীর প্রাক্তনীদেরও হতাশ করেছে। ১৯৮৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা মেরি খাতুন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘ক্যাম্পাসের এই ছবিটা আমরা ভাবতেও পারতাম না। এখন এসব দেখলে কান্না পেয়ে যায়।চ

বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের একাংশকে পাশে পেয়েছেন আন্দোলনকারীরা। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য ধরনা মঞ্চে এসেছেন। সেজন্য তাকে শোকজ করেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি উঠেছে বারবার। এই দাবি খারিজ করে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘‘৩০০ জন আবেদনকারীর মধ্যে আমি উপাচার্য পদে মনোনীত হয়েছি। রাষ্ট্রপতি আমার নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। যারা পদত্যাগ করতে বলেছেন, তারা নিয়োগ করেননি।চ

চলতি অচলাবস্থাকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন প্রাক্তন উপাচার্য রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী। তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘ছাত্রদের দাবি যদি আইনি পথে পূরণ করা সম্ভব না হয়, সেটা বোঝাতে হবে। কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের বোঝাতে পারছেন না। উপাচার্যকে নমনীয় হতে হবে, তিনি হুমকি দিলে সমস্যা মিটবে না।চ-পায়েল সামন্ত, ডয়চে ভেলে

বাচ্চা হলেই প্রচুর অর্থ দেবে জাপান

জন্মহার উদ্বেগজনকভাবে কমে গেছে, তাই দম্পতিরভ বাচ্চা নিলেই বিপুল অর্থ দেবে জাপান সরকার। সন্তানের জন্ম দিলেই দম্পতিকে পাঁচ লাখ ইয়েন বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় তিন লাখ ৭৮ হাজার টাকা দেবে জাপান সরকার। এতদিন চার লাখ ২০ হাজার ইয়েন দেয়া হতো। এবার ৮০ হাজার ইয়েন বা ৫৯২ ডলার বাড়তি দেবে সরকার। এভাবেই সন্তানের জন্মদানে দম্পতিকে উৎসাহ দিতে চাইছে সরকার। কিন্তু তাতে কি জন্মহার বাড়াতে পারবে জাপান?

সমালোচকেরা বলছেন, যে হারে জীবনযাত্রার খরচ বেড়েছে এবং আয় একই জায়গায় থমকে আছে বা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

Shah GROUP

৫১ বছর আগে বিশ্ব মানচিত্রে যে দেশটি আঁটসাঁট করে
নিজের জায়গা করে নিয়েছিল,

৫১ বছরে এসে সে দেশ মানচিত্রের আর
দেশগুলোর জন্যে উদাহরণ হয়েছে।

প্রিয় বাংলাদেশ, তোমাকে

৫১তম

বিজয় দিবসের
শুভেচ্ছা

শাহ্ জে. চৌধুরী
ফাউন্ডার, শাহ্ গ্রুপ।

আরব নেতারাই এখন বলছেন বিশ্বকাপ আমাদের গর্বের উৎস

মতিউর রহমান চৌধুরী: বিশ্বকাপ ফুটবল নিছক কোনো খেলা নয়। এর পেছনে রয়েছে রাজনীতি, কূটনীতি। রয়েছে আবেগ, উন্মাদনা। মিথ্যাচার, শঠতা। পর্দার আড়ালে নানা খেলা। রয়েছে কিছু অপকৌশল। তারপরেও ফুটবল দ্য মোস্ট বিউটিফুল গেম। ১৯৩০ থেকে ২০২২। দেশে দেশে বিশ্বকাপের আয়োজন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খেলা বন্ধ থেকেছে।

দু'টি দেশ সামরিক যুদ্ধেও অনেকটা জড়িয়ে পড়েছিল। এরপরও ফুটবলের গতি কেউ রুখতে পারেনি। আয়োজক দেশ হবার জন্য বিরামহীন লড়াই চলে। টাকার খেলাও হয়। সমালোচিত হয় ফিফা। ধরা যাক, কাতার বিশ্বকাপের কথা। বারো বছর আগে যখন সিদ্ধান্ত হয় তখন থেকেই কাতার আলোচিত, সমালোচিত। পশ্চিমা গণমাধ্যম শুরু থেকেই এ নিয়ে ফিফাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। কাতারের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কতো টাকায় বিশ্বকাপ বিক্রি হয়েছে এই অভিযোগেও ফিফাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ফিফা বস সেপ ব্লাটার জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত। প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে এক পর্যায়ে তিনি বললেন, কাতারে বিশ্বকাপ দেয়াটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। এমন এক সময় তিনি বললেন, যখন বিশ্বকাপ শুরুর প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সমালোচকরা নতুন অস্ত্র পেয়ে গেলেন। তারা আবারও প্রশ্ন তুললেন। এই অবস্থায় কী করে কাতারে বিশ্বকাপ হতে পারে! কিন্তু কাতার নীরব। তারা পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। আয়োজক দেশের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ। ছোট একটি দেশ। এতো বড় আয়োজন কী করে সম্ভব হবে! এটা ঠিক, অঢেল টাকা আছে কাতারের। কিন্তু শুধু টাকা দিয়েই কি চলে! এজন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা, নেতৃত্ব। কাতার তাতেও দমেনি। বিশ্বকাপ আয়োজনের মাঝপথে ভূ-রাজনীতির শিকার হয় দেশটি। কাতারের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর অবরোধ চলাকালে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়। এটাও ব্যর্থ হয় কাতারের বিরামহীন দূতিয়ালিতে। ষড়যন্ত্র ছিল কাতারে যাতে বিশ্বকাপ না হয়। কাতারের নেতৃত্ব সেটা জানতেন। হতাশা ছিল, কিন্তু আয়োজনের গতি শ্লথ হয়নি।

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

৩২ দল নিয়ে নতুন বিশ্বকাপের ঘোষণা দিল ফিফা

কাতার : ফিফার ব্যবস্থাপনায় নতুন বিশ্বকাপ আসছে। বিশ্বের সেরা ৩২ দল নিয়ে 'ক্লাব বিশ্বকাপ' আয়োজন করবে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। প্রতি চার বছর পরপর নতুন এই ক্লাব ভিত্তিক বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার ফিফা প্রেসিডেন্ট জিওন্নি ইনফান্তিনো বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, ২০২৫ সাল থেকে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেরা ৩২ ক্লাব ওই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। যদিও ৩২ ক্লাব কীভাবে নির্ধারণ হবে তা চূড়ান্ত হয়নি। ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম আসর আয়োজন করবে কাতার বিশ্বকাপে চমক দিয়ে সেমিফাইনালে খেলা মরক্কো। ফিফা অনেকদিন ধরেই, উয়েফার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো একটি আসর আয়োজনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। নতুন মোড়কে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ আসায় রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, জুভেন্টাসের মতো ক্লাবের প্রস্তাবিত 'ইউরোপিয়ান সুপার লিগ' আয়োজনের পথ একপ্রকার শেষ হয়ে গেল।

ফিফা প্রেসিডেন্ট সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'আপনারা জানেন, ২৪ দল নিয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনের ব্যাপারে আমরা আগেই সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু করোনার কারণে ২০২১ সালের আসর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। নতুন ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৫ সাল থেকে নতুন করে শুরু হবে এবং অংশ নেবে ৩২ দল। বিশ্বের সেরা ওই ৩২ দল

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

মরক্কোর রূপকথা থামলো ফরাসি বিপ্লবে

কাতার :কোনো রূপকথা হলো না, অ্যাটলাসের সিংহরা নিজেরাই পরিণত হলো ফরাসি মাস্কেটিয়ারদের শিকারে। যে জালে প্রতিপক্ষের কেউ আজকের আগ পর্যন্ত বল পাঠাতে পারেনি, তাদের জালেই ফ্রান্স বল পাঠালো দুইবার।

২-০ গোলে মরক্কোকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল ফ্রান্স, যেখানে তাদের অপেক্ষায় আর্জেন্টিনা।

টানেলে দেখা হতেই একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে হাসলেন দুই বন্ধু, কিলিয়ান এমবাপ্পে ও আশরাফ হাকিমি। বছরের বেশিরভাগ সময়েই দুজনের গায়ে থাকে একই রকম জার্সি, টানেলে দাঁড়ানও এক সারিতে। বুধবার রাতে এমবাপ্পের গায়ে ফ্রান্সের নীল, হাকিমির গায়ে মরক্কোর লাল। দুজনেই জানেন, ১৮ ডিসেম্বরের পর দুজনকেই ফিরতে হবে পিএসজির নীল আর লালে। তার আগে,আল বাইয়াত স্টেডিয়ামের কিক-অফ থেকে শেষ বাঁশি পর্যন্ত দুজনের লক্ষ্য আলাদা, বন্ধুত্ব আপাতত মাঠের বাইরে।

আল বাইত স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর আগে অদ্ভুত এক দৃশ্য। মরক্কোর জাতীয় সংগীতে আবেগ দিয়ে গলা মেলাচ্ছেন মাদ্রিদে জন্ম নেয়া হাকিমি, ফ্রান্সে জন্ম নেয়া মরক্কোর কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুই। তাদের সঙ্গে মাঠে থাকা মরক্কোর বিশাল সমর্থকগোষ্ঠী। আরব বিশ্ব, আফ্রিকা- সব জায়গার সমর্থন পাচ্ছে মরক্কো।

বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিপক্ষে সেমিফাইনালে খেলতে নামার আগে গোটা আসরে একটা মাত্র গোল হজম করেছিল মরক্কো,

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

এবারের বিশ্বকাপ মেসির বললেন সুইডেনের ফুটবল তারকা ইব্রাহিমোভিচ

পরিচয় ডেস্ক: খেলা নিয়ে বাজি ধরা, ভবিষ্যদ্বাণী করা মানুষের মজ্জাগত ব্যাপার। তবে বড় তারকারা যখন এমনটি করেন, তখন তা খবর হয়। এমনটি করেছেন সুইডেনের ফুটবল তারকার জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ। এ ফুটবল তারকা সম্প্রতি সাংবাদিকদের বলেন, 'মেসিরা যে এবার বিশ্বকাপ ফুটবল জিতবে, তা ইতোমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে। এটা নিয়ে শঙ্কার কোনো কারণ নেই।' কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে বসে ফ্রান্স-মরক্কোর খেলা দেখেছেন ইব্রাহিমোভিচ। সেমিফাইনালে ফ্রান্সের কাছে ২-০ গোলে হেরে মরক্কোর বিশ্বকাপ ফাইনালের স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ইব্রাহিমোভিচ। এক প্রশ্নের জবাবে এসি মিলানের এ স্ট্রাইকার বলেন, 'আমি কী বলতে চাচ্ছি, তা আপনারা বুঝতেই পারছেন। আমি বলতে চাচ্ছি, আমি মনে করি এবারের ট্রপিটা মেসির। এটা ইতোমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে।' মার্কার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এর আগের এক সাক্ষাৎকারে একই ধরনের কথা বলেছিলেন ইব্রাহিমোভিচ। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আর্জেন্টিনার এবারের দলটি ভালো। তারা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। এ অবস্থায় আমার ধারণা, মেসির কারণেই এবার বিশ্বকাপ জিতবে আর্জেন্টিনা।' মেসি ও ইব্রাহিমোভিচ দুজনই ২০০৯ থেকে ২০১১ সালে বার্সেলোনার হয়ে খেলতেন। পরবর্তীতে ইতালির ক্লাব এসি মিলানে চলে যান ইব্রাহিমোভিচ। এদিকে রবিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স।

ফাইনালই বিশ্বকাপে মেসির শেষ ম্যাচ

পরিচয় ডেস্ক: মেসির বয়স এখন ৩৫। পরবর্তী বিশ্বকাপের সময় ৪০ ছুঁই ছুঁই মেসি যে খেলবেন না, সেটার ইঙ্গিত আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। বাকি ছিল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে আর্জেন্টিনাকে স্বপ্নের বিশ্বকাপ ফাইনালে তোলার পর সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার জানিয়ে দিলেন, এটাই তার শেষ বিশ্বকাপ। ফুটবল বিশ্ব যেন কোরাস তুলছে, সোনালি ট্রফিটা উঠুক আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসির হাতে। সেই মাইলফলক থেকে আর মাত্র এক ম্যাচ দূরে তিনি। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আর্জেন্টিনার গণমাধ্যম দারিও দেপোর্তিভো ওলেকে মেসি জানান, এটা অর্জন করতে পারায় আমি খুবই খুশি। ফাইনাল খেলে আমার বিশ্বকাপ যাত্রার ইতি টানব।'

মেসি যোগ করেন, 'পরের বিশ্বকাপ এখনো অনেকটা বাকি। আমার মনে হয় না আমি সেটায় থাকতে পারব। তাই চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ করতে পারাটা কবে দারুণ। আমরা আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে সেই চেষ্টা করে যাব।'

মরক্কো ও ফ্রান্সের মধ্যকার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে জয়ী দল আগামী রোববার কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে। সেই ম্যাচের পর আর কোনো বিশ্বকাপে খেলতে দেখা যাবে না সময়ের অন্যতম সেরা এই ফুটবলারকে। মেসির এই ঘোষণায় যেন ফাইনালের মাহাত্ম্য আরও বেড়ে গেল।

মেসিদের ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তিদের উচ্ছ্বাস

যুগের পর যুগ চলছে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের ফুটবলীয় দ্বৈরথ। কেউ ফুটবল বুঝুক আর না বুঝুক, দুদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশ ভালো টের পায়। যেমন ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগেই ব্রাজিলের সাবেক সুপার স্টার রোনালদো বলেছিলেন, মেসির হাতে কাপ উঠুক কিন্তু আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতুক তা চাই না।

এই মন্তব্যেই ফুটে ওঠে দুই দেশের ফুটবল বৈরিতার চিত্র। কিন্তু ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

গল্পের শেষটা লেখার অপেক্ষায় মেসি

পরিচয় ডেস্ক: লম্বা একটা সময় ধরে ফুটবল বিশ্বকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন লিওনেল মেসি। তার জাদুকরী বাঁ পায়ে লেখা হয়েছে কতশত গল্প। ফুটবলের সবুজ আঙিনায় উপহার দিয়েছেন কত না স্মরণীয় মুহূর্ত। নানা রেকর্ড-অর্জনে সমৃদ্ধ তার ক্যারিয়ার। বিশ্বকাপের সোনালী ট্রফিটাই শুধু রয়ে গেছে অধরা। নিজের শেষ বিশ্বকাপে সেই স্বপ্ন পূরণে আর্জেন্টিনা অধিনায়ককে পাড়ি দিতে হবে আর একটি ধাপ।

সেই ১৯৮৬ সালে দিয়েগো মারাদোনার হাত ধরে বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা, দ্বিতীয়বারের মতো। এরপর পেরিয়ে গেছে আটটি আসর। আরেকটি বিশ্বকাপ আর জেতা হয়নি তাদের। সেই আক্ষেপ ঘোচাতে প্রয়োজন শুধু একটি জয়।

মারাদোনার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার, বুয়েন্স এইরেসে ট্রফি নিয়ে যাওয়ার চাপ মেসির ওপর। নেইমার, ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর মতো তারকা যেখানে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছেন আগেভাগে, মেসি সেখানে আলোকিত করে চলেছেন বিশ্ব মঞ্চ। বয়স হয়ে গেছে ৩৫। নিজের পঞ্চম বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ থেকে সেমি-ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে জয়- সামনে থেকে দলকে পথ দেখিয়েছেন অধিনায়ক। পরিসংখ্যানই তার হয়ে কথা বলছে। ছয় ম্যাচের সবগুলিতে পুরোটা খেলেছেন। নিজে গোল করেছেন ৫টি, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৩টি।

একের পর এক গড়েছেন রেকর্ড-কীর্তি। বিশ্বকাপে মারাদোনার গোল ও ম্যাচ খেলার সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছেন। গাব্রিয়েল বাতিস্তুতাকে ছাড়িয়ে বিশ্ব মঞ্চে দেশের জার্সিতে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন। ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে মাঠে নামলেই জার্মান গ্রেট লোথার মাথেউসকে (২৫) ছাড়িয়ে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডও তার হয়ে যাবে একার।

যদিও আর্জেন্টিনার এই দলে শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে মেসির অবদান বোঝানো অসম্ভব। বয়স বাড়লেও মাঠে এখনও তিনি আগের মতোই কার্যকর। সেটা গতির আচমকা পরিবর্তন, গোল করা, গোল বানিয়ে দেওয়া কিংবা আঁকাবাঁকা দৌড়ে প্রতিপক্ষকে ধাঁধায় ফেলে দেওয়া, যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন।

টুর্নামেন্টের শুরুতে সৌদি আরবের বিপক্ষে হতবাক করে দেওয়া হারের ধাক্কা সামলে তিনিই এগিয়ে নিয়েছেন দলকে। টানা পাঁচ জয়ে তারা উঠে এসেছে ফাইনালের মঞ্চে।

মেসির পাঁচ গোলের সেরাটি নিশ্চিতভাবে মেক্সিকোর বিপক্ষে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত শটে। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে গোলশূন্য প্রথ মার্ধে চাপে পড়া দলকে পথ দেখায় সেটিই। কোয়ার্টার-ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তার জাদুকরী পাস থেকেই গোলের আগল খোলেন নাহুয়েল মোলিনা। আসরে সেরা অ্যাসিস্ট এর তালিকায় ওপরের দিকেই থ াকবে এটি। শেষ চারে ক্রোয়াটদের বিপক্ষে দলের তিন নম্বর গোলের ওই অ্যাসিস্টও কম কিসে।

শৈশবে স্পেনে চলে যাওয়া, অন্তর্মুখী স্বভাব এবং দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিতে না পারায় অতীতে আর্জেন্টাইনদের কম সমালোচনা শুনতে হয়নি মেসিকে। সেই সময় বদলে গেছে অনেক আগেই। এখন তিনি দেশের মানুষের কাছেও প্রিয়। তার উদযাপনও এখন আর্জেন্টাইন সমর্থকদের দেয় বাড়তি আনন্দ।

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পেনাল্টি থেকে গোলের পর যেমন প্রতিপক্ষের ডাগআউটের সামনে গিয়ে দুই কানের পাশে হাত দিয়ে উদযাপন করেন মেসি। যার লক্ষ্য ছিল ডাচ কোচ লুই ফন খাল।

ম্যাচের পর আর্জেন্টিনার এক টিভি চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় আবার ডাচ স্ট্রাইকার ভঠ ভেহর্স্টের প্রতি ধমকের সুরে কথা বলেন মেসি, "এদিকে কী দেখছো, নির্বোধ?"

কেউ কেউ অবশ্য প্রতিপক্ষকে অসম্মান করায় মেসির সমালোচনা করেন। তবে অন্তর্মুখী মেসির মাঝে তেজস্বী মারাদোনার ছায়া দেখে খুশিই হন অনেক আর্জেন্টাইন সমর্থক। ওই শব্দগুলি দিয়ে কেউ কেউ আঁকেন ট্যাটু।

"নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে মেসির 'ভেতরের মারাদোনা' অবশেষে বেরিয়ে আসে। তারা দুজন এক। তারা চিরন্তন। তারাই আর্জেন্টিনা"- বলেন হোর্হে নামে আর্জেন্টিনার এক সমর্থক, যিনি ম্যাচটি দেখতে হাতে নিয়ে এসেছিলেন একটি পতাকা, আর তার হাতে আঁকা মেসি ও মারাদোনার ছবি।

এত প্রশংসা সত্ত্বেও সবাই জানে, মারাদোনার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে মেসিকে জিততে হবে বিশ্বকাপ, যা নির্ভর করছে ফরাসিদের হারানোর ওপর।

বার্সেলোনায় তিনি কিংবদন্তি। স্প্যানিশ দলটির হয়ে ৭৭৮ ম্যাচে তার গোল ৭৬২টি। দুটিই রেকর্ড। ২০১১-১২ মৌসুমে লা লিগায় ৫০ গোল করে ভেঙে দেন এক আসরে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড। গত বছর পিএসজিতে পাড়ি দেওয়ার আগে কাম্প নউয়ে চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ১০টি লা লিগাসহ তিনি জেতেন মোট ৩৫টি শিরোপা। বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ব্যালন ডি'অর তার হাতে উঠেছে রেকর্ড সাতবার। আর্জেন্টিনার সর্বোচ্চ গোল স্কোরারও তিনি। চারটি ফাইনালে (২০১৪ বিশ্বকাপ, ২০০৭, ২০১৫, ২০১৬ কোপা আমেরিকা) হারের পর দেশের হয়ে গত বছর পান প্রথম শিরোপা জয়ের স্বাদ, কোপা আমেরিকা জিতে কেটে যায় আর্জেন্টিনার ২৮ বছরের শিরোপা খরা। মেসির গল্পে একটি জিনিসই শুধু বাকি এখন- বিশ্বকাপ। সেই আক্ষেপ ঘোচানোর, 'মেসি' নামের রূপকথার শেষ লাইন লেখার পালা এবার।- আবু হোসেন পরাগ : বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

কাকন রেজার কবিতা

দ্বিধা-কাব্য

একটা চোখ ভেঙে পড়ে, কাচের মতন
তবে কি নকল ছিলো,
না হলে, ছুঁলো না কেন ভেতর মহল
খিড়কিতে চমকালো!
২
ছুঁয়ে দিতে চাই, গালেদের আভা
মনিটর ফেরায় প্রার্থিত হাত,
জাদুলোক বাস্তবতা ঘিরে রাখে
মূর্তি আর তোমাতে তফাৎ!
৩
অদৃশ্য হবে, ছু মন্তরের ছুয়ে
আমি আছি এক, তুমি আছো দুয়ে;
দৃশ্যতে দৃশ্যমান বিভেদ, দ্বিধা
দৃশ্যমান হতে ঈশ্বরী তোমার নানা অসুবিধা!

বিকল্প কবিতা

সম্পর্ক মাটির পুতুল ভেঙে যায় এবং
সম্পর্ক আবির, দোল শেষে মুছে যাওয়া রঙ
২
বিকল্প সন্ধানে থাকে, কালের খেয়াল
মীন মানে মাছ, জলের গহন রাশি, ব্যর্থ সব জাল
৩
তুকতাক হোক এবং কালো জাদু তার জানা
বশ হোক দৃশ্যমান আকাশ, মেঘেদের আফসানা
৪
দোজখের পর্দা খুলে ফেলা যাক, দেখা হোক সব পাপ
কেন আফসোস থাকে এবং মনস্তাপ
৫
স্বর্গের বিকল্প জানা, নরকের নেই
উর্বশী স্বর্গেতে থাকে, স্বর্গবেশ্যা, মানুষেরা নরকেই

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

যৌথ উচ্চারণে বলি, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক
দেখো, রাস্তায় নামা অন্ধ ভিখারি তোমাদেরই লোক
মুক্তি চায় সে, অন্ধকার থেকে
চলো, মুক্তি চাই তুমি আমি হাতে হাত রেখে

যৌথ উচ্চারণে বলি, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক
কেটে যাক অন্ধকার, দুঃশাসন, শোক

বেঁচে থাকা

অবশেষে তোমাকে পেলাম
জানলাম কিছুটা সময় এখনো বাকি;
জাতিস্মর, ফিরে আসা ঘড়ি, পেন্ডুলাম
ভুল হলে হোক, তোমাতেই বেঁচে থাকি।

ফিরে আসার কাব্য

ফিরে এলাম যেতে যেতে, কী করে যাই
স্বর্গে হুর আছে, তুমি নাই ...
২
এপিটাফ লেখার সময় বলে যাবো ঠিক
ভালোবাসা ও তুমি সরল রৈখিক...
৩
শক্তি বলেছিলেন যাবো না, আমিও বলি সে কথা
তোমাকে ছেড়ে মূর্খরা যাক, সাথে নিয়ে মূর্খতা...
৪
ঘুরে দাঁড়াবো, আগলে দাঁড়াবো পথ তার
ফেলে দেয়া বীজে অঙ্কুরোদগম আবার
৫
পাশ ফিরে শুয়ে থাকে যে অসুখ
ফেরার প্রশ্নে বলো তাকে, বুকে নিতে উৎসুক

যাক অন্য কেউ

ছুড়ে ফেলি কোমল কথক, মুদ্রা জটিলতা
কুটিল কৌশল এবং ঘুঙুর, মন্ত্রপূত তির

কোন কলায় ভোলাতে চাও আর উর্বশী শরীর

দুই.
বক্ষ কম্পমান নাচে, আবিষ্ট প্রার্থণা মোহ
ভুল মুদ্রায় জাগে না ভূমি

দুচোখে প্রতিশোধের নেশা এবং বিদ্রোহ

তিন.
কোমর ভেঙে পড়ে, যেন সমুদ্রসম ঢেউ
নিবেদন বৃথা যায়

ডুবে গেলে যাক... অন্য কেউ

দরোজাটা বন্ধ কেন

দরোজাটা হয়তো খোলা আছে, কিংবা নেই
ভাবিনি কখনো, যাতায়াত তোমাতেই...
২
জাল বুনে স্বপ্ন এক, বাঁচার আশায়
তুমি তো খাঁচা, পাখি বন্দি ভালোবাসায়
৩
মেঘলা মানেই আকাশের মন খারাপ
রোদের প্রত্যাশায় জাগা বিমূর্ত অভিশাপ
৪
ছায়াকে আশ্রয় ভাবা যায় কিংবা গাছ
জালকে আশ্রয় ভেবে বিভ্রান্ত হয় মাছ
৫
ভেতরে থেকে যায় ছায়ামানুষ এক
জাল কিংবা খাঁচা, দিকব্যাপী উদ্বেগ
৬
বিভ্রান্ত শীৎকারে অস্ফুট সে, সাক্ষী রাত
রাতের বেসামাল কথা আজ অভিসম্পাত
৭
দরোজাটা বন্ধ কেন, জানতে চাইনি আজো
বারান্দায় অশরীরী তুমি, নূপুরের মতো বাজো

গোল্ডফিশের স্বপ্ন

পলি শাহীনা

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে যায়। এপাশ-ওপাশ করি বিছানায়, ঘুম আর আসে না। লম্বা হাতার জামা পরে ঘুমিয়েছিলাম। ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে আছি। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম হাতের উল্টো পিঠে মুছে নিই। ঘুমের ঘোরে কী যেন স্বপ্ন দেখছিলাম? বালিশের পাশে রাখা চশমাটা পরে নিই। এতে চারপাশ স্বচ্ছ হলেও স্বপ্নটা তো মনে করতে পারছি না। বেশ লম্বা সময় ধরে স্বপ্ন দেখেছি, এখন কেন মনে পড়ছে না? স্বপ্নের খন্ড খন্ড দৃশ্যগুলো ধোঁয়ার মত চোখের সামনে উড়ছে, স্পষ্ট হচ্ছে না। যেমন, স্তব্ধ নির্জনে ধুলোপড়া উঁচু প্রাচীরের ওপাশ হতে একটা চাপা কান্নার স্বর, উঁকি দিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়া এক বিমর্ষ মায়াবতী রাজকন্যার মুখ, নীলনদীর ধার ঘেঁষে অসংখ্য ঝরাপাতা উড়ছে, ইথারে ভেসে আসা এমন কিছু বিচ্ছিন্ন আবেগ মস্তিষ্কে উদিত হয়, পরমুহূর্তেই সব ঝাপসা লাগে। তন্দ্রাচ্যুত হওয়ার পর হতে স্বপ্নের দৃশ্যগুলো বদলে যেতে থাকে, না কী ভুলে যেতে থাকি, ঠিক বুঝতে পারি না। বাইরে ক্রমশ উজ্জ্বল আলো ফুটছে। মাথাটা ভারি ভারি লাগছে। মস্তিষ্কের খাঁজে খাঁজে খাবি খাওয়া অস্পষ্ট স্বপ্নের দৃশ্যগুলোকে দূরে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য বিছানা ছেড়ে জানালার পর্দা সরিয়ে আকাশ দেখতে থাকি। এখানেও নিস্তার নেই। এলোমেলো স্বপ্নের ছবিগুলো আকাশ হতে যেন আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আমি একটা প্লাটফর্মে বসে আছি ট্রেনের অপেক্ষায়। ট্রেন আসে, কিন্তু খুব ভীড়, আমি উঠতে পারি না। পরের ট্রেনের অপেক্ষায় একাকী বসে আছি। এমতাবস্থায় আমার মোবাইলে অচেনা নম্বর হতে একজন নারীর কল আসে। ফোনে নারীটি অনর্গল কথা বলছে, কী বলছে মনে পড়ছে না। তবে তার কণ্ঠে যে ভীতি ছিল তা মনে আছে। স্টেশন হতে সামনে দৃষ্টি যেতে দেখি চোখের সামনে শহরটা উল্টো হয়ে ঝুলে আছে। কোনভাবেই স্বপ্নের একটি দৃশ্যের সঙ্গে অন্য দৃশ্যটি মেলাতে পারছিলাম না। সব হযবরল ঠেকছে। তবে কী ধীরে ধীরে আমার স্মৃতি শক্তি, চিন্তা লোপ পাচ্ছে? স্বপ্নের স্মৃতি কেন বারবার আমাকে বিভ্রান্ত করছে? মনে করতে চাইলেই মুছে যাচ্ছে?

নাহ্, স্মৃতির ধোঁকায় আর সময় ব্যয় করতে চাই না। রাতের স্বপ্ন দিনের আলোয় ভুলে যাওয়াটাই নিয়ম, এ বলে মনকে প্রবোধ দিলাম। আকাশ হতে চোখ নামিয়ে রাস্তার দিকে তাকাই। গতরাতে কী বৃষ্টি হয়েছিল? ধ্যাৎ, এও তো মনে করতে পারছি না। যেদিন বৃষ্টি হয় বাড়ির উত্তর দিকের অন্ধকারাবৃত কামিনির ঝোপটিতে সবুজ থইথই করে। কচি সবুজ পাতাগুলো আরো গাঢ় সবুজ হয়ে উঠে। আউল বাউল বাতাসের তালে তালে ওদের দোল খাওয়ার ছন্দ আমার কানে পিয়ানোর মত সুর তুলছে। ওদের এ সুর সবাই শুনতে পায় না, আমি পাই। বৃষ্টি শেষে ঝোপের ডালে ডালে স্বাতী, অরুন্ধতী, কৃত্তিকা সহ আরো অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্ররা যেন ঝুলে থাকে। ওদেরও অনেকে হয়ত দেখতে পায় না, আমি পাই।

বাচ্চাদের সমবেত কলকাকলিতে চোখ যায় হলুদ রঙের স্কুল বাসটিতে। ওরা সারিবদ্ধভাবে স্কুল বাসে উঠছে। পিতা-মাতা হাত নেড়ে কপালে চুমু খাইয়ে কয়েক ঘন্টার জন্য ওদের শুভ বিদায় জানাচ্ছে। কী অপার্থিব এ দৃশ্য। ওদের দেখে আমার কন্যা দ্বয়ের কথা মনে পড়ে। ওরা বড় হয়েছে, দূরের শহরে থাকে। মনে মনে মমতার সঙ্গে আমি ওদের স্মরণ করি, আদর করি, ভালোবাসি। কর্ম জীবনের প্রয়োজনে ওরা দূরে থাকলেও শর্তহীনভাবে আমাকে ভালোবাসে, অসীম যত্নের চাদরে জড়িয়ে রাখে। আমার কন্যাদ্বয় জীবনে আমার অন্যতম প্রাপ্তি। ওদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে বড় করেছি, কন্যা হিসেবে নয়। ওরা আমার গর্ব, আমার অহংকার। ওদের কথা ভাবতেই গর্বে বুক স্ফীত হয়ে উঠে।

বাচ্চাদের বাস ছেড়ে গেছে বেশ আগে। ইতিমধ্যে আমি ফ্রেশ হয়ে ডুপ্লেক্স বাড়িটির নিচের তলায় এসে চা হাতে খোলা বারান্দায় এসে বসেছি। চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিতেই মেঘদূতের মত আমার পাশে এসে শিউলি দাঁড়ায়। ওকে দেখে যারপরনাই খুশি হই। আমার নিসঙ্গ জীবনে ও প্রায়শই এসে গল্প করে, সঙ্গ দেয়। আমার ধূসর সময়গুলো রাঙিয়ে তোলে, গান শোনায়। ও চুপচাপ বহতা নদীর মত শান্ত হলেও আমার সঙ্গে খুব হাসিখুশি, জমিয়ে আড্ডা দেয়। গত কয়েক বছর হতে ওকে চিনি। খুলনার মেয়ে, ভারি মিষ্টি করে কথা বলে। ওকে দেখলেই বুকের ভেতর প্রিয় বেলি ফুলের ঘ্রাণ পাই। ওর অনুপস্থিতিতেও আমি ওকে ভাবি। আসলে আমার প্রতি ওর যত্ন, ভালোবাসা, মনোযোগ, আমার বুকের জাজিমে ওকে জায়গা করে দিয়েছে। শিউলিকে দেখে আমি নস্টালজিক, কিংবা আনন্দে টগবগ করলেও ওর মুখে অমাবস্যার আঁধার টের পেলাম। ওর অস্বাভাবিক মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরটা অজানা আশংকায় দাপাতে থাকে। টেবিলের অন্য পাশ হতে চেয়ার টেনে ওকে বসতে দিলাম। আজ ও আগের মত হাসছে না, কথা বলছে না। চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে আমরা দু'জন নিশ্চুপ মুখোমুখি বসে আছি। ওর দুধের মত ফরসা মুখে একপ্রস্ত অন্ধকার পুকুর তলের কাদার মত লেপ্টে আছে।

- কী হয়েছে, শিউলি?

আমার আশঙ্কা মিশ্রিত জানতে চাওয়ার জবাব না দিয়ে মাথার উপর লাটিমের মত চক্রাকারে ঘুরতে থাকা দলবদ্ধ পাখিদের দিকে অন্যমনস্কভাবে ও তাকিয়ে থাকে। ওর নির্লিপ্ত চাহনির দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে মনে হলো, যেন ও নিঃশ্বাস আটকে বসে আছে। ওর এমন করুণ অবস্থা আমার মন খারাপ করে দেয়। ঝলমলে আলোকিত সকালটা ঘোলাটে হয়ে আসে।

শিউলিকে পাথরের মত নির্বিকার আর পাহাড়ের মত স্থানু থাকতে দেখে আর কোন প্রশ্ন করি না। ওকে একাকী থাকতে দিয়ে ধীর পায়ে ভেতরে গিয়ে অন্যসব দিনের মতোই চা বানিয়ে ছোট প্লেটে কিছু বিস্কুট নিয়ে পুনরায় ওর সামনে এসে বসি। ওকে মুখে আর কোন প্রশ্ন না করলেও আমার নীরব প্রশ্নবোধক চাহনি বারবার ওর মুখের দিকে তীর্যকভাবে পড়ছিলো। চায়ের কাপ দু'হাতে চেপে ধরে বারান্দার মেঝের দিকে তাকিয়ে শিউলি নিজ হতেই এবার বলতে থাকে।

- কখনো সখনো সুন্দর হওয়াটা, সুন্দর করে কথা বলাটাও মেয়েদের জীবনে অভিশাপ বয়ে আনে। বিয়ের পর বেশীরভাগ মেয়েরাই না বুঝে চরম অবহেলা করে নিজেকে। নিজের শখ, আহ্লাদ, ভালোলাগা কিছুই যেন আর মূল্য পায় না বিয়ের পর। একসময় গলা ছেড়ে গান গাইতাম, ছেড়েছি। বই পড়া ভুলে গেছি। বাগান করার শখ ছিল, সময় পাই না। নিজের পছন্দের খাবার কবে রেঁধেছি মনে নেই। বেড়াতে যাওয়া সে তো স্বপ্নের মত। নিজের আত্মাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছি সে কবে। মন বলে যে কিছু আছে তাও ভুলে গেছি। দায়িত্বের নিচে চাপা পড়ে নিজের সমস্ত ভালোলাগা জলাঞ্জলি দিয়েছি। এখন মনে হয় বিয়ে মানে সকলের নয়, কারো কারো নিজেকে পরোক্ষভাবে হত্যা করার প্রজেক্ট ছাড়া আর কিছু নয়। বাচ্চা, সংসার নিয়ে অনেকগুলো বছর গৃহবন্দী হয়েই কাটিয়ে দিলাম। বিদেশে বাবা-মা, আপনজন বলতে তো কেউ নেই পাশে। বাচ্চারা এখন বড় হয়েছে। হারুন ১৬/১৭ ঘন্টা কাজ করে। আমার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলারও সময় পায় না। কিছু জিজ্ঞেস করলে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দেয়। স্থির হয়ে কথা শোনার পর্যন্ত সময় নেই। অবসর সময়ে নিসঙ্গ জীবনে বুকের গহীনে আচমকা ছোটবেলার শখ গান গাওয়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। গান গাইতে কিংবা খোলা আকাশের নিচে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার জন্য মাঝেমধ্যে বের হই। ইটের চার দেয়াল ভেতর ব্যথায় মাথা আমার টনটন করে। বলতে পারেন এটি আমার ব্যক্তিগত ভালোলাগার বিষয়। একাকী জীবনে বেঁচে থাকার আশ্রয়। গতকাল এক বন্ধুর সঙ্গে একটা আয়োজনে গান গাওয়ার বিষয়ে কথা বলছিলাম দেখে হারুন রেগে যায়। অশালীন মন্তব্য করে। ঘর এবং বাইরের প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া বাকি সবকিছুই খারাপ তার কাছে। তার ভাষায়, বিয়ের পর আমার ব্যক্তিগত জীবন বা ভালোলাগা বলে কিছুই থাকতে পারবেনা। তার ইচ্ছেমতো উঠতে হবে, বসতে হবে। ভীষণ হাঁপিয়ে উঠে গতরাতে বলেছি, আমি তো কোন অন্যায় করছি না। প্রতিটি মানুষের জীবনে নিজের সময় থাকা জরুরি। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। এই একঘেঁয়ে চরম স্বাধীনতা হীন জীবন আর চাই না। সে উত্তর দিয়েছে, তার সঙ্গে এভাবে চলা যাবে না। আমি তার অধীন। সংসার করতে হবে তার ইচ্ছায়। সে যেভাবে যা চাইবে তাই করতে হবে। গোটা রাত আর ঘুম আসে নি। বুকের তাপ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অন্ধকারে উড়িয়ে দিয়েছি। শিউলির কথাগুলো যেন জগদ্দল পাথরের মতো বুকে চেপে বসেছে। ওর কষ্টের ঘণ কুয়াশায় হিম শীতল বাতাস ভেদ করে অন্য আরেকটি গল্প এসে হৈ-হুল্লোড় শুরু করে আমার মস্তিষ্কে।

সে অনেক বছর আগের কথা। তখন আমি কোন ক্লাশে পড়ি তাও মনে নেই আজ আর। আমার দূর সম্পর্কের এক খালা ঢাকায় থাকেন। পেশায় শিক্ষিকা। গ্রামে বাপের বাড়ীতে বেড়াতে এলে বিকাল বেলা আম্মার সঙ্গে এসে গল্প করেন। একদিন বিকেলে আম্মার সঙ্গে খালার কথাগুলো শুনে ভীষণ ধাক্কা খাই মনে মনে। কথার আগাগোড়া কিছুই বুঝি না। ছোট ছিলাম বলে আম্মাকে জিজ্ঞাসা করার সাহসও পাই নি। কিন্তু প্রশ্নগুলো আমার মনের অন্দরমহলে থেকে যায়। আম্মার সঙ্গে খালার কথাগুলো ছিল এমন,

' বুবু মাঝেমধ্যে বুকভরে শ্বাস নিতে ছুটে আসি গ্রামে, বাপের বাড়ীতে। জানেন তো একমাত্র মেয়ের বিয়ে নিয়ে কতটা খুঁতখুঁতে ছিলাম। মেয়ের ব্যক্তিগত পছন্দ ছিলা না বলে অনেক ছেলে দেখেছি, বাদও দিয়েছি। অসম্ভব স্বপ্নবিলাসী মেয়েটির জন্য একদিন আমরা রুপকথার ডালিম কুমারের মত ছেলে পেয়ে যাই। মহা ধুমধাম, হৈ-হুল্লোড়ে বিয়ে হয়। জানিনা বুবু, কীভাবে কি হলো? মেয়ে এখন বাসায় চলে এসেছে আমার কাছে। মেয়ের অভিযোগ জামাই ঘরের কুনোব্যাঙের মত সারাদিন তার কানের কাছে ঘ্যাংগর ঘ্যাংগর করে। জামাই এর এমন হ্যাংলামি ভাব মেয়ের পছন্দ নয়। জামাই সারাক্ষণ পেছনে লেগে থাকে। একাকী বই পড়তে মেয়ের ভালো লাগে। ঠিক বই পড়ার সময় জামাই এসে বলবে চা খেতে। হয়ত বাবা-মায়ের সাথে মেয়ে কথা বলছে তখন জামাই এসে চুলে বিনুনি কাটবে। বন্ধুর সাথে শপিং এ যাবে, একটু সময় কাটাবে তখনো জামাই চায় সঙ্গে থাকতে। রান্নাঘরেও গাব গাছের আঠার মত লেগে থাকবে। পছন্দের গান শোনা, মুভি দেখতেও পারে না। নিরিবিলি থাকতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করা চুপচাপ মেয়েটার কাছে এগুলো অস্বস্তিকর লাগছে। জামাই এর ভালোবাসার যন্ত্রণায় মেয়ের জীবনে ব্যক্তিগত কোন সময় নেই বললেই চলে। মেয়ের ভাষায় এগুলো ভালোবাসার যন্ত্রণা। ভালোবাসার নামে আসলে এসব শৃঙ্খলেরই নামান্তর। জামাইকে অনেক বুজিয়েও কোন ফল পায় নি। মেয়ে এমন বন্দিদশা থেকে পরিত্রাণ পেতে একদিন বিকেলে ব্যাগ গুছিয়ে সোজা আমার বাসায় চলে আসে।'

আম্মা একঝলক তৃপ্তির হাসি দিয়ে খালাকে বললেন, এটি তো খুবি আনন্দের বিষয়। জামাই মেয়েকে অনেক ভালোবাসে, যত্ন নেয়। খালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কি জানি বুবু, মেয়েতো বলে এসব ভালোবাসার নামে মানুষিক অত্যাচার বৈকি অন্য কিছু নয়। মেয়ের কথা হলো, সম্পর্কে স্পেস থাকা জরুরি। খালা চা-বিস্কুট খেয়ে সেদিন বিদায় নিলেন।

আমার অবুঝ মস্তিষ্কে ঘুরতে থাকে, সম্পর্কে স্পেস থাকা জরুরি মানে কি? অনেক ভেবেচিন্তেও কোন উত্তর পেলাম না সেদিন।

বহুবছর ধরে মনের মধ্যে ছেঁটে থাকা প্রশ্নের উত্তর পেলাম শিউলির দীর্ঘ বিষাদের কথাগুলো শুনে। যে কষ্টে খালার মেয়ে ঘর ছেড়ে মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়, একই ধরণের কষ্টে শিউলিও আজ দুমড়েমুচড়ে যাচ্ছে। খালার মেয়ের যাওয়ার জায়গা ছিল, শিউলির নেই। শিউলি আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে কাঁদে, এছাড়া ওর কান্না করার জন্য যে এ ভিনদেশে অন্য কোন জায়গাও নেই। দুই নারীর অভিন্ন আর্তনাদ, একইরকমের হাহাকার মিশে যায় আমার বুকের গহীনে।

চেয়ারের হাতলে বারবার ঠুনঠুন শব্দ হতেই চোখ মেলে দেখি শার্লি দাঁড়িয়ে আছে।

- রোদের মধ্যে চেয়ারে ঘুমাও কেন?
- রোদ ছিল না, ছায়া ছিল।
- বুঝলাম, ভেতরে গিয়ে ঘুমাও।
- শিউলি এসেছিল।
- কই সে?
- চলে গেছে বোধহয়।

আমার কথা শুনে শার্লি খিলখিল হাসছে, আর আমি ভাবছি শিউলির কথা। মনে মনে রাস্তার দিকে বিড়ালের মতো দৃষ্টি দিয়ে ওকে খুঁজতে থাকি। শিউলি কী এসছিল? না কী আমি স্বপ্ন দেখছিলাম? উদভ্রান্তের মত ভাবতে থাকি, কিন্তু মনে পড়ছে না কিছুই।

শার্লির পরায় হালকা গোলাপি রঙের একটি জামা। ওকে দেখতে ভারি মিষ্টি লাগে। আমার আশি তম জন্মদিনটিকে গল্প, আড্ডা, গানে ও মাতিয়ে রেখেছিল। আমার মেয়েরাও ওকে দারুণ পছন্দ করে। যতটা না ওর জন্য পছন্দ করে তারচেয়েও বেশি পছন্দ করে আমাকে দেখেশুনে রাখা সহ মজার মজার খাবার বানিয়ে খাওয়ানোর জন্য। আমার মেয়ে রুমা এবং তমা শার্লিকে দেখলেই বলে, ' তুমি ভাগ্যবান, আমার মা তোমাকে ভালোবাসে। আমাদের তো ভালোবাসে না, তাই শত চেষ্টা করেও আমাদের কাছে নিয়ে রাখতে পারি না। এ জায়গায় গেঁড়ে বসেছে আর কোথাও যেতে চায় না, মা।' ওদের কথোপকথন শুনে হাসি। মনে মনে আওড়াতে থাকি, এ বাড়ি আমার বাড়ি। এ বাড়ির প্রতিটি ইটকাঠের সঙ্গে আমার আনন্দ -বেদনা লেপ্টে আছে। চার দশক ধরে এ বাড়িতে আছি। এ বাড়ি আমার আনন্দ। এ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। একাকী ভালোই আছি আমি এ বাড়িতে।

শার্লির হাতে ওর বাগান থেকে সদ্য তোলা হলুদ রঙের একগুচ্ছ টিউলিপ ফুল দেখে মন আমার প্রফুল্ল হয়ে উঠে। পুষ্প গুচ্ছ হাতে তুলে দিয়ে ও আমাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বসবার ঘরে নিয়ে যায়। সোফায় বসতে দিয়ে ওর হাতে বেইক করা চকলেট কুকিজ খেতে দেয়। যেখানে আজকের সকাল নিজেকেই আর মনে রাখবে না আগামীকাল সকালে, সেখানে শার্লি মনে রেখেছে আমার প্রিয় কুকিজের কথা। কেউ এমন ভালোবাসে, ভাবতেই মনে আনন্দ লাগে। আমার বসবার ঘরে প্রচুর বই রয়েছে। ও *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

অর্ধ-শতাব্দী-উত্তর বিজয় দিবস: প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও বাসনা

মোস্তফা সারওয়ার

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রত্যাশা ছিল বৈষম্য এবং শোষণহীন একটি স্বাধীন দেশ যেখানে সকলের গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থাকবে।

অর্ধ-শতাব্দী-উত্তর বিজয় দিবসে সকল মুক্তিযোদ্ধা, নির্যাতনের শিকার মা-বোন এবং ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল শহীদের প্রতি রইল আমার অন্তরতম কৃতজ্ঞতা। জন্ম জন্মান্তরের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি বঙ্গবন্ধুর প্রতি রইল হৃদয়ের কনকাঞ্জলি। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীসহ সকল দেশপ্রেমিককে জানাই বিপ্লবী সালাম। বন্ধুপ্রতীম ভারতের জনগণ, মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সেনাবাহিনী ও তৎকালীন সরকারের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

বিজয় অর্জনের একান্ন বছর পর আমাদের নিরীক্ষা হবে চারটি বিষয়ে: ১) মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা, ২) কী পেয়েছি, ৩) কী পাইনি, ৪) যা পাইনি তার বাসনা।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রত্যাশা ছিল বৈষম্য এবং শোষণহীন একটি স্বাধীন দেশ যেখানে সকলের গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থাকবে। মূলনীতি ছিল গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। মৌলিক অধিকারে থাকবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান। হবে মুক্তচিন্তার অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ্ু বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির আলোকে এক নন্দিত সমাজ।

একান্ন বছরে এই সব নীতির সুষ্ঠু ও পূর্ণ প্রয়োগ একটি দরিদ্র দেশের জন্য কতটুকু সম্ভব? এর জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থের। পৃথিবীর ধনী দেশগুলো শত শত বছরের প্রচেষ্টায়ও এর সম্পূর্ণ সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশের শুরু ছিল এক তলাহীন ঝুড়ি হিসেবে। দীর্ঘসময় ধরে দুই পর্যায়ে ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের সমাপ্তিতে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ছিল কৃষিনির্ভর এক দরিদ্র দেশ, যেখানে মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতা ছিল নগণ্য। শিল্প ও সেবাভিত্তিক খাতগুলো ছিল দুর্বল। অবকাঠামোর অবস্থা ছিল নিদারুণ করুণ। পুঁজি ছিল না বললে ভুল হবে না। সর্বোপরি ছিল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ।

এতক্ষণ আলোচনা করেছি আমাদের প্রত্যাশা এবং ১৯৭১ সালের মাঠের পরিস্থিতি। এখন দেখব আমরা কী পেয়েছি? অর্থনৈতিক, মানবিক ও পরিবেশবিষয়ক উন্নয়নে বাংলাদেশ গোটা পৃথিবীকে চমকে দিয়েছে।

১৯৭১ সালে মাথাপিছু আয় ছিল একশ চৌত্রিশ ডলার। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স-এর ২০২১-২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আজ মাথাপিছু আয় দু-হাজার আটশ চব্বিশ ডলার। একুশ গুণের চেয়েও বেশি। ২০২২ সালের মোটামুটি হিসাব মতে মাথাপিছু জিডিপিতে বাংলাদেশের অবস্থান একশ সাঁইত্রিশ, ভারত একশ উনচল্লিশ, পাকিস্তান একশ সাতাত্তর। অতএব, মাথাপিছু জিডিপির হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশে।

২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সুপারিশ করেছে। কার্যকরী হবে ২০২৬ সালে। ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তব বলে মনে হচ্ছে।

সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দুটি বিশ্ব বিখ্যাত সংবাদপত্র যখন বাংলাদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, তখন গর্বে-অহঙ্কারে আমার বিচরণ নক্ষত্রের রাজ্যে। নিউ ইয়র্ক টাইমস ২০২১ সালের ১০ মার্চ শিরোনাম দিয়েছে, "ডযধঃ ঈধহ ইরফবহ্ং চষধহ উড় ভড়ৎ চড়াবৎ্ু? খড়ড়শ ঃড় ইধহমষধফবংয.চ কী বিস্ময়? দারিদ্র মোচনের জন্য বাসকেট ভরা যুক্তরাষ্ট্রকে অনুকরণ করতে হবে এক কালের বাসকেটহীন বাংলাদেশকে। ২০২১ সালের ২৫ মার্চ বিশ্বের সেরা

ডানপন্থী পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলেছে, "...ইধহমষধফবংয রিষষ ংঁৎঢ়ধংং ওহফরধ রহ ড়ঁঃঢ়ঁঃ ঢ়বৎ পধঢ়রঃধ রহ ২০২১. ঘড়ঃ য়ঁরঃব ধহ অংরধহ ঞরমবৎ, ইধহমষধফবংয রং ধ ঃরমবৎ পঁন.চ আরও বলেছে, "ডরঃয ঃযব বৎড়ংরড়হ ড়ভ ংবপঁষধৎরংস রহ হবরমযনড়ৎরহম ওহফরধ, রঃ্ং ঢ়ড়ংংরনষব ঃড় ধৎমঁব ঃযধঃ ইধহমষধফবংয রং ঃযব সড়ংঃ ংবপঁষধৎ পড়ঁহঃৎু রহ ঝড়ঁঃয অংরধ.চ

২০১৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর খ্যাতনামা পাকিস্তানি সাংবাদিক জায়ঘাম খান সুইডেনের পরিবর্তে বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেল অনুকরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে।

এই অর্জনগুলো কীভাবে সম্ভব হলো? উত্তর হলো, শাসন প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত প্রতিকূলতা সত্যেও সাবেক সরকারগুলোর মুক্ত অর্থনীতির বিকাশ, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কতগুলো সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ, অভিবাসী খেটে-খাওয়া বাংলাদেশিদের উপার্জনের বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠানো, পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত বাংলাদেশি শ্রমিকদের ঘর্মাক্ত শ্রম, কৃষকদের উদ্ভাবনী উৎপাদন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, ও কতিপয় প্রতিভাবান সৃষ্টিধর্মী উদ্যোক্তার দুঃসাহসী ভূমিকা।

এতক্ষণ শুধু চমকপ্রদ অর্জনের কথা জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও প্রত্যাশার সবকিছু পাওয়া যায়নি। সুষ্ঠ নির্বাচন, আয়ের সমতা, সর্বস্তরে আইনের শাসন, দুর্নীতি দমন এবং সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি।

বর্তমানে দুর্নীতির করাল গ্রাসে সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে।

কিছু না কিছু দুর্নীতি সব দেশেই রয়েছে। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর দুর্নীতির ঊর্ধ্বগতিতে বঙ্গবন্ধুর ব্যথিত চিত্তের পরিচয় পাই তার ভাষণে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে তিনি বলেছিলেন, "করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ, যারা আজ ওদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছি। আজ যেখানে যাবেন, করাপশন দেখবেন- আমাদের রাস্তা খুঁড়তে যান করাপশন, খাদ্য কিনতে যান করাপশন, জিনিস কিনতে যান করাপশন, বিদেশ গেলে টাকার ওপর করাপশন। তারা কারা? আমরা যে পাঁচ পারসেন্ট শিক্ষিত সমাজ, আর আমরাই করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে, আমরাই বড়াই করি। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এসব চলতে পারে না।"

বঙ্গবন্ধু জানতেন দুর্নীতির ধারক-বাহক হলো শিক্ষিত সমাজ। সাধারণ মানুষকে দুর্নীতির জিম্মি করে রেখেছে দুর্নীতিবাজ শিক্ষিত সমাজ। ১৯৭৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "শিক্ষিতদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন- আমি এই যে দুর্নীতির কথা বললাম, তা কারা করে? আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না। আমার শ্রমিক? না। তাহলে ঘুষ খায় কারা? ব্ল্যাক মার্কেটিং করে কারা? বিদেশি এজেন্ট হয় কারা? বিদেশে টাকা চালান দেয়। হোর্ড করে কারা? এই আমরা যারা শতকরা পাঁচজন শিক্ষিত। এই আমাদের মধ্যেই রয়েছে ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। আমাদের চরিত্রের সংশোধন করতে হবে, আত্মশুদ্ধি করতে হবে।"

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চামচাগিরির বিরুদ্ধে এক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে। ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাইয়ের ভাষণে তিনি নব নিযুক্ত জেলা গভর্নরদের বললেন, "আজ আমার কাছে আপনারা তওবা করে যান, স্বজনপ্রীতি করবেন না। ঘুষখোরদের সাহায্য করবেন না।"

জাতির পিতার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। জঘন্য কুলাঙ্গারদের হাতে শহীদ হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি। পাঁচ দশক পার

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

বিজয় দিবস ও আমাদের অপারগতা

রফিকুর রশীদ

পৃথিবীর প্রায় সব স্বাধীন দেশেরই আছে স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু বিজয় দিবস নামে বিশেষ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত এবং বিপুল গৌরবমণ্ডিত দিন সব জাতির ইতিহাসে নেই; সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্বাধীনতা ঘোষণার পর সফলভাবে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জনও সব জাতিকে করতে হয়নি। বাঙালি জাতি সেই অনন্য সাধারণ কাজটি করেছে বলেই তাদের কাছে বিজয় দিবসের তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা অপরিসীম।

শত বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশের গণমানুষ সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। শুধু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তো নয়, বাঙালি প্রাণপণ যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তিশালী পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে সেই যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে। অঞ্চলভিত্তিক খণ্ড যুদ্ধজয়ের দু-একটি দৃষ্টান্ত অতীতে থাকলেও ভাষাভিত্তিক বাঙালিত্বের পরিচয়ে এবং বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে এমন শৌর্য-বীর্যময় বিজয় লাভ বাঙালির জাতীয় জীবনে আগে কখনো ঘটেনি। অথচ ১৯৭১ সালের এ যুদ্ধ ছিল এক অসম যুদ্ধ, ভোটযুদ্ধে জয়ী শান্তিকামী নিরস্ত্র বাঙালির ওপরে যুদ্ধবাজ পাকিস্তানি সামরিক শাসকের চাপিয়ে দেওয়া একতরফা যুদ্ধ।

২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে বর্বর পাকিস্তানি সৈনিকেরা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় অতর্কিত সশস্ত্র হামলা চালিয়ে পৈশাচিক হত্যালীলায় মেতে ওঠে, অগ্নিসংযোগ লুণ্ঠন আর নারী নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সারা দেশে চরম ত্রাস সৃষ্টি করে। দুঃসহ এই জীবন-মরণ সংকটের মুখে বাঙালিকে আত্মরক্ষার তাগিদেই ঘুরে দাঁড়াতে হয়, সত্যিকারের যুদ্ধের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিতে হয় এবং মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য প্রাণ বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। যুদ্ধবিমুখ নিরস্ত্র বাঙালির ঐক্যবদ্ধ শক্তি, সাহসিকতা ও প্রবল দেশপ্রেমের কাছে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী পাকিস্তানি সৈন্যের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় বাঙালির বিজয়, সার্থক হয় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

এরই মধ্যে পেরিয়ে এসেছি বিজয়ের অর্ধ শতক। মহার্ঘ্য এই অর্জন নিয়ে আমাদের আনন্দ ও শ্লাঘা পর্বতপ্রমাণ। কিন্তু বিরাট এই পর্বতের ভিত্তি রচিত হয়েছে যাদের রক্তের মূল্যে, জাতীয়ভাবে তাদের অবদান কীভাবে এবং কতখানি মূল্যায়িত হয়েছে সেটা খতিয়ে না দেখলেই নয়।

বিশেষ করে দৃষ্টি ফেরাতে চাই্ড তিরিশ লাখের সংখ্যাগত প্রাকারে বন্দি শহিদদের দিকে। মুক্তিযুদ্ধে নানা রকমের অবদানের জন্য এরই মাঝে সরকার নানান স্বীকৃতি, সনদ ও ভাতা প্রদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা প্রশংসনীয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নিয়ে বেশ বিতর্কও তৈরি হয়েছে। এটা হয়েছে সর্বজনগ্রাহ্য নির্ভেজাল মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নের ব্যর্থতার কারণে। সরকারের সচিব পর্যায়েও যখন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার নাম সন্নিবেশিত হয়ে যায়, তখন আর এ নিয়ে মন্তব্য করার কী বাকি থাকে।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা মুক্তিযোদ্ধার নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করতে পারিনি। এরচেয়ে গ্লানিকর আর কী হতে পারে! পারিনি আরও অনেক কিছুই। আমাদের গীতিকবি বুকের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া গান লিখেছেন্ড দুঃসহ বেদনার কণ্টকপথ বেয়ে শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা, আমরা তোমাদের ভুলব ন্থ। লিখেছেন,ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলব ন্থ। তা বেশ, তাদের ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না, শোধ হওয়ারও নয়। কিন্তু প্রশ্নটা এইখানেড় তারা সত্যিই কতজন ছিলেন? এক দুই তিন চার করে কাঁটায় কাঁটায় ঠিকঠাক সঠিক সংখ্যা না হয় না-ই হলো, তাদের নাম-ঠিকানা, সেইটুকুও কী কোথাও লেখা হবে না?

মুক্তিযোদ্ধার তালিকা শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের কারণে যারা শহিদ হয়েছেন, রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা অথবা অমুক্তিযোদ্ধা শহিদ (সাধারণ মানুষ) যা-ই হন না কেন, সেই শহিদের তালিকাও নেই আমাদের হাতে। বলা হয়, তিরিশ লাখ শহিদের কথা। এই সংখ্যা নিয়েও অভব্য ও অরুচিকর বিতর্ক তৈরির চেষ্টা এ দেশে হয়েছে। এ বিতর্ক যে কোনো প্রকার সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তা এইও তিরিশ লাখের্থ প্রাকারবন্দি হতভাগ্য (!) মানুষগুলোর কোনো পরিচয় জাতি জানতে পারবে না কখনো? শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের তবু এক প্রকার তালিকা পাওয়া যায়, মুক্তিযুদ্ধের কারণে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, তাদের কি কোনোদিন কোনো রকম তালিকাই হবে না? খাস জমি কিংবা সরকারি ভাতা না হোক বরাদ্দ তাদের নামে, তবু শহিদের স্বীকৃতিটুকু অন্তত দেওয়া যাবে না? কারো উত্তরপুরুষ যদি জাতির কাছে জানতে চায়ড় আমার পূর্ব পুরুষ ১৯৭১ সালে তার নিজ বাড়িতেই পাকিস্তানি সৈনিকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে, তবু তাকে শহিদ বলা হবে না কেন? রাষ্ট্রের কোনো দলিলপত্রে তাকে শহিদ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি কেন? তার এই প্রাণদানের কোনো মর্যাদা নেই? কেবল ওতিরিশ লাখের্থ প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখলেই চলবে?

আমরা কিছুতেই ভুলে যাব না যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র দুই দল সৈনিকের শক্তি পরীক্ষার যুদ্ধ ছিল না। একেবারে শুরু থেকেই অগণিত সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে তা হয়ে ওঠে জনযুদ্ধ। সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান তৈরি করা যত সহজ, মনে রাখতে হবে জনযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ মোটেই তত সহজ নয়। কিন্তু আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাও অসম্ভব নয়। প্রয়োজন আন্তরিকতা ও বাস্তবতার নিরিখে উপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ। এ ধরনের শুভ উদ্যোগের জন্য জাতিকে আর কত অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

শোনা যায়ড় তিরিশ লাখ্থ এই সংখ্যা নিয়েও কোনো কোনো মহলে বিশেষ উদ্বেগ আর শঙ্কা রয়েছে, পাছে শহিদের সংখ্যা যদি ওই পরিমাণ না হয়! যেন বা এ জন্যে খুব লজ্জায় পড়তে হবে তাদের! কেন, তাদের লজ্জিত হতে হবে কেন? সত্যের ভার বহনে লজ্জা পাওয়ার তো কিছু নেই।

আমার প্রবল বিশ্বাস, এখনো নিরপেক্ষভাবে গ্রামে গ্রামে সরেজমিনে হিসাব নিতে পারলে শহিদের সংখ্যা তিরিশ লাখেরও অধিক হবে। তিরিশ লাখের প্রাকার ভেঙে শহিদের প্রকৃত সংখ্যা ও সঠিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করার সময় এখনো একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। শহিদের সংখ্যাগত বিতর্কের বাতি উসকে দেওয়ার বদমতলব থেকে এ নিবন্ধ রচনা করা হয়নি। বরং মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা নির্বিশেষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহিদের প্রতি সত্যিকারের সম্মান জানানোর তাগিদ থেকেই লেখাটি।

শহিদদের সঠিক নাম-পরিচয় উদ্ধার শুধু নয়, স্থানীয়ভাবে তাদের নামে বিভিন্ন স্মারক নির্মাণ, স্কুল-কলেজ ও সড়ক-সেতুর নামকরণের উদ্যোগও নেওয়া যেতে পারে। শহিদের উত্তর প্রজন্ম এই নামকরণের মধ্যেও দেশের প্রতি তাদের পূর্বপুরুষের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি ও স্বস্তি খুঁজে পাবে। এটুকু করার জন্য শহিদ-পরিবারের পক্ষ থেকে কখনো কোনো দাবি উত্থাপন করা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। হয়তো কোনোদিন এ দাবি তারা করবেনও না। এটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদেরই কর্তব্য। যাদের প্রাণের মূল্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত হয়েছে বিজয়, আমরা পেয়েছি বহু প্রত্যাশিত ও প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা, তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানানোর দায় সকলেরই।

শহিদের সংখ্যার পাশাপাশি যুদ্ধকালে সম্ভ্রমহারা নারীদেরও সঠিক সংখ্যা ও পরিচয় উদ্ধার করা খুবই জরুরি। কাজী নজরুল ইসলাম্ড কোন রণে কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর্থ বলে স্বামীহারা অকাল বিধবাদের সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে খেদোক্তি জানিয়েছেন, যে শহিদদের নামের পাশে তাদের নাম কখনো লেখা হয় না। আমরা আর এক ধাপ এগিয়েও সিঁথির সিঁদুর্থ হারানো শহিদ-পত্নীদের নাম ছাড়িয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সম্ভ্রমহারা বীরাঙ্গনাদের কথা বলতে চাই। তাদের প্রতি সম্মান জানানোর মহৎ উদ্দেশ্যেই তাদের নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সন্দেহ নেই, এতদিন পরে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন বড়ই কঠিন। তবু সত্যিকারের ইতিহাসের প্রতি দায়বোধ থেকে বলতেই হয়, বিলম্বে হলেও এই কঠিন কাজে হাত দেওয়াও প্রয়োজন।

অন্যদিকে আন্তরিকতা নিয়ে কাজে হাত দিলে এই কুখ্যাত স্বাধীনতা বিরোধীদের তালিকাও প্রস্তুত করা সম্ভব। প্রশ্ন উঠতে পারে, এতদিন পরে কী হবে এ তালিকা করে? কী হবে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা সম্ভব, কিন্তু এখন থাক সে আলোচনা। এখন শুধু বলিড় সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো না বলাও এক রকম পাপ, এক রকম অন্যায়। এ পাপের বোঝা আর কতকাল বয়ে বেড়াব আমরা?

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

KT KHAN'S TUTORIAL

4 FREE IN-PERSON CLASSES!*

You get:

2 FREE Group Classes, 1 FREE Diagnostic Exam,
& 1 FREE Diagnostic Exam Review

*This promotion can be claimed at any of our locations.

EXTRA $200 OFF ALL NEW PACKAGES!

Jackson Heights	Jamaica	Ozone Park	NYC - Flatiron
74th St. & 37th Ave	178th St. & Hillside Ave.	86th St. & 101 Ave.	23rd St. & 5th Ave.

4,450+ SHSAT Students Accepted

1,400+ 4/4s on State Exams

THOUSANDS 1450, 1550+ scores on SAT

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

বিএনপি কী পেল, কী হারাল

গোলাম মাওলা রনি

হালআমলের গরম খবর হলো- বিএনপি দলীয় সাত এমপি সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাদের পদত্যাগপত্র তৎক্ষণাৎ গৃহীত হয়েছে। সরকারি দল আওয়ামী লীগের মুখপাত্রদের খেদোক্তি হলো- বিএনপি চরম ভুল করল। যাও ছিটেফোঁটা ছিল তাও হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। ওদিকে বিএনপির পরিত্যাজ্য সংসদীয় আসনের দখল পাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের করুণাপ্রার্থী হয়ে জাতীয় পার্টি তৎপরতা চালাচ্ছে বলে জোর গুজব চলছে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলোচিত-সমালোচিত দেবর-ভাবী-পুত্র অর্থাৎ বেগম রওশন এরশাদ, জি এম কাদের ও এরশাদের পুত্র হিসেবে প্রচারিত সাদের সাক্ষাতের ছবি পত্রিকায় আসার পর একদল বলেছে, ওরা বিএনপির পরিত্যক্ত আসনগুলো লাভের জন্য ওখানে গেছে। আবার কেউ বলছে, দলীয় বিরোধ ও দেবর-ভাবীর দ্বন্দ্ব নিরসনে শেখ হাসিনার হুকুম শোনার জন্য তাদের হাজির করানো হয়েছিল।

উল্লিখিত গরম খবরের বাইরে মন খারাপ করা সংবাদ হলো, বাংলাদেশের দু'জন প্রবীণ জাতীয় নেতাকে রাত ৩টার সময় যেভাবে বাসা থেকে তুলে এনে সারা দিন সারাক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের নামে মানসিক নিপীড়ন যা কি না তাদের প্রবীণ শরীরে যথেষ্ট যন্ত্রণার কারণ হয়েছে এবং তাদের সর্বাংশে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে সেই দৃশ্য পত্রপত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর বিবেকবান নারী-পুরুষ যারপরনাই বেদনাহত হয়েছেন। পরবর্তী দিন সন্ধ্যায় তাদের প্রিজন ভ্যানে করে আদালতে তোলা ও জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর দৃশ্য ছিল আরো মর্মান্তিক। মানুষের বিবেক-বিবেচনা-ভদ্রতা-সৌজন্য বোধ ক্যান্সার আক্রান্ত হলে কিংবা ওগুলোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কিংবা পুঁজরক্তজনিত কুষ্ঠ রোগ যখন মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আক্রমণ করে তখন যে অশ্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় ঠিক তদ্রুপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গুমড়ে কেঁদেছে দেশের শান্তিকামী মানুষ।

মির্জা ফখরুল ও মির্জা আব্বাসের গ্রেফতার-হেনস্তা-কারাগারে তাদের প্রাপ্য সম্মান না দিয়ে সাধারণ বন্দীদের সাথে রাখার খবরের পাশাপাশি তাদের বন্দী জীবনের প্রাপ্য আদায়ের জন্য এই সম্মানিত মির্জার পরিবারের হাইকোর্টে গমন দেশের ইতিহাসে নতুন এক কালো অধ্যায় সংযোজিত করল।

জামায়াতের আমির বয়োবৃদ্ধ ডা: শফিকুর রহমানের গ্রেফতার ও গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে হর্তাকর্তাদের বিবৃতি দেশের সাধারণ মানুষকে বেদনাহত করেছে। এই গ্রেফতারের মাধ্যমে জনগণ নতুন করে জানতে পারল, কিছু দিন আগে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের অভিযোগে আমিরে জামায়াতের পুত্র যিনি পেশায় একজন ডাক্তার, তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন হর্তাকর্তাদের বক্তব্য হলো- আমিরে জামায়াত ও তার ডাক্তার পুত্র যৌথভাবে দেশে কী কী জঙ্গি তৎপরতা চালাচ্ছেন এবং অনাগত দিনে চালাবেন তা জানার জন্যই ডাক্তার শফিককে গ্রেফতার করা জরুরি ছিল।

দেশের অভ্যন্তরের গরম খবর ও মন খারাপ করা খবরের পাশাপাশি দেশের বাইরেও অনেক গরম খবর পরিবেশিত হয়েছে। একই সাথে মন খারাপ করার মতো অনেক দুঃসংবাদ রয়েছে যা কি না আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘটেছে বাংলাদেশের হালআমলের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে। গরম খবরগুলোর মধ্যে- বিএনপির ১০ ডিসেম্বরের জনসভা নিয়ে আন্তর্জাতিক সব প্রধান পত্রপত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যে প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা বাংলাদেশের ইতিহাসে ইতঃপূর্বে ঘটেনি। সানডে টাইমস, নিউইয়র্ক টাইমস, হিন্দুস্তান টাইমস প্রভৃতি দুনিয়া কাঁপানো পত্রিকাগুলোর প্রধান শিরোনাম ছিল বিএনপির জনসভা। আলজাজিরা, বিবিসি লন্ডন, সিএনএন, ফক্স নিউজসহ ভারত-পাকিস্তান-তুরস্ক ও ইউরোপের প্রধান প্রধান টেলিভিশনে বিএনপির সমাবেশ নিয়ে যে খবর প্রচারিত হয়েছে তাতে অনেকের উলঙ্গপনা-বেহায়াপনা-নিষ্ঠুরতা-আদিম বর্বরতা ও বিকৃত রুচির নয়া দলিল রচিত হয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, রাজপথের বিরোধী দলের লড়াই-সংগ্রাম ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার খবরের পাশাপাশি আইএমএফ ও মার্কিন সংস্থা মুডিসের প্রতিবেদন দেশবাসীর জন্য যথেষ্ট উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে। দেশের টলটলায়মান অর্থনীতির জন্য আইএমএফের ঋণ যখন অনিবার্য এবং সংস্থাটি যখন ৪৫০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেয়ার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছিল, তখন এই সংস্থার পক্ষ থেকে নতুন খবর হলো- সংস্থাটি বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার (চড়ষষঃরপধষ ঈড়সরঃসবহঃ) সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে এবং ঋণের শর্ত হিসেবে তা অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছে। ঘটনা যদি সত্যই এরূপ হয় তবে আওয়ামী লীগের অনাগত দিনগুলো কেমন যাবে এবং বিএনপির ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা সহজেই অনুমানযোগ্য।

আইএমএফ ছাড়াও মুডিস নামে একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান যারা কি না সারা দুনিয়ার ব্যাংকগুলোর মান নির্ণয় করে থাকে, তারা সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের সাতটি বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছে সেখানে ব্যাংকগুলোর সার্বিক গ্রেডিং নামিয়ে দেয়া হয়েছে যা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো নয়- পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য নিদারুণ দুঃসংবাদ। অর্থনৈতিক খারাপ খবরের পাশাপাশি আরো যেসব খারাপ খবর আমাদের অনাগত দিনের জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় ইমেজ তথা ভাবমর্যাদার সঙ্কট সৃষ্টি করবে সেগুলো হলো, বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশি হামলা নিয়ে জাতিসঙ্ঘের সদর দফতর ও বাংলাদেশস্থ অফিস যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা নজিরবিহীন। একইভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কার্যালয় হোয়াইট হাউজ ও ঢাকার লালকেল্লা খ্যাত মার্কিন দূতাবাস যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তা মূল্যায়ন করলে আতঙ্কিত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

১০ ডিসেম্বর একটি বিস্ময়কর সফল সমাবেশের মাধ্যমে বিএনপির দীর্ঘ দিনের ডর-ভয় কেটে গেছে। তারা যেভাবে রাজপথে সক্রিয় হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশের বিএনপি অফিসগুলোতে জড়ো হচ্ছে তা রীতিমতো নজিরবিহীন ঘটনা। আওয়ামী লীগের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃসবাদ হলো, তারা দাওয়াত দিয়েও মিত্রদের আনতে পারছে না। কেউ যদি তাদের দাওয়াত রক্ষা করে উপস্থিত হন তবে প্রথমেই খোটা দিতে আরম্ভ করেন যে, কেবল বিপদে পড়লেই আমাদেরকে ডাকেন অন্য সময় তো খোঁজও নেন না। এ ধরনের সরাসরি টিটকারি সহ্য করার পরও সরকারি দল বন্ধু খুঁজে পাচ্ছে না। উল্টো অনেকের সাথে নতুন করে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের বর্তমান চালচিত্রের বিপরীতে যদি বিএনপির হালহকিকত মূল্যায়ন করি তবে দেখব, কারাবন্দী বেগম খালেদা জিয়া মির্জা ফখরুল-মির্জা আব্বাসরা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় হয়েছেন। তাদের কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা ও আচরণে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সাহস, শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কৌশল অর্জন করেছেন। প্রবাসে থাকা তারেক রহমান ক্রমেই আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ, পরিপক্ব ও ঝানু রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছেন যা ১০ ডিসেম্বরের সমাবেশের মাধ্যমে বিএনপির সব স্তরের নেতাকর্মী দেশ-জাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

বিএনপির দীর্ঘদিনের শরিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তা হালআমলে দূর হয়ে গেছে। জামায়াত প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে এবং তাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে, তারা রাজপথে আশির দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে যেরূপ ভূমিকা রেখেছিল তদ্রুপ জোরালো ভূমিকা রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েই ঘোষণা দিয়েছে। দলের আমির গ্রেফতার হওয়ার পর তাদের সাহস আরো বেড়ে গেছে। যেমনটি বেড়ে গেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের। বিএনপির এক সময়ের শীর্ষ নেতা ও বর্তমানের এলডিপির প্রধান কর্নেল অলি বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শন করে যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তা এখন ভাইরাল আকারে সামাজিকমাধ্যম কাঁপাচ্ছে।

আ স ম আব্দুর রব, মাহমুদুর রহমান মান্নার নেতৃত্বে গণতন্ত্র মঞ্চও রাস্তায় নেমে পড়েছে বিএনপির পক্ষে। পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের এতটা প্রতিকূলে চলে গেছে যে, ডা: বি চৌধুরীও বিএনপি অফিসে পুলিশি হামলার নিন্দা জানিয়েছেন! সমাজের বুদ্ধিজীবী, দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ছাড়াও বাম ঘরানার রাজনৈতিক দলগুলো ও বিএনপির *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

খালেদা জিয়ার নির্দেশে চললে দেশে কি পরিবর্তন আসবে?

বিভুরঞ্জন সরকার

খালেদা জিয়ার নির্দেশে দেশ চললে কি দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে? চুরিধারি বন্ধ হবে? ঘুষ, দুর্নীতি, পুঁজি পাচার বন্ধ হবে?

বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে দু-তিন সপ্তাহ ধরে দেশের রাজনীতিতে যে গরম হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, তাতে এখন শীতের আমেজ। ১০ ডিসেম্বর নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করার জেদ বহাল রাখতে পারেনি বিএনপি। তবে গোলাপবাগ মাঠে সমাবেশের অনুমতি পাওয়ার আগে ৭ ডিসেম্বর নয়াপল্টনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে মকবুল হোসেন নামের একজন সাধারণ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। আহত হয়েছেন অনেকে। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকে পুলিশ অনেক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। এমনকি গভীর রাতে নিজ নিজ বাসা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে। নয়াপল্টনে সমাবেশ করার জন্য বিএনপি কেন জেদ ধরে ছিল এবং সরকার পক্ষই বা কেন বিএনপিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিতে চেয়েছিল, সে রহস্য আর হয়তো ভেদ হবে না।

এটা ঠিক, ঢাকা শহরে বড় সমাবেশ করার মতো উন্মুক্ত স্থান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ছাড়া আর নেই। বিএনপি বড় সমাবেশ করতে চেয়ে কেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যেতে চায়নি, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বিএনপির পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি। আবার জন-চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে জনসভা বা সমাবেশ করা অনুচিত হলেও এই অনুচিত কাজটি দেশে এর আগে বহুবার হয়েছে। এমনকি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও করেছে। তাহলে এবার কেন সরকার এতটা অনড় থাকল নয়াপল্টনের ব্যাপারে? হয়তো নয়াপল্টন ঘিরে বিএনপির কোনো গোপন পরিকল্পনা ছিল। তাই তারা নয়াপল্টন ছাড়তে চায়নি। বিএনপি হয়তো কয়েক ঘণ্টার সমাবেশকে কয়েকদিনের সমাবেশে পরিণত করে সরকারের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছিল। ১০ ডিসেম্বর ঘিরে বিএনপির যে বড় কোনো পরিকল্পনা ছিল সেটা দলের কয়েকজন নেতার বক্তব্য থেকেও বোঝা গেছে। খালেদা জিয়ার নির্দেশে দেশ চলবে, তারেক রহমান দেশে ফিরবেন, খালেদা জিয়া সমাবেশে যোগ দেবেন এসব হুমকি দিয়ে সরকারের মাথায় চাপ বাড়িয়ে দিয়ে বিএনপির কতটুকু লাভ বা ক্ষতি হলো, সে আলোচনায় এখনই না গিয়ে এটুকু বলা যায় যে, বিএনপি ও সরকার তথা আওয়ামী লীগ মুখোমুখি হয়ে শক্তি পরীক্ষায় নেমে গোলশূন্য ড্র করেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পায়ের নিচে মাটি নেই বলে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য যেমন হাস্যকর, তেমনি বিএনপিকে একেবারে দুর্বল ভেবে আওয়ামী লীগও ঠিক করছে না। বিএনপির পেছনেও জনসমর্থন আছে। তবে মাঠে খেলা গড়ালেও জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্য আরও অনেক ম্যাচ খেলতে হবে। ততদিনে বিএনপি দম রাখতে পারবে কিনা, দেখার বিষয় সেটাই। বিএনপি দীর্ঘবছর ধরে ক্ষমতার বাইরে আছে। আর আওয়ামী লীগ টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় আছে। প্রশাসনে এখন আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ একচ্ছত্র। সরকারের পক্ষে দল যেমন আছে, তেমনি আছে প্রশাসনযন্ত্র। বিএনপি নিজেদের শক্তির উৎস-উপকরণ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা নিয়ে মাঠে নেমেছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। তবে সরকারের পদত্যাগ কিংবা দলনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি আদায়ের মতো শক্তির ঘাটতি যে বিএনপির আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিএনপির ৭ জন সদস্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করায় সরকারের ওপর নতুন কোনো চাপ তৈরি হবে বলে মনে হয় না। বরং বিএনপির মধ্যে ভাঙন ধরানোর সুযোগ এর ফলে আরও বাড়ল বলে মনে হয়। সরকার চাইলে বিএনপির সুযোগ সন্ধানীদের সুযোগ করে দিতে পারে।

বিএনপির জন্ম থেকে বেড়ে ওঠার বিষয়টি একটু ফিরে দেখা যেতে পারে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে 'আমি মেজর জিয়া বলছি' বলে বেতার ঘোষণা দেওয়ার আগ পর্যন্ত যার নাম জানত খুব কম লোকই। সেনাবাহিনীর একজন মেজরের পক্ষে ব্যাপক জনগণের কাছে পরিচিত হওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতাই মেজর জিয়াকে বিখ্যাত করে তোলে। একাত্তরে ওই ঘোষণাদানের মধ্য দিয়ে মেজর জিয়ার নাম স্বাধীনতাকামী বাঙালির হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর সামান্য বিরতি। ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালা বদলের পটভূমিতে জিয়াউর রহমান আবার আসেন রাজনীতির সামনের কাতারে। প্রথমে নেপথ্যে, পরে প্রকাশ্যে।

জিয়াউর রহমানই প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সেনাপতি থেকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী। শুধু তাই নয়, '৭৫-পরবর্তী সময়ে দেশে যে ধারার রাজনীতি চলছে, বলতে গেলে তার প্রায় সবকিছুর সূচনা করেছেন তিনি। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি হয়েও বিভিন্ন বিপরীতমুখী আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলমতের লোক নিয়ে একটি রাজনৈতিক 'ককটেল' পার্টি গড়ে তোলেন, যার নাম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, (বিএনপি)। তিনিই প্রথম নানা ধরনের সুবিধাবাদীদের ধরে এনে বসান রাজনৈতিক উচ্চাসনে। রাজনীতিকে পরিণত করেন ক্যারিক্যাচারে।

ক্ষমতার কেক-চকোলেট বিলি করে নানা ধরনের লোকজনকে সমবেত করেছিলেন জিয়াউর রহমান তার রাজনৈতিক দলে। স্বাধীনতাবিরোধী দক্ষিণপন্থী মুসলিম লীগ, সাবেক মাওবাদী প্রগতিশীল বলে দাবিদার ইউপিপি, ভাসানী ন্যাপ ইত্যাদি বিচিত্র চেহারার লোকদের তিনি ক্ষমতার মূলো অথবা সুযোগ-সুবিধার মোহ দেখিয়ে বিএনপিতে সমবেত করেছিলেন।

একটা কথা আছে, চোখ দেখে নাকি মানুষের মনের ভাব বোঝা যায়। অর্থাৎ চোখ মনের কথা বলে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জিয়াউর রহমান সম্ভবত তার মনের প্রকৃত ভাবটা মানুষকে বুঝতে দিতে চাইতেন না। হয়তো এই জন্যই তিনি প্রায় সবসময় কালো চশমায় ঢেকে রাখতেন তার দুই চোখ। তার মনের প্রকৃত ভাব থাকত মানুষের দৃষ্টির আড়ালে।

মানতেই হয় যে, জিয়াউর রহমানের চাতুর্য ছিল প্রখর। তাই রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ বা বিএনপি দল গঠন কোনোটাই রাতারাতি করেননি। '৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর খন্দকার মোশতাক তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান বানান। তারপর ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর অনেক ঘটনা। খুব ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হতে থাকেন জিয়া। খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রপতির পদে থেকে যান বিচারপতি সায়েম। এমনকি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকও হন সায়েম। কালো চশমায় চোখ ঢেকে জিয়া থাকেন আড়ালে। এরপর নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন জিয়া। ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। '৭৬ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ গ্রহণ করেন। তারও কয়েকমাস পরে '৭৭ সালের ২১ এপ্রিল তিনি রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করেন, বিদায় করে দেন বিচারপতি সায়েমকে। আর আড়ালে আবডালে নয়। সায়েম হয়তো স্বগতোক্তি করেছেন 'এই কি ছিল তোমার মনে আসলে তাই ছিল। একই বছর ৩০ মে তিনি তাঁর পক্ষে 'হ্যাঁ, না' ভোট গ্রহণ করেন। এই ভোটের মধ্য দিয়েই শুরু হয় বাংলাদেশে নির্বাচনের নামে তামাশা, ভোটের বাক্সের যাদু।

জিয়া রাষ্ট্রপতি হিসাবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন '৭৮ সালের ৩ জুন জেনারেল ওসমানীকে পরাজিত করে। সেই ভোটেও কারচুপি হয়েছিল। তবে কারচুপি না হলেও জিততেন হয়তো জিয়াই। কারণ ততদিনে দেশবাসীর কাছে ভারসাম্যের নীতির মানুষ হিসাবে একটি বিশেষ 'ইমেজ' সৃষ্টি করে ফেলেছেন জিয়া। এয়ার ভাইস মার্শাল এম. জি তোয়াব দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবি তোলায় তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়, দেশ ছাড়া করা হয়। এইভাবে কৌশলী জিয়া কমিউনিস্টদের পর্যন্ত বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হন। একদিকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তিকে পুরোপুরি ব্যবহার করেন অন্যদিকে দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রসারের দুয়ার খুলে দেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েই তিনি সংবিধান সংশোধন করেন। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল হয়ে যায়। বাঙালি থেকে বানানো হয় বাংলাদেশি। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক দাবিদার জিয়াউর রহমানই মুক্তিযুদ্ধের ঘোরতর বিরোধিতাকারী প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন। শাহ আজিজুর রহমানের মতো চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসান। জিয়াউর রহমানের শাসন আমলেই *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

Law Offices of

KIM & ASSOCIATES P.C

ATTORNEYS AT LAW

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Accident Cases

- ⇨ *Free Consultation*
- ⇨ *Construction Work Accident*
- ⇨ *Car/Building Accident*
- ⇨ *Birth of Disable Child*
- ⇨ *No Advance Required*

Eng. Mohammad A. Khalek
Cell: 917-667-7324
Email: m.Khalek28@yahoo.com

Law Office of Kim & Associates P.C
NY: 164-01, Northern Blvd., 2FL., Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd., # 201, Palisades Park, NY 07650

সব সুবিধা ব্যবসায়ীদের জন্য জনগণের জন্য কী?

ড. আরএম দেবনাথ

কিছুদিন আগে সরকারের একজন পদস্থ কর্মকর্তা এক সেমিনারে বলেছেন, গুজবের সময় ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকা আমানতকারীরা তুলে নিয়েছেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে তারা টাকা আবার জমা দিচ্ছেন। এ খবরটি সামান্য কিছুটা উদ্বেগের-আতঙ্কের। তাই খবরটির ভেতরে গেলাম। দেখলাম, কোন তারিখ থেকে কোন তারিখের মধ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকা তোলা হয়েছে, সেটা খবরে নেই। এখন সমস্যা হচ্ছে আমানতকারীরা প্রতিদিন টাকা তোলেন এবং প্রতিদিন টাকা জমা দেন। এতে আমানত বাড়ে অথবা কমে। আবার কোনো কোনো মাসে, বছরের কোনো কোনো সময়ে আমানত বাড়ে, আবার কখনো কখনো কিছুটা কমে। কিন্তু গড়ে গিয়ে ব্যাংকে আমানত বাড়েই, কমে না। এ অবস্থায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বলা উচিত ছিল কোন সময়ের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। ব্যাংকে বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যেত। বিশেষ করে আরেকটি খবরের প্রেক্ষাপটে আমি এ কথাটি বলছি। যেমন ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে একটি খবরের কাগজে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের অক্টোবর শেষে ব্যাংকে আমানতের পরিমাণ ছিল ১২ লাখ ৫১ হাজার ১২৩ কোটি টাকা। ২০২১ সালের একই সময়ে আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩ লাখ ৮৮ হাজার ৬২ কোটি টাকা। আর ২০২২ সালের অক্টোবরে তা বেড়ে হয়েছে ১৪ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। দেখা যাচ্ছে, অক্টোবর মাসেও আমানত বেড়েছে। তাহলে কী আমানতকারীরা নভেম্বর মাসে ৫০ হাজার কোটি টাকা তুলে আবার জমা দিচ্ছেন? জানি না। আমার কাছে তথ্য নেই। তবে এটা বুঝি গ্রাহকদের টাকা তোলা ও জমা নিয়ে এমন কথা সচরাচর পদস্থদের বলা উচিত নয়। কথা বলতে হবে তথ্য ও সময়ের ভিত্তিতে। না হলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। যা হওয়া উচিত নয়। শুধু এই ঘটনা নয়। প্রায়ই সরকারের মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং নেতারা এমন কথা বলেন যে তাতে আতঙ্কের সৃষ্টি না হয়ে পারে না। যেমন ২০১৮ সালের জুনের ৩ তারিখে সরকারের একজন মন্ত্রী একটি ব্যাংকের নাম উল্লেখ করে বলেন, সেখানে টাকা আনতে গেলে কষ্ট হয়। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন টাকা তোলা যায় না। এ ধরনের অভিযোগ মন্ত্রীরা করতে পারেন না। তারা পারেন শুদ্ধিমূলক ব্যবস্থা নিতে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে যাতে টাকার অভাব ঘটলে ব্যাংককে জরিমানা-শাস্তি দেয়া যায়। বস্তুত দেখা যাচ্ছে সরকারের ভেতরেই অনেক কথা হয়। সাবেক অর্থমন্ত্রী প্রয়াত মুহিত সাহেব অনেক সময় এমন সব কথা বলতেন যাতে প্রায়ই বিতর্কের সৃষ্টি হতো। অনেক সময় এমনও বলা হয়েছে, সরকারের ভেতরে সরকার আছে। এটা কেমন করে হয়? সরকার একটা 'কালেক্টিভ বডি'। মূল কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী এবং বাকিরা তা অনুসরণ করবেন।

দ্বিমত থাকলে তা বলা হবে দলের ভেতর। এই যেমন এখন দলের ভেতর অনেক বিষয় নিয়ে কথা হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শুনবেন, সিদ্ধান্ত দেবেন। এ মুহূর্তে অর্থনীতির এ সংকটকালে 'আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল' (আইএমএফ) নানা শর্ত নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম দফায় ভর্তুকি নিয়ে আইএমএফ অনেক জোর-জবরদস্তি করে। সারের ওপর ভর্তুকি তুলে নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তা শোনেননি। বরং কৃষিতে সারসহ অন্যান্য উপকরণে ভর্তুকি বাড়িয়েছেন। তার ফল আমরা হাতেনাতে পাচ্ছি। চাল, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি উৎপাদন অনেক বেড়েছে। এতদিন অন্তত চালের অভাবে ছিলাম না, এখনো নেই।

আমরা আইএমএফে কোনো ঋণের জন্য যাইনি। বরং আমরা আমাদের রিজার্ভের টাকা থেকে শ্রীলংকাকে ধার দিয়েছি। এমনকি এর ওপর ভিত্তি করে রফতানি উন্নয়ন তহবিল গঠন করেছি, কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে টান পড়েছে। মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। আমদানি খরচ বেড়েছে মারাত্মকভাবে। সেভাবে রেমিট্যান্স ও রফতানি বাড়েনি। আন্তর্জাতিক বাজারে যুদ্ধের কারণে সরবরাহ সংকট দেখা দিয়েছে। মন্দার পদধ্বনি চারদিকে। 'স্ট্যাগফ্লেশনের' শিকার হতে পারে বিশ্ব। আমরাও টানাটানির সংসারে গিয়েছি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কাছে ঋণের জন্য। ঋণ তারা দেবে। তবে বরাবরের মতোই এ ঋণও শর্তাধীন। এখানেই প্রশ্ন। কী কী শর্ত? দ্বিতীয় প্রশ্ন কোন শর্তগুলো মানা যায়, কোনগুলো মানা যায় না। তবে শর্ত মানার কোনো বাধ্যবাধকতা আছে কিনা এটাও বিচার্য। প্রথমেই দেখা যাক প্রধান শর্তগুলো কী? একটি কাগজে দেখলাম শর্তগুলো নিম্নরূপ: বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থা প্রবর্তন, 'নয়-ছয়' সুদের হার বাতিলকরণ, ঋণের সুদ বাড়ানো, কর আদায়ে জোর পদক্ষেপ গ্রহণ, ভর্তুকি হ্রাস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ। এবার দেখতে হয় কোন শর্তগুলো মানা যায়। অবশ্য শর্ত বলছে না। বলছে সংস্কার (রিফর্ম)। তবে তাই হোক। ডলারের বিপরীতে টাকার মান বর্তমানে বেশকিছুটা নিয়ন্ত্রিত। এতদিন ছিল প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। ফলে ডলারের দাম ৮০-৮৮ টাকায় সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছিল বহুদিন, কিন্তু সাম্প্রতিক সংকটে শক্ত 'গিট' কিছুটা শিথিল করতে হয়েছে। ফলে এক লাফে ডলারের দাম বেড়ে হয়েছে ১০৬-১০৭ টাকা। তাও না, 'কার্ব মার্কেটে' এর দাম অনেক বেশি। হুন্ডিওয়ালারা রেমিটারদের অনেক বেশি দর দিচ্ছে। তাহলে করণীয় কী? একদম 'মুক্ত' করে দিলে কি ডলারের দাম আরো বেড়ে যাবে? বাড়লে আমদানিকারকদের বিপদ। আমদানি মূল্য বাড়বে। তার মানে সাধারণ ভোক্তাদের এর বোঝা বহন করতে হবে। আবার মুক্তবাজার অর্থনীতি মানলে ডলারের মূল্য খোলাবাজারে ছেড়ে দিতেই হয়। 'আইএমএফ'ও তাই চাইছে। কী করব আমরা? অর্থমন্ত্রী বলবেন কি? পরের ইস্যু সুদহার। যে যুক্তিতে অর্থাৎ বাজার অর্থনীতির যুক্তিতে ডলারের মূল্য খোলাবাজারে ছেড়ে দিতে হবে, ঠিক একই যুক্তিতে 'নয়-ছয়' সুদনীতিও পরিত্যাগ করতে হবে। আমানত ও ঋণের ওপর সুদহার কত হবে তা ঠিক করবে বাজার। এটা কি করব আমরা? সমস্যা এখানে অন্যত্র। এটা অর্থমন্ত্রীর প্রিয় বিষয়। তিনি ঋণের ওপর কম সুদের ঘোরতর সমর্থক, বলা যায় অন্ধ সমর্থক। অথচ আইএমএফ বলছে, এটা বাজারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। গভর্নর বলছেন 'উপযুক্ত' সময়ে ছাড়া যেতে পারে। সুবিধাজনক বা উপযুক্ত সময় কখন হবে এ কথা কে জানে। তবে বাজার এরই মধ্যে বলছে অন্য কথা। অর্থমন্ত্রী এবং গভর্নরের কথা না শুনে অনেক ব্যাংক এরই মধ্যে বেশি সুদে আমানত নিতে শুরু করেছে। কিছুটা প্রতিযোগিতাও এক্ষেত্রে ব্যাংকে ব্যাংকে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তা হওয়াও উচিত। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই তা মনে করেন। ৯ শতাংশ মূল্যস্ফীতি অথচ ৬ শতাংশ সুদ আমানতে। এটা রীতিমতো জুলুম। এতে আমানতকারীদের টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। মূল্যস্ফীতির সমান সুদ দিলেও টাকার ক্রয়ক্ষমতা ঠিক থাকত, কিন্তু তা হচ্ছে না। অধিকন্তু এতে দেশে সঞ্চয়ের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এটা আমেরিকা নয় যে নাগরিকদের সঞ্চয়ের দরকার নেই। সঞ্চয় আমাদের রক্তে। দুর্দিনের সম্বল। কারণ দুর্দিনে সরকার আমাদের দেখে না। নিজের বলই আসল বল। এছাড়া রয়েছে আরো অনেক যুক্তি। যে যুক্তিতে ঋণের সুদের হার কম হতে হবে তা হচ্ছে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। এর অবস্থা কী? ব্যবসায়ীরা তো বিদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, অনেকে পাচারে আগ্রহী। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অদক্ষতার। ঋণে সুদের হার কম থাকলে ব্যবসায় অদক্ষতা বাড়ে।

কম সুদের কারণে ব্যবসায়ীরা দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন না। কারণ তার দরকার নেই। তৃতীয়ত সস্তা ঋণ ব্যবসায়ীদের অহেতুক ব্যবসা সম্প্রসারণে উৎসাহিত করে। সস্তা ঋণ পেয়ে তারা যেখানে-সেখানে শিল্প-ব্যবসা বাড়াতে যান। গিয়ে মার খান। এখনই দেখা যাচ্ছে ১২-১৩ শতাংশ সুদের পরও অনেক ব্যবসায়ী অহেতুক ব্যবসা সম্প্রসারণ করে এখন বিপদে। বহু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত ক্যাপাসিটি তৈরি করে এখন ব্যাংকের কাছে ধরা খেয়েছেন। ব্যাংক পড়েছে বিপদে। এ অবস্থায় সস্তা ঋণ ব্যবসায়ী, ব্যাংক ও সরকারকে বিপদে ফেলবে। সবচেয়ে বড় কথা 'কস্ট অব ক্রেডিট' উৎপাদন খরচের কত শতাংশ? অর্থ মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে একটি স্টাডি করে বলুক সে তথ্য। দেখা যাবে 'কস্ট অব ক্রেডিট' মোট খরচের সামান্য। ফলে অন্যান্য খরচের উৎপাদনশীলতা না বাড়িয়ে শুধু সুদের হার কম কেন? আরো কথা আছে। সস্তা ঋণ দিয়ে আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জের বারোটা বাজানো হচ্ছে না কি? যেহেতু ঋণ সস্তা এবং অত্যন্ত সহজলভ্য, এ কারণে কোনো ব্যবসায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে যেতে চান না। তারা তাদের লাভ শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চান না। ব্যাংকের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তারা ব্যবসা করেন। স্টক এক্সচেঞ্জ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

মৌলিক অধিকার সুরক্ষাই মানবাধিকার

এএইচএম নোমান

বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার ৭৫ বছর। এবারের বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য'ড়ঁউরমহরঃু, ঋৎববফড়স ধহফ ঔঁংঃরপব ভড়ৎ অষষ. অহফঁঢ় ৪ এঁসধহ জরমযঃং.' বিশ্বে ৩৬০ ভাষায় অনুবাদকৃত দলিল হিসেবে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার জীবন্ত দলিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য দুর্নীতিমুক্ত অর্থবহ ও কার্যকর কর ধার্য, আদায় ও এর পরিধি বাড়ানো। নিজ সম্পদের দেশজ চিন্তায় দেশীয়তা বজায় রাখা। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে মানবাধিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

ইতোমধ্যে একটি বৈশ্বিক ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। এক. জবাবদিহি, দুই. স্বচ্ছতা, তিন. অংশগ্রহণ, চার. আইনের শাসন, পাঁচ. দায়িত্বশীলতা, ছয়. কার্যকারিতা এবং পারঙ্গমতা, সাত. স্বাধীনতা, অধিকার ও সমতা, আট. ঐকমত্য, নয়. কৌশলগত রূপকল্প।

২০১১ সালের ১০ ডিসেম্বর কানাডার টরন্টোতে টরন্টো ওম্বাডসম্যান মিজ ফিওনা ক্রিন আয়োজনে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে আমার অংশ নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আলোচনায় কানাডার শিক্ষার অধিকার নিয়ে মূল বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানে পরিবেশ, ক্লাসরুম, বইখাতা, যাতায়াত, খাওয়া, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আরও কীভাবে উত্তম করা যায়। পাশে একটি প্রদর্শনীর জন্য সমৃদ্ধ স্টলও ছিল।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনায় আমি তুলে ধরেছিলাম কয়েকটি দিকনির্দেশনা। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ব্যানার হলেও আমাদের দেশে দরিদ্রতার জন্য শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না। বই, পোশাক কিনতে পারে না, পুষ্টিহীনতা, শিক্ষার হার, মান বৈষম্য, স্কুল ভবন, মাঠ ইত্যাদি অপ্রতুল। সেখানে মৌলিক অধিকার পূরণই মানবাধিকার। ধনী দেশের মানবাধিকার আর উন্নয়নশীল দেশের মানবাধিকার সমতালে আসবে না, যদিও ব্যানার একই।

২০১৫ সালের ৩০ আগস্ট আমাদের দেশে পৌরসভা নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী প্রতীক ছিল চুড়ি, চকোলেট, পুতুল, ফ্রগ, কাঁচি, ভ্যানিটি ব্যাগ, হারমোনিয়াম, মৌমাছি, আঙ্গুর, গ্যাসের চুলা। নির্বাচনে প্রতীকের ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষের প্রতীক বলে কোনো বিশেষ ব্যাপার থাকতে পারে না। এতে নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং সংবিধান গ্রহণ করে না। নির্বাচন কমিশনকে লিঙ্গ বৈষম্য মুক্ত করতে হবে। তাহলেই 'ভোটের অধিকার, মানবাধিকার' প্রতিষ্ঠার পথ পাবে।

এই দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য'ড় এই পৃথিবীতে কখনো কোনো ব্যক্তি তথা রাষ্ট্র যে কোনো ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যদি অন্যের ক্ষতিসাধন করে থাকে, সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।' প্রায় প্রতিবছরই একই ধরনের বক্তব্যের ডালি নিয়ে আসে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। মানবাধিকার বক্তব্যে নয়, একে এগিয়ে নেওয়া, আদায় ও প্রাপ্তি অনুশীলনই আজকের কাজ। তাহলেই স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকারের স্বাধীনতা প্রস্ফুটিত হবে।

আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা দলিলের ন্যায্যতা সাম্যতা সৃষ্টি হলেই মর্যাদা স্থাপিত হয়। বৈষম্য দূরীকরণে ২০ বছর দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি হিসেবে বটমলাইনিং মা কেন্দ্রিক মাতৃত্বকালীন ভাতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, পরিবেশসহ 'স্বপ্ন প্যাকেজ'-এর ৬টি মৌলিক অধিকার সূচকগুলো ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক ১০টি উপজেলায় পাইলট আকারে অনুশীলনকৃত সফল বাস্তবায়ন হয়েছে, যা সারা দেশে কার্যকারিতায় আনতে হবে। বাংলাদেশে এটি বাস্তবায়নে প্রতিবছর ৫ লাখ মাকে এনে এক প্রজন্ম ২০ বছর মেয়াদে সর্বমোট ১ কোটি গরিব মাকে টার্গেট করে সামাজিক নিরাপত্তা বিনিয়োগ খাতে বাজেট বরাদ্দ রাখতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। ২০২২-২৩ অর্থবছরেও বর্তমান সরকার প্রায় ১২ লাখ গরিব মাকে মাতৃত্ব ভাতা দিচ্ছে, যা নারীর প্রজনন অধিকারের বিশাল স্বীকৃতি।

যেই বিনিয়োগে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। এতে এসডিজি ১নং এজেন্ডার দারিদ্র্য বিমোচন, ১০নং এজেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ এবং ১৬নং এজেন্ডায় শান্তি ও ন্যায্যতার কার্যকারিতা বৈষম্য কমানোর ভিত তৈরি হবে। নতুবা প্রতিবছর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে এ ধরনের সুন্দর সুন্দর ডাক আসতে থাকবে, আনুষ্ঠানিকতা চলতেই থাকবে। শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিতরা বৈষম্যের খপ্পরে আটকেই থাকবে, বেড়িয়ে আসার শুধু হাতছানিই থাকবে, মুক্তির পথ আসবে না। এএইচএম নোমান গুসি শান্তি পুরস্কার বিজয়ী, প্রতিষ্ঠাতা ডরপ। কালবেলা-র সৌজন্যে

বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

HALAL حلال FOOD

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে গেলে কী লাভ?

আমীন আল রশীদ

সংবিধান এক জায়গায় স্থির থাকার বিষয় নয়। কোনও রাষ্ট্র যখন সংবিধান প্রণয়ন করে, তখনই সংশোধনের বিধান রাখে এ কারণে যে, যেকোনও সময় যাতে এখানে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করা যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলেই চারবার সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়েছে। এরপর এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধান মোট ১৭বার সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রতিবেশী ভারতের সংবিধান প্রণীত হয় ১৯৫০ সালে এবং পরের বছরই বেশ কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়। ভারতের সংবিধানে এ পর্যন্ত মোট ১০৫ বার সংশোধনী আনা হয়েছে। সবশেষ সংশোধনী আনা হয় গত বছরের ১০ আগস্ট সমাজের অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর তালিকা করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা বাড়ানোর বিধান করতে।

অন্যদিকে ১৭৮৯ সালে কার্যকর হওয়ার পরে গত ২৩৩ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সংশোধন আনা হয়েছে মাত্র ২৭বার। সবশেষ সংশোধনী আনা হয় ১৯৯২ সালে, যে সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছিল ১৭৯১ সালে, অর্থাৎ সংবিধান কার্যকর হওয়ার দুই বছরের মাথায় এবং এই সংশোধনী আনতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারগুলো সময় নিলো দুইশো বছর! (বাংলাদেশের সংবিধান নানা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১৫৯)।

জাপানের সংবিধান এক্ষেত্রে আরও কঠিন। ১৯৪৭ সালে কার্যকর হওয়ার পরে এখন পর্যন্ত একবারও সংশোধন হয়নি। ২০১৯ সালে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে (নিহত ৮ জুলাই, ২০২২) সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নিলে তিনি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন।

কিন্তু যখনই বাংলাদেশের সংবিধানে বড় ধরনের কোনও পরিবর্তন আনা হয়েছে, তখনই বাহাত্তরের মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়ার দাবি উঠেছে। প্রশ্ন হলো বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়া অর্থ কী? ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত হওয়ার সময় সংবিধানের যে চেহারা ছিল, সেটি ফিরিয়ে আনা কি বাস্তবসম্মত বা প্রয়োজনীয়? কিংবা সেটি কি আদৌ সম্ভব?

বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার অর্থ কি সংবিধানের মূলনীতিতে ফিরে যাওয়া? ২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধানের চার মূলনীতি (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু সেইসাথে পঞ্চম তফসিলে ৭ মার্চের ভাষণ, ষষ্ঠ তফসিলে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং সপ্তম তফসিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যুক্ত করা হয়। ৪(ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিধান করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের বিধান করা হয়েছে। সংগঠনের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে ৩৮ অনুচ্ছেদে নতুন দফা যুক্ত করে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোনও সংগঠন গড়ে তোলা যাবে না বলে বিধান করা হয়েছে।

এগুলো বাহাত্তরের সংবিধানে ছিল না। সুতরাং এখন যদি বাহাত্তরের সংবিধান ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়, তাহলে কি এইসব বিধান বাতিল করা হবে? কারণ এগুলো বাহাত্তরের মূল সংবিধানে ছিল না।

রাজনৈতিক ফোরামে অনেক দিন ধরেই বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও বিভিন্ন সময়ে বলেছেন যে তারা বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যেতে চান। সবশেষ গত ৫ নভেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডিতে জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম বাতিলের ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা আছে। তার কারণ হচ্ছে আমরা ৭২ এর সংবিধানে ফিরে যেতে চাই। কখন কোন সময় বাস্তবতার নিরিখে করা হবে বা করা হবে না এটা দল এবং সরকার সিদ্ধান্ত দেবে।'(বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৫ নভেম্বর ২০২২)।

তার মানে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার তর্কটি আসলে ঘুরপাক খাচ্ছে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহ' এবং রাষ্ট্রধর্ম ইস্যুতে। যারা বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন বা দাবি জানান, তারা এই দুটি বিষয়ে বাইরে অন্য অনুচ্ছেদগুলো বিবেচনায় নেন না। এখন প্রশ্ন হলো, সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহ' ও রাষ্ট্রধর্ম বাদ দেয়া কি সম্ভব?

বাহাত্তরের মূল সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' এবং 'রাষ্ট্রধর্ম' বলে কোনও অনুচ্ছেদ ছিল না। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহ' অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে আরেক সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন।

অবশ্য সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখার আইডিয়াটা যে জিয়াউর রহমানের মাথা থেকে এসেছে, বিষয়টা এমনও নয়। বরং ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনার সময়ই এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন ৩৪ সদস্যের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য এ কে মোশাররফ হোসেন আকন্দ (ময়মনসিংহ ৬, জাতীয় পরিষদ ৮১)। যদিও গণপরিষদ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে বিসমিল্লাহ যুক্ত করেন। (অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, বাংলাদেশের সংবিধান নানা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১১৭)।

অর্থাৎ দুজন সামরিক শাসকই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সুদৃষ্টি বা অনুকম্পা পাওয়ার জন্য যে দুটি ধর্মীয় বিষয় সংবিধানে যুক্ত করেছেন সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধন করে অনেক বিষয় যুক্ত ও বিযুক্ত করা হলেও কোনও সংসদই সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম বাতিলের সাহস দেখায়নি। এমনকি সর্বোচ্চ আদালত পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনী অবৈধ বলে রায় দিলেও বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্মের ব্যাপারে কিছু বলেননি। মানে এগুলো সংবিধানে বহাল রয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে, সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম যুক্ত করার সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছিলেন দেশের ১৫ জন বরেণ্য ব্যক্তি। এর ২৩ বছর পরে ২০১১ সালের ৮ জুন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রুল জারি করেন। কিন্তু রুল জারির প্রায় পাঁচ বছর পরে ২০১৬ সালের ৮ মার্চ হাইকোর্টের আরেকটি বেঞ্চ রিট আবেদনটি সরাসরি খারিজ করে দেন।

রাষ্ট্রধর্ম ইস্যুতে আওয়ামী লীগের অবস্থানও পরিষ্কার। ২০১১ সালের ২৭ এপ্রিল সংসদ ভবনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটির বৈঠক শেষে গণভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে (ওই সংবাদ সম্মেলনে এই লেখকও উপস্থিত ছিলেন) দলের সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'মানুষের ধর্ম থাকলেও রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকা উচিত নয়।' তিনি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'এখানকার সমস্যা হচ্ছে যাদের ধর্মে-কর্মে মন নেই, তারাই বেশি বেশি ধর্মের কথা বলেন। তবে ধর্ম বিষয়ে মানুষের অনেক আবেগও জড়িত। কাজেই রাষ্ট্রধর্মের বিষয়টি সংবিধান থেকে বাদও দেওয়া যাবে না।'

এখন প্রশ্ন হলো, ২০১১ সালে রাষ্ট্রধর্মের ব্যাপারে যেখানে দলের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন সভানেত্রী শেখ হাসিনা, সেখানে ১১ বছর পরে এসে কেন আইনমন্ত্রী বলছেন যে তাদের মধ্যে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা আছে? এটি কি শুধুই সাংবাদিকদের প্রশ্নের কৌশলগত জবাব নাকি সত্যি সত্যিই এই ইস্যুতে আওয়ামী লীগের অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে? রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করে সংবিধানকে ধর্মীয় আঁচড়মুক্ত করার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ কি কোনও চাপের মধ্যে রয়েছে? আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে যখন রাজনীতির মাঠ গরম হচ্ছে এবং নিত্যপণ্যের দাম, অর্থনৈতিক সংকট, নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারসহ নানা ইস্যু নিয়ে সরকার যখন চাপে আছে, সে মুহূর্তে রাষ্ট্রধর্ম ইস্যুতে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে যে পরিস্থিতি আরও বেশি নিজেদের প্রতিকূলে নেবে নাড়ুসেটি বোঝাই যায়।

কিন্তু তারপরও ধরা যাক রাষ্ট্রধর্ম ইস্যুতে আওয়ামী লীগের চিন্তায় সত্যিই পরিবর্তন এসেছে এবং তারা সংবিধান সংশোধন করে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করে দিলো। এরপর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হবে, সেটিও না হয় তারা মোকাবিলা করলো। কিন্তু তারপর কী হবে? দেশের মানুষ অনেক বেশি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যাবে?

সংবিধান সংশোধন করে মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ বানানো *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

প্রধানমন্ত্রী কি সত্য তথ্য পাচ্ছেন?

নাদীম কাদির

করোনা মহামারিতে পৃথিবীর অনেক কিছুই বদলে গেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হয়েছে আমাদের, আমরা যারা মানুষ বলে পরিচিত। আমি জানি না এটি কি নতুন নাকি এতদিনের সুপ্ত থাকা কোনও রূপ। দেখছি অনেক ভালো মানুষ আর অন্যদিকে 'নতুন রূপী' কিছু মানুষ।

কিন্তু পরিবর্তন দেখছি বেশ কিছু। অনেকের রাজনৈতিক পরিচয় একটু পরিবর্তনের পথে। কারণ, ভয় পাচ্ছেন সরকার পরিবর্তন হলে যেন নতুন ভাষায় কথা বলতে পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তারা যেন নতুন করে সরকার বা ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন।

গত ১৫ বছর ধরে দেখছি কত মানুষের কত ধরনের ভেলকিবাজি। পুরো দেশটি যেন শুধু আওয়ামী লীগ মনোভাবের মানুষ। অনেকেই বিএনপির খুব ঘনিষ্ঠ। তারপরও গত ১৫ বছরে নিজেদের আওয়ামী লীগ চিন্তাধারার মানুষ হিসেবে পুরনো আওয়ামী লীগের মানুষদের সরিয়ে স্থান করে নিয়েছে।

তাদের কী দোষ। তারা তো চেষ্টা করেই আমদানি করা 'তেল' না খাঁটি 'বাঙালি তেল' ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ হয়েছে। আবার অনেকেই টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগ হয়েছেন বলে প্রায়ই শোনা যায়।

এক আমলা যিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে আপত্তিকর কথা বলেছেন। তিনি সিনিয়র সচিব হওয়ার পরও আরও গুরুত্বপূর্ণ চেয়ার দখল করে রেখেছেন দেশের বাইরে।

আরেকজন যাদের পুরো পরিবার পাকিস্তানিদের দোসর ছিল এবং বিএনপিপন্থি, তিনি অনেক অপরাধ করে ওএসডি হন। বর্তমানে তিনিও এখন গুরুত্বপূর্ণ পদে ফিরে গেছেন। কী করে সম্ভব এভাবে খাল কেটে কুমির আনা? তৃতীয় জন বিএনপি ক্ষমতায় আসে ২০০১ সালে তখন বঙ্গবন্ধুর ছবি জোর করে নামিয়ে ফেলেন। গত কয়েক বছর আগে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং হাস্যকর হলেও সত্যি তিনি ক্ষমতাসীন দলের একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে বিদেশ যান।

আজকে বিএনপি যে হুংকার দিচ্ছে তাদের বড় শক্তিটা হলো সুবিধাবাদীদের জন্য। সরকার বেশ কিছু কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়েছেন। এতে হীতে বিপরীত হচ্ছে বলে আমি মনে করি। তাদের বিষয়ে সরকার কোনও কিছু ব্যাখ্যা না দিয়েই সিদ্ধান্ত কার্যকর করছেন।

এতে তারা মানুষের সহানুভূতি পাচ্ছেন। আর সরকার পরিবর্তন হলে আবার সুবিধাজনক পদে আসীন হবেন। আমি মনে করি তাদের ওএসডি করে রাখা যেতো এবং এটা নিয়ে কোনও আলোচনা হতো না।

দেশি-বিদেশি অনেকে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ। কারণ, রাজনীতি 'গুণ্ডামি' না বলে তারা মন্তব্য করেছেন। 'ক্ষমতার গরম' ভালো না বলেছেন অনেকেই। আমি মনে করি ভদ্র ভাষা যা শান্তির রাজনীতির বাতাস আসার সুযোগ করে দেবে সেসব শব্দ ব্যবহার করাই ভালো।

সাংবাদিক হিসেবে আজও আমি রাস্তার পাশে চায়ের টংঘরে বসে শুনি সাধারণ মানুষ কী বলছেন। রিকশাওয়ালার সঙ্গে বা সিএনজি অথবা উবার চালকদের সঙ্গে আলাপ করি তাদের ভাবনা জানতে এবং তাদেরও এই হুংকার পছন্দ না। তারা মনে করেন বিএনপি আর আওয়ামী লীগ মার্জিত ভাষায় কথা বলবেন, যা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে শক্তিশালী করবে। নেতারা কঠোর ভাষায় কথা বললে তাদের কর্মীরা অতি উত্তেজিত হয়ে 'রক্তারক্তি খেলা' শুরু হতে পারে।

আগামী ১০ ডিসেম্বর নিয়ে মানুষের মনে আতঙ্ক। এর মূল কারণ নেতাদের আক্রমণাত্মক ভাষণ। যেখানে তারা শান্তিপূর্ণ রাজনীতির কোনও আভাস পাচ্ছে না। পাচ্ছেন আরেক দফা রক্তাক্ত রাজনীতির প্রতিধ্বনি।

আওয়ামী লীগকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, দলটি প্রায় ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। এতে ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি ধীরে ধীরে তাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। মানুষ সহজেই গুজব বা ব্যাপক দুর্নীতির মতো ঘটনা বিশ্বাস করছে। জনসভার মাঠ নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন ছিল না।

বহু মানুষ ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে আমাকে বলছেন, তারা শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ রাস্তা, ব্রিজ, বিশেষ করে পদ্মা ব্রিজ উপহার দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ এবং কোভিড-১৯-এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। এর ওপর দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি তাদের জীবনকে কষ্টের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তাই তারা আওয়ামী লীগের ওপর ক্ষিপ্ত।

দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নামে চাঁদাবাজি, জমি দখল এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করেছেন। জনগণের ভেতর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা অনেকেই তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। আমার এলাকার এমপি সাহেব অনেক অন্যায় করাতে আর এলাকার মানুষের জন্য তেমন কিছু না করায় তার এবার নির্বাচিত হওয়া খুবই কঠিন।

আমি ঘুরে ঘুরে মানুষের মতামত নিয়েছি। প্রায় সবাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। "ডিজিটাল বাংলাদেশ" ব্রিজ, রাস্তা করা এবং ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়া অন্যতম। অর্থনীতি এবং বিদ্যুৎ খাতে যে অবদান রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী তা ম্লান হয়ে গেছে ব্যাংক ডাকাতি, বিদেশে টাকা পাচার হওয়া এবং কিছু দিন জ্বালানি সংকটের কারণে।

সাধারণ মানুষ করোনার প্রভাব, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব বোঝে না। আর বিদ্যুৎ কেলেঙ্কারি কেন হলো তা অজানায় থেকে গেলো। জনগণ মনে করছে এটা সরকারের গাফিলতি।

বিএনপি আর তাদের সব দল অনলাইনে প্রচার করে যাচ্ছে নিয়মিত। যা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে আর সরকারের পক্ষ থেকে যা বলা হচ্ছে তা বিশ্বাস করছে না। বিরোধীরা ভুল তথ্য দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষে কোনও ক্যাম্পেইন আমার চোখে পড়েনি। টেলিভিশন টকশোতে ক্ষমতাসীন দলের ব্যক্তিরা বারবার পুরনো ইতিহাস টেনে আনছেন, যা সাধারণ মানুষ পছন্দ করে না।

সাধারণ ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে এমন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলে বিরোধীদের মোকাবিলা করতে তারা অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন।

মানুষের কাছে ২০১৮-এর নির্বাচনের ব্যাপারে মহা আপত্তি আছে। কারণ, বিরোধী শিবির তাদের ভালোভাবে ব্রেইন ওয়াশ করেছে। অনেকে যারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিতে বিশ্বাস করেন তারাও অসন্তুষ্ট।

এর পেছনে একটা বড় কারণ হলো, মানুষ প্রশ্ন করছে যে যারা অপরাধ করেছে তাদের কঠোর শাস্তি হচ্ছে না, মানে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবই জানেন এবং বোঝেন, তবু কিছু কথা বলতে চাই।

প্রথমত, জনসভায় লোক সংখ্যা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। কারণ, আমার অভিজ্ঞতায় জনসভা থেকে জনপ্রিয়তা যাচাই করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, কঠিন সময় বড় বিপদ হবে যারা লাভের জন্য বা জান বাঁচানোর জন্য নব্য আওয়ামী লীগ হয়েছেন বা হাইব্রিড। সময় হলেই তারা পুরনো ঘরে ফিরে যাবেন আর অস্থায়ী ঘরে হানা দেবেন।

তৃতীয়ত, আমাদের দেশে "মীর জাফর" আর "অকৃতজ্ঞ" মানুষের অভাব নেই। তাদের ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার।

আরেকটা ব্যাপার হলো, আমাদের স্মৃতিশক্তি কম। কাজ হয়ে গেলেই আমরা উপকারীর কথা ভুলে যাই। কেউ ভালো করলে আমাদের ভালো লাগে না; বরং তাকে কী করে নামিয়ে ধ্বংস করতে হবে এই সুযোগই খুঁজতে থাকি। আমি ভুক্তভোগী, তাই বিশেষ করে বললাম।

এই ধরনের মানুষ শুধু রাজনীতি না, বরং সব ধরনের পেশাতেই আছেন। সুতরাং সতর্ক হোন।

মুক্তিযুদ্ধ প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ের কাছের এবং সেই স্নেহ আমার মতো অনেকেই পেয়েছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অনেক বিষয়ে অবহেলায় পরিণত হয়েছে। কেন তার নির্দেশনা উপেক্ষা করা হচ্ছে। এরা কি রাজাকার না পাকিস্তানিদের প্রেতাত্মা? এদের ব্যাপারেও ব্যবস্থা নিন। কেউটে সাপের মতো যেকোনও সময় আঘাত হানবে।

নাদীম কাদির জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও সম্পাদক, "রক্ত ধারা ৭১" ওয়েব পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন এর সৌজন্যে

১৬ই ডিসেম্বর

মহান বিজয় দিবস ২০২২

বিজয়ের ৫১ বছর

সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা

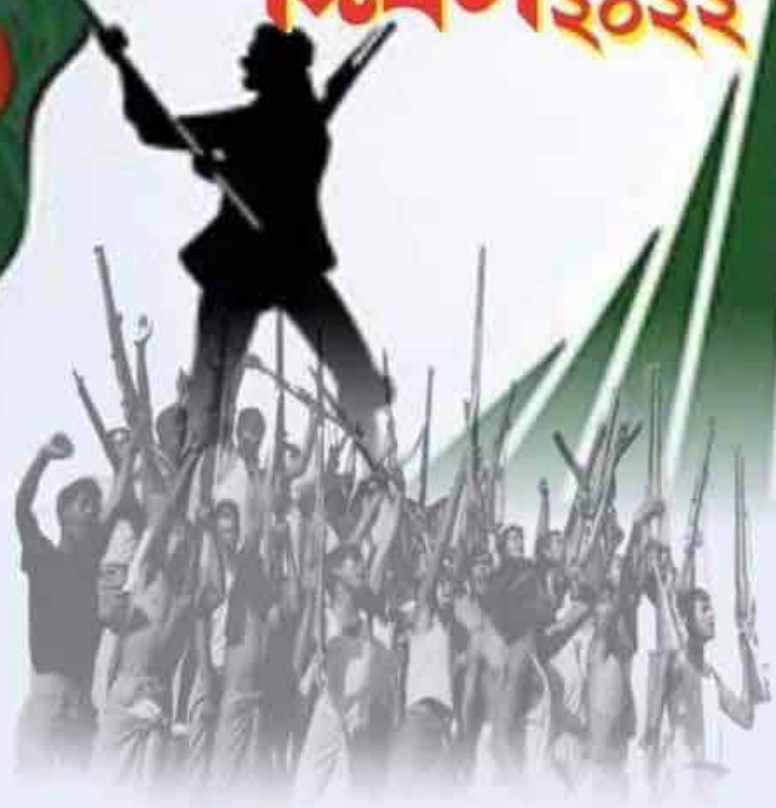

মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদদের প্রতি জানাই

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

মোহাম্মদ এন. মজুমদার

মাস্টার অব 'ল' নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টশীয়াল লাইফ টাইম এসিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত

হৃদরোগীরা শীতে কী করবেন?

শীতের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের ব্যথা ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায়। শীতের প্রভাবে রক্তচাপের পরিমাণ ১২ থেকে ১৮ মিলিমিটার বাড়তে পারে। এমনকি রক্তনালি সংকুচিত হওয়ার ফলে রক্তচাপও বাড়ে।

করণীয় : শীতে হৃদরোগীদের জন্য শরীরচর্চা অবশ্যকর্তব্য। তবে তীব্র ঠান্ডায় হাঁটা যাবে না। বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায় সূর্যের আলো ফুরিয়ে যাওয়া আগে হাঁটতে যাওয়া ভালো। শরীরের তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখতে ঘরের ভেতরে বেশি সময় পার করা উচিত। অন্যান্য শীতের কাপড়ের পাশাপাশি হাত ও পায়ে মোজা পরতে হবে। গোসল করতে হবে হালকা গরম পানি দিয়ে।

একবারে ভারী আহার সব বয়সেই হৃদযন্ত্রে বাড়তি চাপ ফেলে। তাই স্বাস্থ্যকর খাবার কম পরিমাণে নিয়ে কয়েকবারে খেতে হবে। পানি ও লবণ গ্রহণের মাত্রায় নজর রাখতে হবে। যে কোনো পরিস্থিতির জন্য পরিবারের বাকি সদস্যদের প্রস্তুত থাকতে হবে। রোগীর বুকে অস্বস্তি, ঘাম, হাঁসফাঁস অনুভূতি, ঘাড়, কাঁধ কিংবা চোয়ালে ব্যথা, পায়ের তলায় ঘাম ইত্যাদি সমস্যাকে অবহেলা করা যাবে না। শীতের প্রকোপে হার্টের অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন শুরু হতে পারে। যার ফলে তাৎক্ষণিক মৃত্যুও অস্বাভাবিক নয়। পেট ভরে খাওয়ার পর ঠান্ডা আবহাওয়ায় হাঁটাহাঁটি করলেও অ্যানজিনার ব্যথা শুরু হয়ে যায়। সুস্থ-সবল মানুষরা সহজে ঠান্ডাজনিত এসব পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। কিন্তু যারা শারীরিকভাবে দুর্বল, তারাই বেশি আক্রান্ত হন। - ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

ঠান্ডায় বাড়ছে মাথাব্যথা

শীতে মাথাব্যথায় ভোগেন অনেকেই। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই আছেন ভুক্তভোগীর তালিকায়। মাইগ্রেন, সাইনাস ও পানি কম খাওয়ার কারণে শীতে মাথাব্যথা হতে পারে। কিছু সচেতনতা পারে এ যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে। পরামর্শ দিয়েছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের নিউরো রেডিওলজিস্ট ডা. হেমন্ত রায় চৌধুরী

কেন হয় : প্রথমেই মাথাব্যথা কেন হচ্ছে কারণ খুঁজে বের করতে হবে। মাইগ্রেনের প্রধান লক্ষণ মাথার একপাশে ব্যথা শুরু হয়ে ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে। মাথাব্যথার সঙ্গে বমিভাব, বমি হওয়া, মাথা ঘোরানো ও চোখে ঝাপসা দেখার মতো উপসর্গ থাকতে পারে। বেশি আলো এবং উচ্চশব্দে কষ্ট হওয়াও মাইগ্রেনের লক্ষণ। শীতে সাইনাসের সমস্যা বাড়ে। সেখান থেকেও মাথ াব্যথা হতে পারে। এ ছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় পানি কম পান করা বা কম ঘুমের কারণেও শীতে মাথাব্যথা বাড়তে পারে। শীতে দিনের দৈর্ঘ্য কমে যায়। রোদে কম থাকার কারণে শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে।

কী করবেন : শুরুর দিকে মাথাব্যথার কারণ খুঁজে বের করে কারণগুলো এড়িয়ে চলতে পারাটাই নিরাপদ চিকিৎসা। রোগীকে সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে কী কী কারণে ব্যথা হচ্ছে। এ জন্য ডায়েরি ব্যবহারের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

অত্যধিক পেটব্যথা কী করবেন

অত্যধিক পেটের ব্যথাকে সংক্ষেপে আইবিএস বলা হয়। এই রোগে পেট বেশি স্পর্শকাতর হয় বলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল থাকে। এতে প্রতি ১০০ জন পুরুষের মধ্যে ২০ দশমিক ৬ জন এবং প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে ২৭ দশমিক ৭ জন আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

কারণ

* খাদ্যনালির অতি সংবেদনশীলতা। * পরিপাকতন্ত্রের নড়াচড়ার অস্বাভাবিকতা। * অন্ত্র থেকে মস্তিষ্কে পাঠানো বার্তায় ত্রুটি। * স্নায়ুর চাপ ও দুশ্চিন্তা। * খাদ্যাভ্যাস। * অন্ত্রের প্রদাহ ও সংক্রমণ। * নারীদের মাসিক চক্রের সঙ্গে হরমোন নিঃসরণ। * মাদক গ্রহণ। * বংশগত কারণ। * পেটের যেকোনো অপারেশন। * দীর্ঘকাল অ্যান্টিবায়োটিক সেবন।

উপসর্গসমূহ : পেটব্যথা, পেট ফাঁপা, পায়খানার সঙ্গে আম যাওয়া, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ডায়রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমন্বয় ইত্যাদি। কোনো রোগীকে আইবিএস হিসেবে শনাক্ত করতে হলে এই লক্ষণগুলোর অন্তত দুটি লক্ষণ তিন মাস পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে হবে।

এ ছাড়া অন্য যেসব লক্ষণ থাকতে পারে সেগুলো হলো: পেটে অত্যধিক গ্যাস ও শব্দ, বুকজ্বালা, বদহজম, পায়খানা সম্পূর্ণ না হওয়া, পেটে ব্যথা হলে টয়লেটে যাওয়ার খুব তাড়া, পেটে ব্যথা হলে পাতলা পায়খানা হওয়া, শারীরিক অবসাদ ও দুর্বলতা, মাথা, পিঠ বা কোমরে ব্যথা, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, নারীদের ক্ষেত্রে মাসিক চলাকালীন অথবা মিলনের সময় ব্যথা।

পরীক্ষা : এই রোগ উপসর্গের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়। রোগীর বয়স ও সুনির্দিষ্ট লক্ষণের ওপর নির্ভর করে এক বা একাধিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। ৪০ বছরের কম বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে লক্ষণের ওপর নির্ভর করে রোগ শনাক্ত করা যায়। বয়স ৪০ বছরের উপরে হলে কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। তবে আইবিএস রোগীর ক্ষেত্রে এসব পরীক্ষার ফলাফল স্বাভাবিক থাকবে। পরীক্ষাগুলো হলো:

রক্ত ও মল পরীক্ষা, পেটের এক্স-রে, বেরিয়াম এনেমা ও কোলোনোস্কপি।

চিকিৎসা ও করণীয়

আইবিএস ঝুঁকিপূর্ণ, সংক্রামক এমনকি বংশগত রোগ নয়। এ রোগ অন্ত্রের ক্যান্সার কিংবা অন্য কোনো ক্যান্সারের কারণও নয়।

মাশরুম কি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী?

মাশরুম অনেকেরই পছন্দের । মাশরুমে যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, তা বিভিন্ন ডাল বা শাকসবজির চেয়ে অনেকটাই বেশি। এ ছাড়াও মাশরুমে যথেষ্ট পরিমাণ ফাইবার থাকায় এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করে। ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাশরুমে রয়েছে বিটা গ্লুকান নামক এক ধরনের ফাইবার, যা কোলেস্টেরলের সমস্যা দূর করে এবং হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। এই বিটা গ্লুকান ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। পাশাপাশি টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমায়।

বয়সের ভারে হাড় দুর্বল? শক্তিশালী করতে কী খাবেন

বয়স বাড়লেই হাড়ের সমস্যা দেখা দিতে থাকে। বিশেষ করে নারীদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি হয়। চিকিৎসকদের কথায়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাড় দুর্বল হতে থাকে। হাড়ের এই বিশেষ রোগটিকে অস্টিওপোরেসিস বলা হয়। এই সমস্যায় হাড়ের ভিতরে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের ঘনত্ব কমে যেতে থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হাড়ের সমস্যার পেছনে মুলত জিন ও পুষ্টির অভাব দায়ী। এর মধ্যে পুষ্টির অভাবই বেশিরভাগ নারীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিশেষজ্ঞদের কথায়, অস্টিওপোরোসিস হঠাৎ করে হয় না। রোগটি অনেক আগে থেকেই ধীরে ধীরে শরীরে বাসা বাঁধে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ৫০ বছরের পর অনেক নারীই এই সমস্যার সম্মুখীন হন। তবে কম বয়স থেকে খাওয়াদাওয়ার কিছু নিয়ম মানলে এই সমস্যা এড়ানো যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিনের খাবারে কিছু পুষ্টিগুণ থাকলে হাড়ের রোগ এড়ানো সহজ হয়। যেমন-

ক্যালসিয়াম: হাড় মজবুত করার অন্যতম প্রধান খনিজ পদার্থ হল ক্যালসিয়াম। এটি হাড় মজবুত করে। পাশাপাশি হাড়ের ঘনত্বও বাড়ায়। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ক্যালসিয়ামের মাত্রা যথেষ্ট থাকা উচিত। এর জন্য বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়া যেতে পারে। গরু ও ছাগলের দুধ, পনির ও দই ক্যালসিয়ামের সমৃদ্ধ উৎস।

ভিটামিন: হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়ার পিছনে ভিটামিনের অভাবও কিছুটা দায়ী। তাই প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় ভিটামিন সি, ই ও কে রয়েছে এমন খাবার রাখা উচিত। এর জন্য পালং শাক ও বাঁধাকপি, খাওয়া ভালো। এগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ থাকে।

জিঙ্ক: বিভিন্ন ধরনের বাদাম যেমন-কাঠবাদাম, আমন্ড ও কুমড়া বীজে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকে। এই খনিজ পদার্থটি হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে। ওজন কমানোর জন্য অনেকেই চিয়া বীজ খান। চিয়া বীজেও প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকে।

ফোলেট: হাড় মজবুত করার অন্যতম উপাদান হল ফোলেট। বেশ কয়েকটি সবজি যেমন ব্রকলি, ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে ফোলেট থাকে। তাই এগুলি নিয়মিত ডায়েটে রাখা ভালো।

ফর্টিফায়েড ফুড: ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি হাড় গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান খনিজ পদার্থ। বিভিন্ন সুপারমার্কেটে এই দুটি খনিজ সমৃদ্ধ পাঁউরুটি, দুধ, বেসন, কমলালেবু শরবত পাওয়া যায়। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এগুলি রাখলে অস্টিওপোরোসিসের আশঙ্কা অনেকটাই এড়ানো যায়।

ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা একটি মানসিক সমস্যা। যদিও এ সমস্যার প্রধান লক্ষণ মন খারাপ থাকা, তবে মন খারাপ থাকা মানেই বিষণ্নতা নয়। এটি মন খারাপের চেয়ে কিছু বেশি। মন খারাপ সাধারণ একটি মৌলিক আবেগ, আর বিষণ্নতা হচ্ছে সেই আবেগের অস্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। মন খারাপের জন্য বেশির ভাগ সময় কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু বিষণ্নতার কারণ সবসময় পাওয়া নাও যেতে পারে। মন খারাপ ক্ষণস্থায়ী আর বিষণ্নতা দীর্ঘমেয়াদি। বিষণ্ন হলে কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যায়, কিন্তু মন খারাপ হলে কর্মক্ষমতা তেমন প্রভাবিত হয় না। মন খারাপের কোনো চিকিৎসা লাগে না, অন্যদিকে বিষণ্নতার চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ মন খারাপ কোনো রোগ নয়, কিন্তু বিষণ্নতা একটি মানসিক রোগ। বিষণ্নতার কারণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, শিক্ষাগত, পেশাগত ও সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্বাভাবিক কর্মতত্পরতা ব্যাহত হয়।

বিষণ্নতা কেন হয় :

বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার পেছনে নানা কারণ থাকে, নির্দিষ্ট কোনো কারণ এক্ষেত্রে দায়ী নয়। দেখা যায় হয়তো একজন যে কারণে বিষণ্নতায় ভুগছেন, সেই একই কারণে আরেকজনের বিষণ্নতা হলো না। তাই সরাসরি কারণ না বলে বিষণ্নতার ঝুঁকি হিসেবে যেসব বিষয়কে চিহ্নিত করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

১. বংশগতি বা জেনেটিক কারণ
২. বিষণ্নতার পারিবারিক ইতিহাস
৩. নারীদের মধ্যে বিষণ্নতার হার পুরুষদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ
৪. আগে কখনো বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়া
৫. দরিদ্র, গৃহহীন, ঋণগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিষণ্নতার ঝুঁকি বেশি
৬. শৈশবে বাবা-মা হারানো, বাবা-মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন পরবর্তী জীবনের বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়
৭. দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক রোগে (যেমন ব্রেন স্ট্রোক, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার) আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিষণ্নতার ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে বেশি
৮. মাদকাসক্তি বিষণ্নতার অন্যতম কারণ
৯. প্রসবোত্তর, মাসিক চলাকালীন ও মেনোপজের পর বিষণ্নতা হওয়ার ঝুঁকি বেশি
১০. পারিবারিক সহিংসতা, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন বিষণ্নতার অন্যতম ঝুঁকি

এছাড়া জলবায়ুর পরিবর্তন, দুর্যোগ, অপরিকল্পিত নগরায়ণ আর মানুষের জীবনাচারের পরিবর্তনও বিষণ্নতার অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত বিগত দুই বছরে কভিড অতিমারীকালে বিশ্বজুড়ে বিষণ্নতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। মানসিক চাপ নিয়ে কাজ করতে হয় এমন পেশাজীবীদের মধ্যে বিষণ্নতার হার বেশি

কাদের হয়?

যে কারো বিষণ্নতা হতে পারে। যেকোনো বয়সেই হতে পারে। তবে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সীরা বিষণ্নতার জন্য বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে গবেষণায় দেখা গেছে। বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ সালের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মাঝে প্রায় ৭ শতাংশের বিষণ্নতা রয়েছে।

বিষণ্নতার সাধারণ লক্ষণ

১. কমপক্ষে দুই সপ্তাহজুড়ে দিনের বেশির ভাগ সময় মন খারাপ থাকা
২. আগে যেসব কাজ বা বিনোদন ভালো লাগত এখন সেগুলো ভালো না লাগা
৩. খিটখিটে মেজাজ, হঠাৎ রেগে যাওয়া
৪. মনোযোগ কমে যাওয়া, ক্লান্তি বোধ করা, ভুলে যাওয়া
৫. ঘুমের সমস্যা, যেমন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়া বা কখনো বেশি ঘুম
৬. রুচির সমস্যা, যেমন খেতে ইচ্ছে না করা, খিদে না থাকা বা বেশি খাওয়া
৭. ওজন কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া
৮. যৌনস্পৃহা কমে যাওয়া
৯. নিজেকে অপরাধী, ছোট ভাবা
১০. মৃত্যুচিন্তা করা, আত্মহত্যার চেষ্টা করা
১১. শারীরিক লক্ষণ যেমন মাথাব্যথা, মাথায় অস্বস্তি, মাথা-শরীর-হাত-পা জ্বালা করা, গলার কাছে কিছু আটকে থাকা, শরীর ব্যথা, গিঁটে গিঁটে ব্যথা, বুক জ্বালা, বুকে ব্যথা

মুরগির শাহী রোস্ট

খুব সহজেই তৈরি করতে পারেন মুরগির শাহী রোস্ট। খেতে পারেন পোলাও কিংবা বিরিয়ানির সঙ্গে।

উপকরণ: মুরগির মাংস ১৩০০ গ্রাম, লবণ স্বাদমতো, গরুর দুধ ১.৫ কাপ, জাফরান অল্প, গুঁড়া দুধ ৪ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম পেস্তাবাদাম বাটা ১/২ কাপ, পস্ত দানা ১/২কাপ, টমেটো সস ১ টেবিল চামচ। টক দই ২/৩ কাপ, পেঁয়াজবাটা ১/২কাপ, রশুন বাটা-আদা বাটা ১.৫ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়া ১/২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ১/২ কাপ, ঘী ৩ টেবিল চামচ , তেজপাতা ২ টা, পেয়াজ কুচি ১ কাপ, মরিচ ৭/৮ টা, কিসমিস ১ টেবিল চামচ, চিনি সামান্য, কেওড়ার জল ১ টেবিল চামচ, পেয়াজ বেরেস্তা ১/২ কাপ। এছাড়া ৩ টা, সবুজ এলাচ ৫/৬ টা, কালো এলাচ ২ টা, আস্ত গোলমরিচ ১ চা চামচ, জয়ফল ১ টা, জয়ত্রী ১ টা, শাহী জিরা ১/২ টেবিল চামচ সব উপকরণ একসাথে বেটে নিতে হবে।

প্রণালি: মুরগি মাংস মরিচ গুঁড়ো এবং লবণ দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার একটি পাত্রে গরুর দুধের সাথে গুঁড়া দুধ আর জাফরান মিশিয়ে রেখে দিতে হবে আধা ঘণ্টার জন্য। ওপর দিকে রোস্ট এর মসলা তৈরীর জন্য একটি পাত্রে প্রথমে গরম মসলা বাটা গুলো নিয়ে নিতে হবে, এরপর টক দই, পোস্তদানা বাটা, পেয়াঁজ এবং আদা রসুনবাটা, মরিচ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়া এবং স্বাদমতো লবণ সব একসাথে ভালোমত মেখে নিতে হবে। এবার একটি পাত্রে সয়াবিন তেল দিয়ে তাতে এলাচ, পেয়াঁজ কুচি এবং তেজপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে যতক্ষণ না পেয়াঁজ কুছি লাল হয়ে আসছে। পেঁয়াজকুচি লাল হয়ে আসলে তাতে রোস্ট এর জন্য তৈরী করা মসলাটি দিয়ে দিতে হবে এবং ততক্ষন প্রযন্ত রান্না করতে হবে যতক্ষণ না পানি ভাব টা কমে গিয়ে তেল উঠে আসছে।৫/৬ মিনিট কসানো হয়ে গেলে এতে দুধের মিশ্রণ টা দিয়ে দিতে হবে এতে করে রোস্ট এর শাহী ফ্লেবার টা আসবে।

১০/১৫ মিনিট এভাবে চুলায় ততক্ষন রান্না করতে হবে যতক্ষণ না মাংসের মসলা পুরোপুরি কষানো হয়ে যাচ্ছে। মসলা কষানো হয়ে গেলে এতে বাদামের বাটা এবং টমেটো সস দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে তারপর ভেজে রাখা মাংসগুলো দিয়ে রান্না করতে হবে। সবশেষে এতে দিতে হবে স্বাদমতো চিনি আর ঘী। এরপর ৩/৪ মিনিট দমে রেখে কেওড়ার জল দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে কিসমিস দিয়ে পরিবেশণ করলেই তৈরী হয়ে যাবে শাহী রোস্ট।

আচারি খিচুড়ি

উপকরণ:পোলাওয়ের চাল ৪ কাপ, মসুরের ডাল ২ কাপ, পেঁয়াজ ১ কাপ, তেল আধা কাপ, আদা ২ টেবিল চামচ, রসুন ২ টেবিল চামচ, জিরা ১ টেবিল চামচ, ধনে ১ চা-চামচ, হলুদ ১ চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ২ টেবিল চামচ, যেকোনো আচার আধা কাপ, রসুনের কোয়া খোসাসহ ১০১২টি, এলাচি ৬টি, দারুচিনি ২ টুকরা, তেজপাতা ২টি, কাঁচা মরিচ ৭৮টি, পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ, পানি ৮ কাপ।

প্রণালি: প্রথমে পেঁয়াজ, তেল, আদা, রসুন, জিরা, ধনে, হলুদ, মরিচ, গরমমসলা সব হাতে মেখে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিন। ১০ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না করুন। এবার ধুয়ে পানি ঝরানো চাল, ডাল ঝোলে দিন। নেড়েচেড়ে ভাজুন ১ মিনিট। তারপর ৭ কাপ গরম পানি দিয়ে উচ্চ তাপে রান্না করুন। পানি ফুটে উঠলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কম আঁচে রান্না করুন কিছুক্ষণ। যখন দেখবেন পানি মাখা মাখা হয়ে চাল প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে, আচার দিন। হালকা হাতে আচার ভালো করে মিশিয়ে ওপরে কাঁচা মরিচ আর রসুনের কোয়া দিয়ে দিন। একটা তাওয়ায় হাঁড়ি রেখে ১০ মিনিট দমে রাখুন। ১০ মিনিট পর খিচুড়ির ওপর বেরেস্তা ছিটিয়ে চুলা থেকে নামান। ৫১০ মিনিট পাতিলেই রাখুন। খোসাসহ রসুনের ভেতরটা এ সময় সেদ্ধ হয়ে নরম হয়ে যাবে। গরম গরম পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ডিমের মালাইকারি

বাসায় সব সময় মাছ বা মাংস না থাকলেও ডিম তো থাকেই! প্রোটিনের পাশাপাশি এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি৬ ও ভিটামিন বি১২ রয়েছে।

উপকরণ: ডিম- ৪টি, পেঁয়াজ বাটা- ২ চা চামচ, রসুন বাটা- ১ চা চামচ, আদা বাটা- ১/২ চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়ো- ১ চা চামচ, বাদাম বাটা- ২ চা চামচ, নারিকেল দুধ- ১/২ কাপ, লালমরিচের গুঁড়ো- ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো- ১ চা চামচ, টমেটো কুঁচি- ১/২ কাপ, তেল- ৩ চা চামচ

লবণ- স্বাদ অনুযায়ী, কাঁচামরিচ বাটা- ১ চা চামচ, টেলে রাখা জিরা গুঁড়ো- ২ চা চামচ, গরম মসলার গুঁড়ো- ১ চা চামচ, ধনেপাতা- সাজানোর জন্য

প্রণালী : প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিয়ে দুই ভাগ করে কেটে আলাদা পাত্রে তুলে রাখুন। একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা ও আদা বাটা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে দিন। একটু পানি যোগ করতে পারেন যাতে মসলাগুলো না পুড়ে যায়! এবার এতে লবণ, হলুদ গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, টমেটো কুঁচি ও কাঁচামরিচ বাটা দিয়ে দিন। মাঝারী আঁচে সময় নিয়ে সব মসলাগুলো একসাথে ভুনা করে নিন। মসলা কষানো হয়ে গেলে এতে নারকেল দুধ ও বাদাম বাটা মিশিয়ে জ্বাল দিন। কিছুক্ষণ পর ঝোল ঘন হয়ে আসবে। তারপর টেলে রাখা জিরা গুঁড়ো ও গরম মসলার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য মালাইকারি হালকা আঁচে দমে রাখুন। ঝোল মাখামাখা হয়ে আসলে ডিমগুলো দিয়ে দিন। উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করে নিন মজাদার ডিমের মালাইকারি!

ভিন্ন স্বাদে বাঁধাকপি

উপকরণ : বাঁধাকপি ১টি (কাটা), সরিষার তেল প্রয়োজনমতো, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, চালের গুঁড়া ১০০ গ্রাম, ময়দা দুই টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া সামান্য, মরিচ গুঁড়া সামান্য, ভাজা জিরা গুঁড়া সামান্য।

প্রণালি : প্রথমে বাঁধাকপি পাতলা করে কেটে নিন। তারপর কিছুক্ষণ তাতে মরিচ, লবণ, হলুদ মাখিয়ে রাখুন। এবার একটি পাত্রে চালের গুঁড়া, ময়দা, লবণ, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর ম্যারিনেট করে রাখা বাঁধাকপিগুলো এ মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে ভালো করে টস করে নিন। এবার কড়াইয়ে তেল দিন। তেল গরম হলে অল্প অল্প করে বাঁধাকপিগুলো দিয়ে ভাজতে থাকুন। ভাজা হয়ে গেলে তুলে নিন। গরম ভাতে ডালের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

সব সুবিধা ব্যবসায়ীদের জন্য জনগণের জন্য কী?

২৪ পৃষ্ঠার পর

এ কারণে কাজ করছে না। যত দিন না ব্যবসায়ীদের স্টক এক্সচেঞ্জমুখী করা যাবে ততদিন 'স্টক এক্সচেঞ্জ' মরা প্রতিষ্ঠানই থেকে যাবে। এছাড়া দেখা যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা সস্তায় ঋণ নিচ্ছেন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ফাইন্যান্স করার জন্য। এটা অর্থমন্ত্রী পছন্দ করেন না বলেই জানি। তিনি এ কথা বহুবার বলেছেন। ব্যাংকের আমানত স্বল্পমেয়াদি অথচ শিল্প ঋণ দীর্ঘমেয়াদি। এতে মিচম্যাচ হয় দায় ও সম্পদের মধ্যে, যা খুবই খারাপ ঘটনা। এ সত্ত্বেও কী করে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ব্যাংকগুলো দিয়ে যাচ্ছে। আগে ছিল বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা। এগুলো এখন নেই। শুনেছি কিছু বিনিয়োগ কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি ফাইন্যান্স দেয়ার চেষ্টা করছে। সরকারের উচিত ওইসবের মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা করে ব্যাংকগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়া থেকে মুক্ত করা। ব্যাংক থেকে বর্তমানে শুধু শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি ঋণই দিতে হয় না, তাদের শিল্প চালু রাখার জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটালেরও জোগান দিতে হয়। এসব করে ব্যাংকের সর্বনাশ হচ্ছে। খবর নিলেই জানতে পারা যাবে। এসব কারণেই সস্তা ঋণের বিপক্ষে আমি। সস্তার তিন অবস্থা। এ তিন অবস্থা ব্যাংকের জন্য, ঋণগ্রহীতার জন্য, দেশের জন্য। এ অবস্থায় অর্থমন্ত্রী কী করবেন, আমাদের জানা দরকার। বোঝা যাচ্ছে এ বিষয়ে সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে নানা মত বিরাজমান। খবরের কাগজ পড়ে অন্তত তাই মনে হয়। সব ক্ষেত্রে মনে হয় প্রধানমন্ত্রীকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে।

ব্যবসায়ীদের সব কথা মানা যে যায় না তা শেষ পর্যন্ত বুঝতে হবে। যেমন মানা যায় না তাদের কর অবকাশের ঢালাও চাহিদা। আইএমএফ বলছে কর রাজস্ব বাড়াতে হবে। এটা আইএমএফকে বলতে হবে কেন? এটা তো সবারই দাবি। রাজস্ব বাড়াতে গিয়ে ঢালাওভাবে বহুগুণে বেড়েছে টিআইএনধারীর সংখ্যা। সংখ্যা অনুপাতে রাজস্ব বেড়েছে কতগুণ তাও বিবেচনা করে দেখা দরকার। যেটা করা দরকার তা হচ্ছে কারা কর দিতে পারেন, অথচ দেন না তাদের ধরা উচিত। দেশে কত সংখ্যক ইউনিয়ন পরিষদ আছে? এসব নির্বাচনে প্রার্থীরা কোটি কোটি টাকা খরচ করেন। তাদের আয়ের উৎস, প্রদত্ত করের খোঁজ করা দরকার। তাহলে অনেক কর পাওয়া যাবে। এদিকে কর অব্যাহতি যেভাবে দেয়া হয়েছে/ হচ্ছে, তা অনেকের মতে অযৌক্তিক। অনেকটা ঢালাওভাবে তা দিতে বাধ্য হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। একটি পত্রিকায় দেখলাম, কেবল ২০১৭-১৮ অর্থবছরেই ব্যাপক কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কৃষি ও ভ্যাট খাতে অব্যাহতি নাকি সবচেয়ে বেশি। বলা হচ্ছে, বছরে কর ছাড়ের পরিমাণ আড়াই লাখ কোটি টাকা। ভাবা যায়, যে দেশে কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ৯-১০ শতাংশ সেখানে কর রেয়াতে যায় আড়াই লাখ কোটি টাকা। আশার কথা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই কর রেয়াতের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। যদি এ খাতে কিছুটা অগ্রগতি দেখানো যায়, তাহলে প্রচুর রাজস্ব বাড়বে এবং তা বাড়া দরকার। এখন ব্যবসায়ীদের দেশের স্বার্থে এগিয়ে আসা উচিত। শুধু 'নিলে' চলবে না, 'দিতে'ও হবে। ড. আরএম দেবনাথ: অর্থনীতি বিশ্লেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। বণিকবার্তা-র সৌজন্যে

বিএনপি কী পেল, কী হারাল

২২ পৃষ্ঠার পর

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

দেশের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখে চলেছেন বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা। তারা যেভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে তৎপরতা চালাচ্ছেন তাতে করে আওয়ামী লীগ ক্রমেই অস্বস্তিকর অবস্থার দিকে এগুচ্ছে। আওয়ামী সরকার সর্বশক্তি দিয়ে কূটনীতিবিদদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ফলাফল উল্টো হচ্ছে। হুমকি ধামকি সমালোচনা করেও রাষ্ট্রদূতদের থামানো যাচ্ছে না। আবার বিএনপির লোকজন রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে যেভাবে দেখা সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলেন সেরকম চেষ্টা তদবির করেও আওয়ামী লীগের কোনো লাভ হচ্ছে না, বরং কোনো রাষ্ট্রদূতের বাসা বা অফিসে আওয়ামী লীগের লোকজন দেখা করতে গেলে তা পত্রিকার শিরোনাম হয় এবং বেশির ভাগ মানুষ দাঁত বের করে কিলবিলিয়ে হেসে গড়াগড়ি দেয়ার চেষ্টা করে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বিএনপি যে কৌশলের জাল পেতেছে তাতে আওয়ামী লীগ ক্রমে ধরা খাচ্ছে। অধিকন্তু বিএনপি যেভাবে চাচ্ছে ঠিক সেভাবে আওয়ামী লীগ উত্তেজিত হচ্ছে এবং বিএনপির প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। সময় যখন আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিল তখন আওয়ামী লীগ ক্রিয়া করত এবং বিএনপি প্রতিক্রিয়া দেখাত। সময়ের বিবর্তনে এবং প্রকৃতির লীলাখেলায় এখন সবকিছু বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের চুরি-চামারির ইতিহাস অনেক লম্বা। কলা-কচু-ডিম-মুরগি-কঙ্কাল থেকে শুরু করে পশুপাখির বিষ্ঠা নাড়ি ভুঁড়ি চুরির বদনামের সঙ্গে নতুন করে খিচুরি চোর পানি চোর বিশেষণ যেভাবে যুক্ত হলো তা বিএনপির ১০ ডিসেম্বরের ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশ না হলে আদৌ হতো কি না তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। শিরোনাম প্রসঙ্গে শুধু একটি কথা বলব, আর তা হলো, বিএনপি জনগণের ভালোবাসা পেয়ে গেছে এবং তাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে মানুষের যে অতীত ক্ষোভ ছিল তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। আর হারানোর কথা যদি বলতে হয়, তবে বলা যায়, বিএনপি নিদারুণভাবে হারিয়েছে- রাজনীতির ময়দানে আওয়ামী লীগকে নিদারুণভাবে হারিয়ে দিয়েছে। এর বাইরে গত প্রায় ১৭ বছর ধরে অর্থাৎ সেই ওয়ান-ইলেভেন থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২২ সাল অবধি তাদের যে হীনম্মন্যতা ছিল তা হারিয়েছে। দৃষ্টিসহ যন্ত্রণাসহ স্মৃতিগুলোও হারিয়েছে এবং ফিনিক্স পাখির মতো নতুন জীবন এবং নতুন পালক নিয়ে রাজনীতির ময়দানে গণতন্ত্রের ঝংকার তুলে চলছে। গোলাম মাওলা রনি সাবেক সংসদ সদস্য। দৈনিক নয়াদিগন্তর সৌজন্যে

অর্ধ-শতাব্দী-উত্তর বিজয় দিবস: প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও বাসনা

২০ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। লাগামহীন দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। অফিসে-আদালতে ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। ঋণ খেলাপিদের দৌরাত্মে সাধারণ নাগরিকদের জীবন দুর্বিষহ। দেশ ছেড়ে আট হাজার মাইল দূরে নিউ অরলিয়েন্সে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কবিতা লিখে প্রবাসী জীবনের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া আমি নিরুপায়। মনে হয় চিৎকার করে বঙ্গবন্ধুর শেষ বছরের কথাগুলো প্রতিধ্বনিত করি আরও কঠিন ও কর্কশ ভাষায়।

"... প্রার্থিত নির্বাসনের চোখ দিয়ে
বাংলাকে মনে হয় যেন নষ্ট পোকার অবিন্যস্ত ঢিবি ...
রাজনীতির বেশ্যারা কিলবিল করছে স্বচ্ছন্দে
চারিদিকে সর্বনাশা মশা ... এনজিও মশা, আমলা মশা,
সুবিধাবাদী সাংবাদিক মশা, লোভি বেনিয়া মশা,
বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী মশা,
ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী মশা ...
দিগন্ত হতে দিগন্তে শুধু পোকা আর মশাদের হরতাল।চ

(লেখক: মোস্তফা সারওয়ার; কবিতার নাম ও বইয়ের নাম: প্রার্থিত নির্বাসনের উন্মাদ পদাবলী, পৃষ্ঠা ৫২)

হাজারও প্রতিবন্ধকতার মাঝেও আমি আশাবাদী হতে চাই। একান্ন বছর একটি জাতির জন্য খুবই কম সময়। চমকপ্রদ অর্জনের কথা জানিয়েছি এই প্রবন্ধের প্রথমে। দুর্নীতির কথা বলেছি দ্বিতীয় ভাগে। দুর্নীতির দৈত্যকে পুরোপুরি নিধন করা যাবে বলে হয় না। তবে এই দৈত্যের হাত পা ভেঙ্গে এক ন্যায়ভিত্তিক সমাজ হবে এবং এই অর্জনগুলো বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, মেহনতি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে এটাই হলো আশা। এ জন্য অহিংসামূলক বিপুল গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এটাই হলো বিজয় দিবসের বাসনা। মোস্তফা সারওয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিয়েন্সের এমেরিটাস অধ্যাপক এবং সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর

বিজয় দিবস ও আমাদের অপারগতা

২০ পৃষ্ঠার পর

বিজয় দিবসের প্রাক্কালে, আমাদের এতদিনের অপারগতাগুলোর বিশ্লেষণ করি সাদা চোখে, নিরপেক্ষ ভাবে। আর কিছু না পারি, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহিদদের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে বের করার পক্ষে জোর দাবি তুলি এবং তাদেরকে তিরিশ লাখের সংখ্যাগত প্রাকারের বাইরে বের করে আনি। হয়তোবা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না, গানের এই বেদনাধোয়া বাণী বুকে ধারণ করেই বলতে চাই, ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লেখার উদ্যোগ আজ হোক, কাল হোক, আমাদের নিতে হবে। দ্য ডেইলি ষ্টার এর সৌজন্যে

মেসিদের ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তিদের

১৭ পৃষ্ঠার পর

সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখতে ঠিকই গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন ব্রাজিলের সাবেক তারকা ফুটবলাররা। গ্যালারিতে দেখা যায় ২০০২ বিশ্বকাপ জয়ীদের ব্রাজিল দলের বেশ কয়েকজন তারকাকে। তাদের মধ্যে ছিলেন অধিনায়ক কাফু, ডিফেন্ডার রবার্তো কার্লোস, মিডফিল্ডার রোনালদিনহো, স্ট্রাইকার রোনালদো। এ ছাড়া ব্রাজিলের সাবেক গোলকিপার ডিডাও ছিলেন তাদের সঙ্গে। ম্যাচ চলাকালে ক্যামেরার লেন্স খুঁজে নেন রোনালদিনহোকে। এমনকি লিওনেল মেসির অ্যাসিস্টে জুলিয়ান আলভারেজের গোলের পর দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন বার্সেলোনার সাবেক ফুটবলার।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

গোল্ডফিশের স্বপ্ন

১৯ পৃষ্ঠার পর

এগুলো মনোযোগ দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে। শার্লি বই দেখে আমি শার্লিকে দেখি। কী যে মায়া ওর মধ্যে। ভালোবাসা, অর্থ, খ্যাতি নয়, জগতে মানুষ বেঁধে থাকে এ মায়ায়। মানুষের দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস আলাদা, কিন্তু মায়ার বহিঃপ্রকাশ সকলের একই। নিয়ম মাফিক কিছুসময় আমাকে মায়ায় ভিজিয়ে দিয়ে আবার আসবে বলে শার্লি চলে যায়। ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে আমি চেয়ে থাকি।

প্রকৃতিতে এখন শীত ও উষ্ণতার খুনসুটি চলছে তীব্রভাবে। এই শীত তো এই গরম। এপ্রিল মাস যাই যাই করছে, শীতের আধিপত্য কমছে না। ঠান্ডা -গরমের এমন গাঢ় প্রণয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষগুলো ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারছে না। আজ বেশ নরম হাওয়া বইছে। স্বচ্ছ নীলাকাশের বুক হতে যেন রুপা গলে গলে পড়ছে। রুপার নুপুর পায়ে সবুজ পাতারা ছন্দে ছন্দে দুলছে। সামনের বাড়ির প্রশস্থ সবুজ লনে একজোড়া কবুতর পাশাপাশি হাঁটছে। খানিক বাদে একসঙ্গে উড়ে যায় মুক্ত আকাশে। ওদের উড়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবি, ওরা পাখি কত স্বাধীন, মানুষ খাঁচায় বন্দী কত পরাধীন। খাঁচাই তো। মানুষের আসলে কী কোন ঘর আছে? জন্ম হতে মৃত্যু অবধি পুরোটাই ডানা ঝাপটানো একটা বন্ধুর পথ বৈকি আর কিছুই নয়। ঘরের নামে মানুষ নিজেই নিজের জন্য খাঁচা তৈরি করে।

প্রকৃতির গভীর প্রশান্তি জড়ানো বুকে ডুবে থেকেও শিউলির কথাগুলো বারবার মর্মে বেজে উঠছে। যে কোন সম্পর্কে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, টানাহেঁচড়া ভালো না। সকল মানুষ আলাদা, তাদের ভালোলাগা, ইইচ্ছেগুলোও তো আলাদা, এবং এটাই স্বাভাবিক। মানুষকে বাইর হতে যা দেখা যায় সে আসলে ওইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ না। একটা পিঁপড়ের জীবন পর্যন্ত মানুষ ভালোভাবে জানে না, কেমন করে জানবে মানুষের জীবন। নিজের ভূবনে সকলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেন যে মানুষ এ সহজ বিষয়গুলো বুঝে না? কি জানি।

আজকাল আমার ঘুমের কোন নিয়ম নেই। হয়ত সারারাত জেগে থাকি, সারাদিন ঘুমাই। কখনো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ভোরে ঘুমিয়ে পড়ি। দুপুরের শরীরে হেলান দিয়ে যে সোফাটায় বসা ছিলাম সে সোফায় শুয়ে পড়ি। মধ্যদুপুরের খানিকটা রোদ এসে গায়ে পড়ছে, ভালো লাগছে। ঠান্ডা বাতাসে গালের উপর পাটের আঁশের মত কয়েকটা চুল এলোমেলো উড়ছে। ছোটকালে নানু বলতেন, আমার মাথায় নাকি সব গোবর, তাই মাথায় এত চুল আমার। আজ চিরুনি দিয়ে আঁচড়াবার চুল খুঁজে পাই না। নানুর কথা মনে করে হাসি পায়। বয়সের ভারে শুধু চুল নয় শরীরের সবকটি অঙ্গ ক্ষয়ে যেতে বসেছে। প্রকৃতির কাছে মানুষ বড় ক্ষুদ্র। প্রকৃতির নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই।

বিবিধ ভাবনায় ডুবে চোখের সামনে দেখি, টিমটিমে কুপির আলোয় কোন এক প্রাচীন পাথরে শিউলির মুখখানা ম্যাজেন্টা রঙের গোলাপ ফুলের মতো ফুটে আছে। আচমকা ঝমঝম বৃষ্টি নামে। বৃষ্টিতে কাক ভেজা শহর, কোন মানুষ দেখি না, একটা হিজল গাছ সহ আরো কিছু গাছ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনোযোগ যায় হিজলের দিকে। দেখি হিজলের ছায়ায় মানুষের ছায়া দুলছে। একসময় দেখি হিজলের ছায়া সরে গেছে, সঙ্গে বৃষ্টিও থেমে গেছে। অবাক বিষয়। ঝড়োবৃষ্টি থেমে যেতে দেখি পাথরের গায়ে শিউলির ছবি নয়, আমার মুখ স্পষ্ট আঁকা।

অঘোর ঘুম হতে আমি চিৎকার দিয়ে উঠে পড়ি। দুপুরের সূর্য ততক্ষণে ঢলে পড়েছে। আমি সোফা হতে উঠে জানালার পাশে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে ভেতরের কাঁপন ভুলে, আবারও স্বপ্নের দৃশ্যগুলো মনে করার চেষ্টা করি। দৃশ্যগুলো পুনরায় এলোমেলো। গুছিয়ে কিছুই মনে করতে পারছি না। যে নক্ষত্র আকাশ থেকে খসে পড়ে মাটিতে তখন তার অন্য জন্মের অন্যরকম টান। নিউ ইয়র্ক ডিসেম্বর ২০২২

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

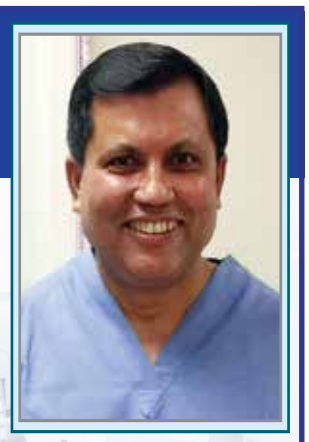

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS | ENROLLED AGENT

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Members: NSA, NATP, Member of AICPA, naea, NOTARY PUBLIC

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

খালেদা জিয়ার নির্দেশে চললে দেশে কি পরিবর্তন আসবে?

২২ পৃষ্ঠার পর

আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা পরিবর্তনের দাবি তোলার ধৃষ্টতা দেখানো হয়। বিএনপির মধ্যে ঘটে বিচিত্র সব রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তির সমাবেশ। জিয়াউর রহমানের এই জগাখিচুড়ির রাজনীতির নাম দেওয়া হয়েছিল ভারসাম্যের রাজনীতি। কারও কারও ধারণা ছিল জিয়াউর রহমানের পতন হলে তার গড়া বিচিত্র রাজনৈতিক দল বিএনপিও বালুর বাঁধের মতো রাজনীতির স্রোতে ভেসে যাবে। ভেঙ্গে যাবে বিএনপির তাসের ঘর।

অদ্ভুত ঘটনা হলো, জিয়ার মৃত্যুর পর এত বছর বাদেও কিন্তু বিএনপি দলটি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এখনো আছে। তবে প্রশ্ন হলো, জিয়াউর রহমান সম্পর্কে যে ইমেজ মানুষের মনে ছিল তা কি এখনো সমান অক্ষুণ্ন আছে? জিয়া কি মানুষের স্মৃতিতে ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছেন না? মৃত্যুর পর তার সঙ্গে পাওয়া ভাঙ্গা টিনের সুটকেস ও ছেড়া গেঞ্জির গল্প কি এখন আর কেউ বলে?

সব থেকে বড় প্রশ্ন জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শটাই বা কি? জিয়ার আদর্শ নিয়ে যে টানাটানি সেটা কি? এরশাদের আদর্শের সাথে জিয়ার রাজনৈতিক আদর্শের বড় অমিলটা কোথায়?

জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা যাক। প্রথমেই মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য পথ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তৎকালীন জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্বলতা এবং বিশেষত শাসক দল হিসাবে আওয়ামী লীগের কিছু ব্যর্থতা, কিছুক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি আচরণ সমাজে রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি ভিত্তি তৈরি করেছিল। মূলত এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই জিয়া তার রাজনৈতিক সৌধ রচনা করছেন।

কি করছেন তিনি?

১. বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বলে প্রকৃতপক্ষে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নস্যাৎ করেছেন। দল ভাঙ্গা, দল থেকে লোক ভাগানোর কাজে ইন্ধন জুগিয়েছেন সরকারি বিভিন্ন এজেন্সি দিয়ে। দেশের প্রচলিত গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা চাপ রেখে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে রাজনীতি ক্ষেত্রে চলার পথ সুগম করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিংস্রতা-অসহিষ্ণুতা তার আমলেই বেড়েছে। বিরোধী দলকে 'উৎখাত কর' 'খতম কর' ইত্যাদি আওয়াজ তিনি নিজেও মাঝেমধ্যে তুলেছেন।

২. বিভিন্ন দল থেকে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ভাগিয়ে এনে অথবা দল ভেঙ্গে রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতায় নানা প্রলোভন দেখিয়ে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন জিয়াউর রহমান। বিএনপি এমনই একটি রাজনৈতিক দল যা গড়ে উঠেছে জিয়ার ব্যালান্স নীতির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং অরাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। বিএনপি ত্যাগ করে একবার ওবায়দুর রহমান বলছিলেন, বিএনপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো দিন কি সেটা ছিল বা এখনো কি আছে?

৩. জিয়াউর রহমান দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যা কিছু নতুন অর্জন হয়েছিল তা বাতিল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর ফলে মুজিববিরোধী সকল পর্যায়ের রাজনৈতিক শক্তি জিয়ার রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে এগিয়ে আসে।

৪. মিশ্র অর্থনীতির নামে জিয়া দেশে লুটপাটের অর্থনীতি তিনি চালু করেন। একশ্রেণির মানুষকে অবাধে ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে ফুলেফেঁপে ওঠার সুযোগ দিয়ে দেশে ধন বৈষম্যের পথ তিনি সুগম করে দেন। নিজে 'দুর্নীতিমুক্ত' এমন একটি ভাবমূর্তি গড়ে তুলে সকল প্রকার দুর্নীতিবাজ, ধড়িবাজ ব্যক্তিদের তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন।

৫. অরাজনৈতিক ব্যক্তি, সামরিক বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা, সরকারি আমলাদের মন্ত্রী বানানোর প্রক্রিয়া তিনিই শুরু করেন। যারা জীবনের কোনোদিন মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখত না, রাজনীতির ময়দানে বিচরণ করবে বলে ভাবত না জিয়াউর রহমান তাদের কুড়িয়ে এনে মন্ত্রী বানিয়েছেন, রাজনৈতিক নেতা বানিয়েছেন। আবার সময় বুঝে কাউকে কাউকে ছুঁড়ে ফেলেছেন। অজ্ঞাত-অখ্যাত ব্যক্তিদের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন পূরণের জন্যই হয়তো জিয়া অনেকের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দূতপুল গঠন, জেলা সমন্বয়কারী বানানো, মন্ত্রিসভার কলেবর বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা উপায়ে অসংখ্য মানুষকে ক্ষমতার প্রসাদ বিতরণ করে তিনি সবকিছু 'ম্যানোভার' করার নীতি নিয়ে চলেছেন। এইভাবে জিয়াউর রহমানই দেশের রাজনীতিতে প্রায় নিরাময়-অযোগ্য এক ক্ষত সৃষ্টি করে গেছেন।

লক্ষণীয় যে, জিয়ার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের অনেকেই এরশাদ সরকারে যোগ দিয়েছেন। কারণ জাতীয় পার্টির নীতি ও আদর্শের মধ্যে ইসলাম, বাংলাদেশি জাতীয়বাদ, ফ্রি-ইকনমি, সরকার পদ্ধতি, বহুদলীয় গণতন্ত্র ইত্যাদি বিএনপির অনেক পছন্দনীয় বিষয় একীভূত হয়েছে। এরশাদ নিজেও কখনো জিয়ার প্রতি এতটুকু অশ্রদ্ধার মনোভাব দেখাননি।

তাই প্রশ্ন আসে, তাহলে জাতীয় পার্টির সাথে বিএনপির বিরোধ কোথায়? কেন বিএনপি বিশেষ করে বেগম জিয়া এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আপোসহীন মনোভাব নিয়ে সংগ্রাম করেছেন?

এরশাদ এবং বেগম জিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক বা আদর্শগত বিরোধ খুঁজে বের করা সহজ নয়। যদিও এই কথায় বিএনপি নেতাদের কেউ কেউ বেশ চটে যাবেন। তবু এটা সত্য, বাস্তব। উভয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য বা দ্বন্দ্ব-বিরোধ হলো ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে। বেগম জিয়া এরশাদকে কোনোভাবেই ক্ষমতায় অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হিসাবে বরদাশত করতে চাননি। বেগম জিয়া ক্ষমতায় এসে দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-বিদেশনীতির ক্ষেত্রে কোনো আমূল পরিবর্তন ঘটাননি।

আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপির জেহাদের মূল কারণ কি?

রাজনৈতিক নীতি আদর্শের পরিবর্তন নয়, ক্ষমতার পরিবর্তনটাই বেগম জিয়ার কাছে মুখ্য বিষয়। বেগম জিয়ার নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ সব সময়ই কম। যেকোনো উপায়ে যেকোনো মহলের সহায়তায় ক্ষমতায় যাওয়াটাই যেন বেগম জিয়া তথা বিএনপির প্রধান কাম্য।

খালেদা জিয়ার নির্দেশে দেশ চললে কি দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে? চুরিধারি বন্ধ হবে? ঘুষ দুর্নীতি পুঁজি পাচার বন্ধ হবে? রাজনীতির মূল সংকট কি আওয়ামী লীগ বা বিএনপির ক্ষমতায় থাকা না থাকা? জিয়ার আদর্শে দেশ চালিয়ে কি বিএনপি দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পেরেছিল? জিয়া প্রবর্তিত রাজনৈতিক ধারা অব্যাহত রেখে সংকট থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। বিএনপি ক্ষমতা চায় কিন্তু নতুন রাজনৈতিক কোনো পথের কথা মুখে আনে না। গণতন্ত্রের কথা বলা সহজ কিন্তু গণতন্ত্র চর্চা কি বিএনপির ভেতরে আছে?

- ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
* পারসনাল ট্যাক্স
* বিজনেস ট্যাক্স
* সেল্‌স ট্যাক্স
* বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
* ফ্যামিলি পিটিশন
* সিটিজেনশীপ আবেদন
* গ্রীণকার্ড নবায়ন
* সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
* Personal Tax
* Business Tax
* Sales Tax
* Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
* Citizenship Application
* Family Petition
* Green Card Renew
* All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

Choudhury S. Hasan, M.D.

Board Certified

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব-১

"ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চিরজীবি হোক"

আগামী ১৮/১২/২০২২ তারিখে কলকাতায় (যাদবপুরের গরফায়) অনুষ্ঠিতব্য নাট্য উৎসবে **আমেরিকা প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত** রচিত নাটক সমুহ পরিবেশিত হবেঃ

কলকাতার নাট্যদলের সদস্যদের পরিবেশনা-

(১). যাদবপুর দলমাদলঃ **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।**

(২). গোবরাপুর সংবিত্তি নাট্য সংস্থাঃ **কলংকিত-৭৫.**

বাংলাদেশের নাট্যদলের সদস্যদের পরিবেশনা-

(৩). সারথী থিয়েটার, কুমিল্লাঃ **৭ই মার্চের ভাষন।**

(৪). দেশ থিয়েটার, সিলেটঃ **আমার বাড়ি টুঙ্গীপাড়া।**

(৫). যুগবাণী থিয়েটার। কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহঃ **মুজিবনগর থেকে মুক্তিযুদ্ধ।**

(৬). মুক্তমঞ্চ পরিষদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাঃ **মুজিব বাইয়া যাওরে।**

(৭). বঙ্গবন্ধু থিয়েটার, ঢাকাঃ **আমার নেতা শেখ মুজিব।**

সামগ্রীক যোগাযোগ:

(১). সঞ্জয় সাহা। কলকাতা। মোবাঃ +৯১-৭০৪৪৬৩৪৬৬৪. (২). বসন্ত বর্মন। কলকাতা। মোবাঃ ৮৩১৭৮২৩১৮২. (৩). কিশোর দত্ত। কলকাতা। মোবাঃ ৯৯৩২৬১৯১২৯. (৪). এজহারুল হক মিজান। বাংলাদেশ। মোবাঃ ০১৬১৭.৮০৮২৮২.

ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব পরিষদ

বাংলাদেশে ডলার সংকটে আটকে যন্ত্র আমদানির এলসি

১৩ পৃষ্ঠার পর

নির্মাণকাজ এগিয়ে চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরের শেষ নাগাদ উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠবে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট। এটি উৎপাদনে সক্ষম হলেও সময়মতো সঞ্চালন লাইন প্রস্তুত না হলে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বসিয়েই রাখতে হবে। যদিও এর ক্যাপাসিটি চার্জ, ঋণের অর্থ, সুদ পরিশোধসহ অন্য খরচ ঠিকই বহন করতে হবে সরকারকে। তবে সঞ্চালন লাইনের ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী পারাপারের কাজটি বাস্তবায়নে এলসি খুলতে না পারায় ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের আগে সেই বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এ প্রসঙ্গে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর সমকালকে বলেন, ভারতের ঋণে সঞ্চালন লাইন হওয়ার কথা ছিল। তবে ভারত ঋণে যে সুদহার নির্ধারণ করেছিল, সেটা অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশ সরকার ভারতের ঋণ না নিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার যখন নিজস্ব অর্থায়নে সঞ্চালন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ডলার সংকট ছিল না। এখন ডলার সংকট প্রকট হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলেন, তীব্র ডলার সংকটের মধ্যে সরকার এখন কী সিদ্ধান্ত নেবে, জানি না। তবে কোনো একটা উপায় বের করতে হবে। শুধু রূপপুর নয়; বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রস্তুত হলেও সঞ্চালন লাইন না হওয়ায় সেগুলো অলস পড়ে আছে। এতে দেশ আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে। এসব প্রকল্প হাতে নেওয়ার সময় অর্থায়নের বিষয়টি পরিকল্পিতভাবে নেওয়া হয়নি। তাই এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। দেশের বর্তমান অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতির জন্য পরিকল্পনার অভাবকে দায়ী করেন এ অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, যে পরিস্থিতিই হোক না কেন; সরকারকে রূপপুরের সঞ্চালন লাইন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ এক লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পকে বসিয়ে রাখা ঠিক হবে না।

শুধু নদী পারাপারের প্যাকেজ নয়, সার্বিকভাবে রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্পটিরই বাস্তবায়নের গতি সন্তোষজনক নয় বলে জানা গেছে। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ লাইন নির্মাণে অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৪৫ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৭ দশমিক ১৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল ২০১৮ সালের এপ্রিলে। যদিও এর কাজ শুরু হয় তিন বছর পর। ১০ হাজার ৯৮২ কোটি টাকা খরচায় সাতটি প্যাকেজে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা।

ধীর গতি বিষয়ে পিজিসিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন. প্রকল্প অনুমোদন, অর্থায়ন ও জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেরি হওয়ার কারণে কাজ পিছিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে করোনার কারণে প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল প্রায় দেড় বছর। তবে বর্তমানে এসব কাজে গতি ফিরেছে। তাঁরা সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, কয়েক মাস ধরে ডলার সংকটের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছেই। গত ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৩ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলার। অথচ গত বছরের আগস্টে রিজার্ভ ছিল ৪৮ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। রিজার্ভ কমে আসায় তৈরি হওয়া সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিচ্ছে সরকার। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংক এবং জাপান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা থেকেও ঋণ নেওয়ার চেষ্টা চলছে। - দৈনিক সমকাল

নভেম্বরে আরো গতি হারিয়েছে চীনের অর্থনীতি, কভিডজনিত লকডাউনের চাপ

১২ পৃষ্ঠার পর

দশমিক ৬ শতাংশ।

গত মাসে চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও আশঙ্কার চেয়ে বেশি সংকুচিত হয়েছে। গত সপ্তাহে প্রকাশিত শুল্ক বিভাগের তথ্য অনুসারে, নভেম্বরে চীনের রফতানি আয় বছরওয়ারি ৮ দশমিক ৭ শতাংশ কমেছে। রফতানিতে এ পতন অক্টোবরের দশমিক ৩ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশি।

বিশ্লেষকরা ৩ দশমিক ৫ শতাংশ পতনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এ সময় আমদানি ১০ দশমিক ৬ শতাংশ কমেছে। এ হারও বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস ৬ শতাংশ সংকোচনের থেকে অনেক বেশি।

অক্টোবরে বছরওয়ারি আমদানি কমার হার ছিল দশমিক ৭ শতাংশ। আমদানি-রফতানিতে পতনের কারণে দেশটির বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণও কমে এসেছে। গত মাসে চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ৬ হাজার ৯৮৪ কোটি ডলারে নেমেছে। যেখানে অক্টোবরে রফতানি ও আমদানি বাণিজ্যের এ ব্যবধানের পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৫১৫ কোটি ডলার।

সাংহাইভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গুয়োতায় জুনান সিকিউরিটিজের প্রধান অর্থনীতিবিদ হাও জো বলেন, বিভিন্ন খাতের দুর্বল কার্যক্রমের এ তথ্য থেকে বোঝা যায় চীনের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে নীতি আরো সহজ করা দরকার। এরই অংশ হিসেবে মধ্যমেয়াদি ঋণের সহজ সুদহার নীতি অব্যাহত রাখা হয়েছে। আগামীতে এটি আরো সহজ করা হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছি আমরা।

গত চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক খাতে নগদ অর্থপ্রবাহ বাড়িয়েছে এবং তারল্য পর্যাপ্ত রাখতে মধ্যমেয়াদি ঋণের সহজ সুদহার নীতি অব্যাহত রেখেছে। তবে দীর্ঘস্থায়ী জিরো কভিড নীতি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। কঠোর বিধিনিষেধে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি আবাসন খাতের মন্দা, বৈশ্বিক মন্দার ঝুঁকি এবং ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মতো দেশটির অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

গত মাসে দেশটির আবাসন খাতের মন্দা পরিস্থিতিও খারাপ হয়েছে। এনবিএস জানিয়েছে, রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগ বছরওয়ারি ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে। ২০০০ সালে বছরওয়ারি হিসাব শুরু হওয়ার পর খাতটিতে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি সংকুচিত হলো। যদিও দেশটির নীতিনির্ধারকরা ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ, বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন ও ইকুইটি ফাইন্যান্সিংসহ বিভিন্নভাবে এ খাতে সমর্থন বাড়িয়েছে।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, বিনিয়োগ ও নতুন অ্যাপার্টমেন্টের দাম এখনো নিম্নমুখী রয়েছে। সুতরাং খাতটিতে এখনো সরকারের নীতি সহায়তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে না।

'নিবিড় তত্ত্বাবধানে' বাংলাদেশের ৫ শরীয়াহ ব্যাংক: ঋণের তথ্য দিতে হবে দৈনিক

১২ পৃষ্ঠার পর

এসব তথ্যর মধ্যে রয়েছে ঋণ বিতরণ, একক গ্রাহক সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে কি না সেটির তথ্য, আমানত, ঋণ আদায়, খেলাপি শ্রেণিকরণ, রেমিটেন্স, রপ্তানি, আমদানি, সিআরআর, এসএলআর, এডি রেশিও ইত্যাদি।

এসব তথ্য নিয়মিতই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষরে জমা দিতে হয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্ভারে অনলাইনেও জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এসব তথ্য না দিলে জরিমানার সম্মুখীন হতে হয় ব্যাংকগুলোকে। এরমধ্যেই বিভিন্ন সময় ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণে বড় ধরনের অনিয়ম ধরা পড়ে। সম্প্রতি বড় ঋণ অনিয়মে কয়েকটি ঘটনার সংবাদ সামনে আসার পর এক কোটি টাকার উপরে দেওয়া ঋণের তথ্য প্রতিদিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জানানোর নির্দেশনা এল।

কর্মকর্তারা জানান, যেসব তথ্য দৈনিকভিত্তিতে জমা দিতে হবে সেগুলোর একটি ছক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে পাঠানো হয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে। এর বাইরেও পর্যবেক্ষক ও সমন্বয়কদের যেকোনো মুহূর্তে তথ্য দিতে নির্দেশনা দিয়েছেন গভর্নর।

কোনো ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে গেলে সেটিতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক। মূলত ব্যাংকিং নিয়মাচার পালন, ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা ও সুশাসন ফিরিয়ে আনতে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

পর্যবেক্ষকরা ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ, নির্বাহী ও অডিট কমিটির বৈঠকে অংশ নিয়ে বৈঠকের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রতিবেদন জমা দিয়ে থাকেন।

গত জুলাইতে দায়িত্ব নেওয়ার পর পর্যবেক্ষকের পাশাপাশি সমন্বয়ক নিয়োগের প্রথা চালু করেন গভর্নর রউফ তালুকদার।

পর্যবেক্ষকদের মত সমন্বয়কদের ব্যাংকের নিয়মিত প্রতিটি সভায় অংশ নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তবে সমন্বয়ক চাইলে ওই তিন সভায় অংশ নিতে পারবেন, যেকোনো নথি ও তথ্য চাইতে পারেন।

ইতোমধ্যে বেসরকারি খাতের পাঁচ ব্যাংকে সমন্বয়ক বসিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সাইফুর ইসলামকে ন্যাশনাল ব্যাংকে, শফিকুল ইসলামকে পদ্মা ব্যাংকে (সাবেক ফারমার্স), নূরুল আমিনকে ওয়ান ব্যাংকে, আনোয়ার হোসেনকে এবি ব্যাংকে ও ফোরকান হোসেনকে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকে সমন্বয়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গভর্নর এর আগে গত আগস্টে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, ১০টি দুর্বল ব্যাংক চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের একটি পরিকল্পনা দেওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। তবে ব্যাংকগুলোর নাম প্রকাশ করেননি।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

৩২ দল নিয়ে নতুন বিশ্বকাপের ঘোষণা দিল

১৬ পৃষ্ঠার পর

কীভাবে ঠিক হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে।' ক্লাব ফুটবলের বাড়তি চাপ, উয়েফা নেশনস লিগসহ নানান টুর্নামেন্টের কারণে আন্তর্জাতিক ফুটবল নিজ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। দক্ষিণ আমেরিকার দল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা পর্যন্ত ইউরোপের দলের বিপক্ষে আগের মতো খেলার সুযোগ পায় না। আফ্রিকা, এশিয়ার দলগুলো বড় প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলার সুযোগ থেকে আরও বঞ্চিত। ওই সমস্যা সমাধানের পথও দিয়েছেন জিওন্নি ইনফান্তিনো। তিনি বলেছেন, 'এক মহাদেশের সঙ্গে অন্য মহাদেশের দলের ম্যাচ হওয়াও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়েও আমরা সমঝোতায় এসেছি। প্রতিবছর মার্চে একটি করে সূচি ফাঁকা রাখা হবে। চার মহাদেশের দলের বিপক্ষে ওই সময় প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। যাতে করে সব দল একে অপরের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এটা অনেকটা ফিফা ওয়ান্ড সিরিজের মতো।' ফিফা প্রতি চার বছর পরপর ৩২ দেশ নিয়ে 'ফিফা বিশ্বকাপ' আয়োজন করে। ২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে যা অনুষ্ঠিত হবে ৪৮ দেশ নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা ওই বিশ্বকাপের আয়োজক। এছাড়া আগেও ফিফার ক্লাব বিশ্বকাপ ছিল। তবে তা খুব ছোট আঙ্গিকে আয়োজন করায় তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি।

মরক্কোর রূপকথা থামলো ফরাসি বিপ্লবে

১৬ পৃষ্ঠার পর

সেটাও ক্যানাডার কাছে আত্মঘাতী গোল। মরক্কোর রক্ষণ যেন এক দূর্ভেদ্য দূর্গ, সেই দূর্গের দরজা ভাংতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের লেগেছে মাত্র ৫ মিনিট।

আন্তন গ্রিজমানের ক্রস থেকে এমবাপ্পের শট ফিরে আসে মরক্কোর রক্ষণ দেয়াল থেকে। এমন সময় বামদিক থেকে বক্সের ভেতরে ঢুকে যাওয়া থিও হার্নান্দেস চলতি বলে প্রায় কাঁধসমান পা তুলে যে ভলিটা করেছেন সেটাই ছিল এই বিশ্বকাপে মরক্কোর জালে প্রতিপক্ষের প্রথম গোল। কোনো বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে, খেলা শুরুর মিনিট পাঁচেকের ভেতর এর আগে গোল করেছিলেন ব্রাজিলের ভাভা। ১৯৫৮ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে, ফ্রান্সের বিপক্ষেই গোল করেছিলেন ব্রাজিলের এই স্ট্রাইকার। ২০২২ সালে এসে সেমিফাইনালে ফ্রান্সের থিও হার্নান্দেজ আবারও খেলা শুরুর পর দ্রুতই পেলেন গোলের দেখা।

দিদিয়ের দেশম কাতার বিশ্বকাপের জন্য প্রথমে যে ২৬ জন ফুটবলারকে ফ্রান্স দলে ডেকেছিলেন, তাদের ভেতর ছিল না রান্দাল কোলো মুয়ানির নামটা। ক্রিস্টোফার এনকুনকু চোট পেলেন, তার বদলে ডাকা হলো কোলো মুয়ানিকে। সেই কোলো মুয়ানিই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে দিলেন স্বস্তি। ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে থিও হার্নান্দেজের গোলে ফ্রান্স এগিয়ে গেলেও মরক্কো এক মুহূর্তের জন্য ছাড় দিচ্ছিল না। যে কোনো সময়েই হুগো লরিস হজম করতে পারতেন গোল, তাতে সমতায় ফিরে খেলাটা অতিরিক্ত সময়ে টেনে নিতে পারতো অ্যাটলাসের সিংহরা। কোলো মুয়ানির গোল অনেকটাই নেই করে দেয় সেই শঙ্কা। উসমান দেম্বেলের বদলি হিসেবে নেমেছিলেন, মাঠে নামার ৪৪ সেকেন্ডের ভেতরই গোল করে ফেললেন কোলো মুয়ানি। ডি-বক্সের ভেতর চারজনের কড়া পাহারার ভেতর দিয়ে গলে বেরিয়ে পাসটা বাড়িয়েছিলেন এমবাপ্পে, কোলো মুয়ানি আলতো করে পা বাড়িয়ে সহজতম গোলে খাতা খুলেছেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে।

থিও হার্নান্দেজ আর কোলো মুয়ানির গোলেই ফরাসিরা জিতলো ২-০ গোলে, থামিয়ে দিলো মরোক্কান রূপকথা। রবিবার লুসাইল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স, লিওনেল মেসির সঙ্গে দেখা হবে এমবাপ্পের।

হেরে গেলেও মাথা উঁচু করেই বিদায় নিচ্ছে মরক্কো। মাঠে ফ্রান্সের চেয়ে অনেকাংশেই এগিয়ে ছিল তারা, কিন্তু অভাব ছিল একজন উঁচু মানের ফরোয়ার্ডের। ফ্রান্সের শট অন টার্গেট মাত্র দুটো, দুটোতেই লা ব্লু রা পেয়েছে গোলের দেখা। অন্যদিকে মরক্কোরও শট অন টার্গেট দুই, কিন্তু তারা গোলের দেখা পায়নি ফরাসি রক্ষণে জুলস কুন্দে আর ইব্রাহিম কোনাতের দক্ষতায়। তবে সবকিছুর পর আসলে ভাগ্যও লাগে, যা সেমিফাইনালে এসে আর সঙ্গ দেয়নি মরক্কোকে। না হলে প্রথমার্ধ শেষের খানিক আগে,জাওয়াদ আল ইয়ামিকের ওভারহেড কিকটা পোস্টে লাগে উগো লরিকে ফাঁকি দেবার পরও! ৫১ শতাংশ বলের দখল ছিল মরক্কোর কাছে, ১৩ বার গোলের প্রচেষ্টা নিয়েছে আফ্রিকার দলটি,দুটো শট অন টার্গেটে আর ৫টা শট গেছে অফ টার্গেটে। অ্যাটাকিং থার্ডে বল নিয়ে বেশি ঢুকেছে মরক্কোই, ফ্রান্স বরং প্রতিআক্রমণে এমবাপ্পের গতি আর গ্রিজমানের জ্যামিতির মতো নিখুঁত পাসেই বেশি ভরসা করেছে।

মরক্কোর ইউসুফ এল নাসিরি একটা সুযোগ পেয়েছিলেন, সোজা গোলপোস্টে শট না নিয়ে কাটাতে গিয়ে আর পারলেন না। পরের মিনিটেই এমবাপ্পের দৌড়, জটলা ভেঙে ভেতরে ঢুকে বল নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পাস দেয়া আর কোলো মুয়ানির গোল। ৭৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটাই শেষ করে দেয় মরোক্কানদের সব আশা।

তবুও হাল ছাড়েনি অ্যাটলাসের সিংহরা, লড়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা যখন টানা দ্বিতীয়বারের মতো ফাইনালে খেলার খুব কাছে পৌঁছে যায়, তখন তাদের বিপক্ষে অঘটন ঘটাতে অতিমানবীয় কিছু প্রয়োজন। দূর্ভাগ্য মরক্কোর, দল হিসেবে অসাধারণ হলেও অসাধারণ মানের কেউ তাদের দলে নেই। মেক্সিকান রেফারির লম্বা বাঁশিতে শেষ হলো সেমিফাইনাল। এখান থেকে এমবাপ্পের গন্তব্য রবিবারের লুসাইল স্টেডিয়াম, আর শনিবার আলরাইয়ানের খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যাবেন হাকিমি।-সামীউর রহমান, ডয়চে ভেলে, ঢাকা

রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে 'অন্য' বিজয় দিবস

৮ পৃষ্ঠার পর

''মুক্তিযোদ্ধারা এখন ভাগ হয়ে গেছেন। তারা আওয়ামী লীগে আছে, তারা বিএনপিতেও আছে। আর বিএনপির সাথে আছে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত। তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেয়!''

তিনি বলেন, ''বিজয় দিবসের রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলোও যেন দায়সারা গোছের। পালন করতে হয় তাই যেন করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, তারা হতাশ হচ্ছি।''

''বিজয় দিবসের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আমরা সবচেয়ে বেশি আশা করি আওয়ামী লীগের কাছে। গত ১৫ বছর ধরে তারা ক্ষমতায়। এই সময়ে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছে। কিন্তু আমরা গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখনো পাইনি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আরো জোর দেয়া দরকার। এখানে কাজ করা দরকার,'' বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন। তার কথা, ''বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসে এই কাজগুলো ভালো করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলো যদি সেভাবে কর্মসূচি নেয়, তাহলে তা কাজে আসবে। আজকে (বিজয় দিবস) যদি দেশব্যাপী একটি কর্মসূচি থাকতো গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে, তাহলে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এটা নিয়ে একটা মেসেজ দিতে পারতাম।''

তার কথা, ''বিএনপি তো একটা মিক্সার। তাই কৌশলগতভাবে এমন কর্মসূচি নিতে হবে যাতে সবাই শামিল হন।''

বড় দুই দলের ভাবনা : আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মনে করে, বিজয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি আরো বিস্তৃত এবং সর্বব্যাপ্ত করার সুযোগ আছে, তা করা দরকার। কিন্তু বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, ''এখন মিছিল, সমাবেশ করতেও পুলিশের অনুমতি লাগে। তাই চাইলেও আমরা অনেক কিছু করতে পারছি না।'' তিনি মনে করেন, "মুক্তিযুদ্ধের ইতহাস বিকৃত করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বারোয়ারি করা হচ্ছে। এটা বন্ধ করে সঠিক ইতিহাসের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু কোনো দিবসে নয়, সব সময়ে ছড়িয়ে দিতে হবে।''

এর জবাবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন, ''২৮ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানো হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ১৫ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ হচ্ছে। সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়েছে। তবে আরো অনেক কাজ বাকি।''

তার মতে, ''দিবসকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি আরো বিস্তৃত করা উচিত। তবে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এখনো সক্রিয়। তারা নানাভাবে এসব কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। তাদের পরাজিত করতে হবে।''হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে, ঢাকা

বিশ্বে শান্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবদান রয়েছে বললেন ঢাকায় জাতিসংঘ দূত

৯ পৃষ্ঠার পর

পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে এবং ২০০৮ সালে বাংলাদেশের প্রস্তাবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিতদের অধিকারের জন্য বাংলাদেশের সমর্থন রয়েছে এবং দেশের সংবিধানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে ওঠার জন্য দেশের অঙ্গীকার বিধৃত রয়েছে এবং এতে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার পাশাপাশি মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের সম্মান রক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে গেলে কী লাভ?

২৬ পৃষ্ঠার পর

যায়? বরং একটি জাতিকে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাঙ্গনে যে ধরনের সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করার কথা ছিলড়রাষ্ট্র গত ৫০ বছরে তার কতটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছে? রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করলেই কি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যাবে?

তারও চেয়ে বড় প্রশ্ন, বাহাত্তর সালের সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও ইসলাম না থাকলেও যদি আমরা মুসলমান থাকতে পারি, তাহলে এখন যদি সংবিধানে এ দুটি জিনিস না থাকে, তাহলে কি আমাদের মুসলমানিত্ব খর্ব হয়ে যাবে? মহানবীর (স.) রাষ্ট্রে কি কোনও রাষ্ট্রধর্ম ছিল? যদি না থাকে তাহলে আমাদের সংবিধানকে যে দুজন সামরিক শাসক ধর্মীয় রঙ দিলেন, তাতে তাদের নিজেদের ভোটের রাজনীতির বাইরে দেশ ও জনগণের কী লাভ হয়েছে?

তারও চেয়ে বড় প্রশ্ন, যেসব দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম নেই, সেখানে ধর্ম চর্চা হয় না? ধর্ম যে যার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে ঠিকই চর্চা করবেন এবং ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও থাকবে। বরং বাহাত্তর সালে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপক্ষেতা যুক্ত করা হয়েছিল যে সুদূরপ্রসারি চিন্তা ও দর্শন থেকে, সেই চিন্তা ও দর্শন থেকে যে আমাদের রাজনীতিবিদরা, এমনকি মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধান প্রণয়নে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগও সরে গেছে, সেটিই বড় ট্র্যাজেডি।

অর্থাৎ যে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমান সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে যুক্ত করেছিলেন, সেই রাজনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় কিংবা সুবিধা গ্রহণের কথা বিবেচনায় রেখেই পরবর্তী কোনও সংসদই সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করেনি। অথচ সংবিধানের যে মূলনীতি, ধর্মনিরপেক্ষতাড়তার সঙ্গে রাষ্ট্রধর্মের বিধান সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

রাষ্ট্রধর্ম বাদ দেওয়া যে কঠিন, সেটা সব রাজনৈতিক দলই জানে। সবশেষ আইনমন্ত্রী যখন বললেন যে 'সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম বাদ দেওয়ার অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা আছে'ড়তার পরদিনই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব ইউনুছ আহমাদ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম একটি মীমাংসিত বিষয়। এ নিয়ে ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করলে পরিস্থিতি সুখকর হবে না। বাহাত্তরের সংবিধান ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম আছে, থাকবে। '

তিনি ১০ নভেম্বর সকাল ১০টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে সমবেত হয়ে সেখান থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অভিমুখে গণমিছিল সফলের জন্য সবাইকে আহ্বানও জানান। (কালের কণ্ঠ, ৭ নভেম্বর ২০২২)। দেখা গেলো এদিন অর্থাৎ ১০ নভেম্বর সকালে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয় এবং এটি সচিবালয়ের দিকে যেতে থাকলে জিপিওর মোড়ে পুলিশ তাদের আটকে দেয়।

অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, আওয়ামী লীগের আমলে যদি সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম বাদ দেয়া হয়, তখন ইসলামি দলগুলো যে আন্দোলন শুরু করবে, সেখানে বিএনপিও সমর্থন দেবে। জাতীয় পার্টিও দেবে। কারণ তাদের নেতা এইচ এম এরশাদই সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম যুক্ত করেছেন। তার মানে এই একটি ইস্যু নিয়ে পুরো দেশ গরম হয়ে যাবে। তাহলে সরকার সেই ঝুঁকিটা কেন নেবে? মূলত এই ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়েই পঞ্চদশ সংশোধনীর সময়েও রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করা হয়নি বা সম্ভব হয়নি। ফলে এটি ধারণা করাও অমূলক নয় যে, ভবিষ্যতেও কোনও সরকার সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম বাদ দিতে পারবে না। আর যদি না পারে তাহলে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার কথা বলাও কোনও অর্থ বহন করে না।

সমস্যা আরও আছে। যেমন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর সময় (২০১১) নতুন একটি অনুচ্ছেদ (৭খ) যুক্ত করে ৫০টিরও বেশি অনুচ্ছেদকে মৌলিক কাঠামো হিসেবে ঘোষণা করে এগুলো সংশোধনের অযোগ্য করা হয়েছেড় যেখানে বলা হয়েছে ১৪২ অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, মৌলিক কাঠামো হিসেবে ঘোষিত এই অনুচ্ছেদগুলো সংশোধন করা যাবে না। এর মধ্যে রাষ্ট্রধর্মের বিধানসম্বলিত ২ক অনুচ্ছেদও রয়েছে। তার মানে সংবিধানের এই বিধান মানতে গেলে রাষ্ট্রধর্মসম্পর্কিত অনুচ্ছেদ সংশোধনের সুযোগ সাংবিধানিকভাবেই নেই।

আবার এ প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই যে, ১৫৩টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৫০টিকেই সংশোধন অযোগ্য ঘোষণা করা কতটা যৌক্তিক এবং ভবিষ্যতে কোনও সংসদ যদি দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানের ৭খ অনুচ্ছেদটিই বাতিল করে দেয়, তখন মৌলিক কাঠামো হিসেবে ঘোষিত এই অনুচ্ছেদগুলো সংশোধনের পথে কোনো বাধা থাকবে কি না? আমীন আল রশীদ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর, নেক্সাস টেলিভিশন। ওয়েব পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন এর সৌজন্যে

বাংলাদেশে আসছেন মেসি!

৫ পৃষ্ঠার পর

স্টেডিয়াম মাতোয়ারা করে দিয়েছিলেন তিনি। আরও একবার এই ফুটবল জাদুকরের ঢাকা আসার সম্ভাবনার খবর জানিয়েছে আর্জেন্টিনার গণমাধ্যম।

দেশটির সংবাদমাধ্যম 'ক্লারিন' জানিয়েছে, ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুন্নেসা নিয়েছেন নতুন এই উদ্যোগ।

মেসিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি। সাদিয়া ফয়জুন্নেসা ব্রাজিলে রাষ্ট্রদূতের পাশাপাশি আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে ও চিলিতেও কূটনৈতিক দূতের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।আর্জেন্টিনার জাতীয় সংবাদ সংস্থা 'তেলাম'কে তিনি বলেন, 'দেখুন, আমরা মেসিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে চাই।'

ক্লারিনকে সাদিয়া ফয়জুন্নেসা বলেছেন, 'আমরা মেসিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। বাংলাদেশে আমরা একটি ম্যাচ আয়োজন করতে চাই। মেসি খুব জনপ্রিয়। আমরাও ফুটবলের জন্য আর্জেন্টাইনদের ভালোবাসি। তাই আমাদের দেশে তাকে পাওয়া হবে বড় সম্মানের ব্যাপার।'

বাংলাদেশে কীভাবে আর্জেন্টিনা দল এতো জনপ্রিয় সেটিও তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুন্নেসা। বলেন, 'দেখুন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন থাকায় বাংলাদেশে ফুটবল সব সময়ই জনপ্রিয় ছিল। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলকে নিয়ে বেশি আগ্রহ বাড়ে। আর কিংবদন্তিতে পরিণত হন ডিয়েগো ম্যারাডোনা। বাংলাদেশের অনেক মানুষ তখন বিশ্বকাপ দেখেছে। বাংলাদেশের অনেক মানুষ আর্জেন্টিনার খেলা দেখেন। ছোটবেলায় আমরা ঘরে বসে খেলা দেখেছি। রাত তিনটায় লোকজন একত্র হয়ে খেলা দেখেন।'

অতীত ধারাবাহিকতায় এখনও আর্জেন্টিনার ভক্তের কমতি নেই এই দেশে। এবার কাতার বিশ্বকাপেও মেসিদের সমর্থন আর আর্জেন্টিনার জয় উদযাপন চলছে চারপাশে। যে খবর উঠে এসেছে ফিফা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও। আবার আর্জেন্টিনাতেও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সমর্থনে একটি পেজ খোলা হয়েছে।

এই বন্ধন ও বন্ধুত্বের পথ ধরে কূটনৈতিক অঙ্গণেও সাড়া পড়েছে। এরইমধ্যে বাংলাদেশে আগামী বছর দূতাবাস খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যেটি বন্ধ আছে ১৯৭৮ সাল থেকে।

বাচ্চা হলেই প্রচুর অর্থ দেবে জাপান

১৪ পৃষ্ঠার পর

কমেছে, তাতে জাপানিরা সন্তানের খরচের ধাক্কা সামলাতে চাইছে না।

অনেকে বলছেন, কিছু অর্থ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। অতীতেও এই ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এবারও হতে পারে। আগামী ১ এপ্রিল, ২০২৩ থেকে এই নতুন প্রস্তাব চালু হওয়ার কথা।

পরিস্থিতি খারাপ, জাপানের জনসংখ্যা কমছে। ২০১৭ সালে জাপানের জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৮০ লাখ। ২০২১-এ তা কমে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৫৭ লাখে। করোনার আগে একটি মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়েছিল, এই শতকের শেষে জাপানের জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে পাঁচ কোটি ৩০ লাখে।সাম্প্রতিক দশকগুলিতে জাপানে মানুষ বেশি বয়সে বিয়ে করছে। তাদের কম বাচ্চা হচ্ছে। এর প্রধান কারণই হলো আর্থিক চিন্তা। করোনা, ইউক্রেন যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমস্যা বেড়েছে বই কমেনি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যে সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, এই বছর প্রথম ছয় মাসে তিন লাখ ৮৪ হাজার ৯৪২টি শিশুর জন্ম হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় পাঁচ শতাংশ কম। মন্ত্রণালয় মনে করছে, গোটা বছরে শিশুর জন্মের সংখ্যা আট লাখের কম হবে। ১৮৯৯ সালের পর থেকে যা কখনো হয়নি। খরচের ধাক্কা : বাচ্চাকে বড় করার জন্যযে অর্থ লাগে তা বিপুল বলে জাপানিরা মনে করছেন। টোকিওর গৃহবধূ আয়াকো জানিয়েছেন, সরকারের দেয়া অর্থ তিনি পেয়েছেন। তার একটি ছেলে আছে। কিন্তু সরকারের দেয়া টাকায় তিনি হাসপাতালের খরচ পুরোপুরি মেটাতে পারেননি। জাপানে সিজারিয়ান বাচ্চার জন্ম দিতে গেলে গড়ে চার লাখ ৭৩ হাজার ইয়েন লাগে বলে সংবাদপত্র মাইনিছি জানিয়েছে। আয়াকো ডিডাব্লিউকে বলেছেন,আমরা আরেকটি বাচ্চা নেয়ার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আমি ও আমার স্বামী মিলে আলোচনা করে দেখলাম, আর্থিক দিক দিয়ে তা সম্ভব নয়। ৮০ হাজার ইয়েন বাড়তি দিলে সুবিধা হবে ঠিকই, কিন্তু তাতেও খরচ মিটবে না। তাই আমরা বাস্তবতাকে মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটা বাচ্চাকে বড় করতে প্রচুর খরচ হয়।

আমেরিকায় বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুবর্ণ সুযোগ

STUDY IN USA

SCHOOL / COLLEGE / UNIVERSITY

দ্রুত i-20 / দ্রুত এপয়নমেন্ট আর সহজে ভিসা !

এয়ার টিকেট অফার

১লা নভেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হচ্ছে এয়ার টিকেট অফার। যাদের IELTS নুন্যতম 6.5 অথবা Dulingo স্কোর 110 তারা এই অফারের জন্য প্রযোজ্য হবেন। সর্বোচ্চ ১০ জন ভিসা প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে এয়ার টিকেট দিবে EC Global. এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ইসি গ্লোবালের সাথে যোগাযোগ করে জানা যাবে।

স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিকা আসতে আগ্রহীদের জন্য আমাদের অফার

প্যাকেজ/নন প্যাকেজ

- ❑ Language Course (Without IELTS)
- ❑ Associate/Bachelor Course IELTS/Dulingo/English Medium
- ❑ Masters Course : IELTS/Dulingo/Moi/Letter of intent / Recomendation
- ❑ Funding and Scholership Need GRE and More...

CONTACT US
www.ecgloballink.com
Global Link LLC

ইসি গ্লোবাল অনুমোদিত এজেন্ট

International American University | WESTCLIFF UNIVERSITY Educate. Inspire. Empower. | Washington University of Science and Technology

7804-32nd Avenue
East Elmhurst NY 11370
Tel: 929-586-6559
ecgloballinkllc@gmail.com

New York: 37-55 72nd St NY-11372
Michigan: Farid Uddin Shiblu 586-272-3900
California: Abu Zafar Siddiqi 213-804-0306

Contact Bangladesh:

In Dhaka
- Mesbah Shemul, Country Coordinator, Cell: 01912-912-866, shemulsust@gmail.com
- Geoplus Consultency, 51/51 A Resourcedful Psltan City, Purana Paltan, Dhaka, 01789-194861

In Sylhet
- Global Immigation Watch 01711 922122
- J. Square Consultency 01973-413258
- Geoplus Consultency 01842-718024
- Green Consultency 001964193969

In Chattogram
- B27 Haheymoon Tower #1, D.T Road, Pahartali,CTG, 01846-404161

In Rajshahi
- Shbbir 01782-370-181

In Khulna (Jashore)
Baizid , 01911 579210

জয় বাংলা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

১৪ ডিসেম্বর

শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস-২০২২

জাতির সূর্য সন্তানদের
প্রতি জানাই
বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

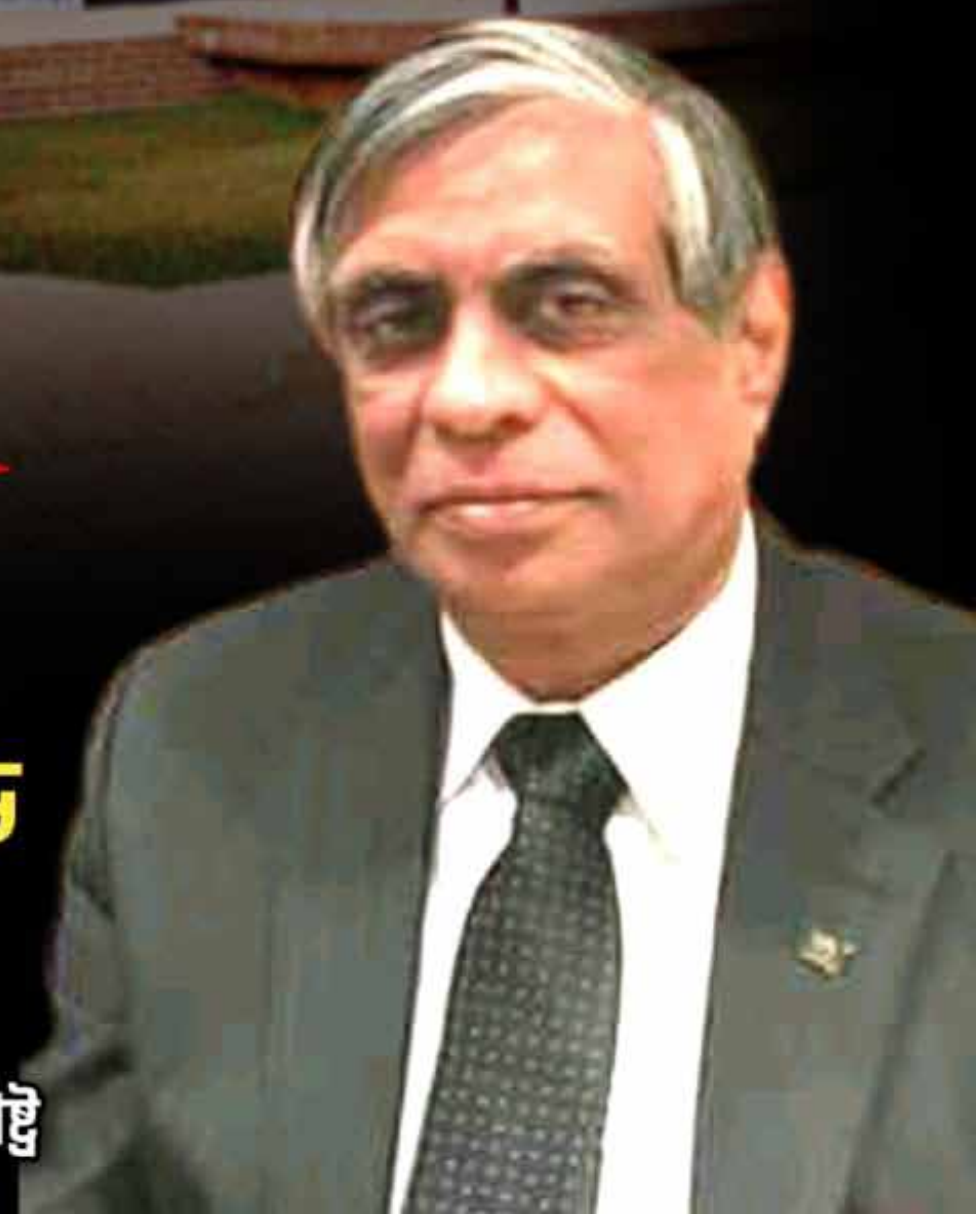

বীর মুক্তিযোদ্ধা

ডা. মাসুদুল হাসান এম ডি

(হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ)

উপদেষ্টাঃ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

সভাপতিঃ শেখ কামাল স্মৃতি পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫ পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনা। সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি।

এরপর আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলের সিনিয়র নেতাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আবারও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু-আওয়ামী লীগের হাত ধরে সব অর্জন বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাধীনতার পর বিগত ৫১ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা জাতির পিতা এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে 'স্বল্পোন্নত' দেশে উন্নীত করেন, আর আমরা মাতৃভূমিকে 'উন্নয়নশীল' দেশের কাতারে নিয়ে গেছি। স্বাধীনতার পর বিগত ৫১ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা জাতির পিতা এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজয় দিবস বাঙালি জাতীয় জীবনের এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। এদিন বিজয়ের ৫১ বছরপূর্তি হলো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এ দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

বাণীতে বিজয়ের এ মাসে তিনি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করেন জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহীদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। তিনি কৃতজ্ঞতা জানান সেইসব দেশ ও ব্যক্তির প্রতি যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৪৮-'৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬'র ছয় দফা, '৬৯-এর এগারো দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। '৭০'র সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১-এর ২৫-এ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। মাত্র ১০ মাসে তার নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। ১৯৭৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ অতিক্রম করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু 'স্বল্পোন্নত' দেশের কাতারে নিয়ে যান। তিনি বলেন, সব প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে তাকে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা। শুরু হয় হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। ঘাতক এবং তাদের দোসররা ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করতে জারি করে 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ'। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গরিব, প্রান্তিক মানুষদের সরকারি ভাতার আওতায় আনা হয়। কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। পানির হিস্যা আদায়ে ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি। 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' বাতিল করে আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করি।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে গত ১৪ বছর ধরে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা এখন পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বিশাল এলাকার ওপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের মানবেতর জীবনের অবসান হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি গ্লানিমুক্ত হয়েছে। জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত রয়েছে এবং বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ২০২১-২০৪১ মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সুবিধা আজ শহর থেকে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সব গৃহহীন-ভূমিহীনের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের একটি মানুষও আর গৃহহীন থাকবে না। শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২,৮২৪ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আমরা দেশের প্রতিটি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে 'রোল মডেল'। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল 'উন্নয়নশীল' দেশে উন্নীত হওয়ার জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা হলো বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সবাইকে জানতে ও জানাতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমরা পৌঁছে দিবড়বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

পাকিস্তান আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

১০ পৃষ্ঠার পর

দিবস ও বাংলাদেশ বেতারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বহু দেশ বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আমাদেরকে কৃষির মডেল হিসেবে বিশ্বে উপস্থাপন করে। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের আনন্দ দেশ ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছেছে। তারা এটিকে বাঙালির সেতু মনে করে। আর কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল হবে উপমহাদেশের প্রথম সড়ক টানেল। বাংলাদেশ বেতারকে দেশের ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করে হাছান মাহমুদ বলেন, যেখানে অন্য গণমাধ্যম পৌঁছাতে পারে না, সেখানে বেতার তরঙ্গ পৌঁছে যায়। সুতরাং বেতার মানুষের বন্ধু। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বেতার বড় ভূমিকা রাখবে।

এ সময় তথ্যমন্ত্রী স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্য গণমাধ্যমগুলোতেও প্রচারের নির্দেশনা দেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) এবং বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) খাদিজা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক ও বেতারের সাবেক পরিচালক আশরাফুল আলম ও বেতারের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) নাসরুল্লাহ মো. ইরফান বক্তব্য দেন। সাংস্কৃতিক পর্বে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের সমবেত গান, শিমুল মোস্তফার আবৃত্তি, শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের নৃত্যের পাশাপাশি জনপ্রিয় শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা ◆ জয় বঙ্গবন্ধু

বিজয়ের ৫১ বছর

১৬ই ডিসেম্বর

মহান বিজয় দিবস-২০২২

মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদদের প্রতি জানাই

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

খোরশেদ খন্দকার

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

বিশ্বকাপ কাতারে, খুনোখুনি বাংলাদেশে

৫ পৃষ্ঠার পর

সংঘাত-সংঘর্ষ আর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে দুই ল্যাটিন অ্যামেরিকান দল আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সমর্থকদের মধ্যে। ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিলেও সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা কমেনি। এখন ব্রাজিল সমর্থকরা উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন আর্জেন্টিনা-বিরোধিতা জিইয়ে রেখে। আর আর্জেন্টিনার সমর্থকরা তো আছেনই। বিশ্লেষক এবং অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক এবং নাগরিকদের মানসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটছে। কোনো দেশের উগ্র সমর্থককে আবার কোনো বিশ্লেষক উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চারণ বলেও মনে করছেন। সবার উপরে জাতীয় পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাব হিসেবেও দেখছেন। দেখছেন আবেগ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার অভাব হিসেবে। এটাও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে হয়েছে বলে মনে করছেন সমাজ বিশ্লেষকরা।

বিশ্বকাপে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের জেরে তিনটি হত্যার ঘটনা ঘটেছে ৯ ডিসেম্বর রাতে ব্রাজিল-ক্রোয়েশিয়ার কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে। এর একটি হয়েছে ঢাকার অদূরে সাভার উপজেলায় ,একটি হবিগঞ্জের বাহুবলে. আরেকটি বাগেরহাটে। হবিগঞ্জে ছেলের সঙ্গে তর্কের জেরে তার বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশের তদন্ত জানাচ্ছে, পূর্ব শত্রুতার জেরে খেলাকে ইস্যু করে এই হত্যার ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান মনে করেন, ''বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে এখনো ট্রেডিশনাল সমাজের উপাদান বিদ্যমান। আর এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি সাংঘর্ষিক। তার প্রতিফলন আমরা খেলার উত্তেজনায়ও দেখতে পাচ্ছি।''

আর সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মো. তৌহিদুল হক মনে করেন, ''বিরুদ্ধ মত না মানার, সম্মান না করার যে প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে, তারই প্রতিফলন আমরা খেলার পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি।''

আসল কারণ পূর্ব শত্রুতা: ৯ ডিসেম্বর হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় ফুটবল খেলা নিয়ে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সমর্থকদের মধ্যে তর্কাতর্কির জেরে আব্দুস শহীদ (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৯ ডিসেম্বর ব্রাজিলের খেলা চলাকালীন আব্দুস শহীদের ছেলে আর্জেন্টিনা সমর্থক রোকন মিয়ার সঙ্গে একই গ্রামের টেনু মিয়ার ছেলে ব্রাজিল সমর্থক সজিব মিয়ার বাকবিতন্ডা হয়। বিষয়টি হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। এক পর্যায়ে স্থানীয়রা বিষয়টি মীমাংসাও করে দেন। কিন্তু একদিন পরে ১০ ডিসেম্বর সকালে রোকনের বাবা আব্দুস শহীদকে একা পেয়ে প্রতিপক্ষের লোকেরা বেধড়ক মারধর করে মেরেই ফেলে। তবে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে, খেলাকে কারণ হিসেবে দেখানো হলেও আসলে পুর্ব শত্রুতার কারণেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। পুলিশ জানায়, বাহুবল উপজেলার সাতকাপন ইউনিয়নের আদিত্যপুর গ্রামের শহীদ মিয়ার বাড়ির সীমানা নিয়ে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত লোকজনের বিরোধ চলছিল। ওই বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষ বিভিন্ন সময় শহীদ মিয়া ও তার পরিবারের লোকজনকে হয়রানি করছিল, নানা রকমের হুমকিও দিচ্ছিল।

সমর্থনের নামে আরো যত হত্যা: ৯ ডিসেম্বর রাতেই সাভারের ডগরমোড়া এলাকার একটি চায়ের দোকানে ব্রাজিল-ক্রোয়েশিয়ার খেলা দেখেতে যান হাসান মিয়া (২৬)। খেলা শেষে রাত ১২টার দিকে ম্যাচের ফলাফল নিয়ে ওই দোকানে থাকা কয়েকজন তরুণের সঙ্গে তর্কে জড়ান হাসান। বাকবিতণ্ডার মধ্যেই ওই তরুণেরা হাসানকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। তাকে উদ্ধার করে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

একই দিন রাতে বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে টুটুল হাওলাদার (১৬) নামে এক কিশোরকে হত্যা করা হয়। স্থানীয়রা জানান, মোড়েলগঞ্জের গুলিশাখালি সমাদ্দার বাজারে স্থানীয়রা টিভির পর্দায় ব্রাজিল বনাম ক্রোয়েশিয়ার খেলা দেখার সময় টুটুল হাওলাদারের সঙ্গে রুবেল সমাদ্দারের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে রুবেল সমাদ্দার টুটুল হাওলাদারকে ছুরিকাঘাত করলে হাসপাতালে নেওয়ার পর টুটুলের মৃত্যু হয়।

৬ ডিসেম্বর ভোলার সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের চেউয়াখালী গ্রামে আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থকদের দুই পক্ষের সংঘর্ষে মো. হৃদয় (২০) নামের এক তরুণ নিহত হন। ৩ ডিসেম্বর আর্জেন্টিনা-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগে নুডলস খাওয়ার আয়োজন নিয়ে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের দুটি পক্ষের সংঘর্ষ হয়। এর জের ধরে ৬ ডিসেম্বর রাতে আবার সংঘর্ষ বাধলে প্রতিপক্ষের হামলায় হৃদয় মারা যান।

২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় চাঁদপুরে সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের নানুপুর আমিন বেপারিবাড়ির সামনে বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা নিয়ে বাকবিতণ্ডার জেরে বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন হয়। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দশম শ্রেণির ছাত্র মেহেদীকে (১৬) ছুরিকাঘাত করে খুন করেন একই এলাকায় তার বন্ধু বরকত (২০)। এর বাইরে সাত জন প্রিয় দলের পতাকা ওড়াতে গিয়ে এবং দুই জন হৃদযন্ত্রের ক্রিয় বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। হামলার মধ্যে বাড়িঘরে আগুন দেয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

কেন এই পরিস্থিতি: বিশ্লেষকরা বলছেন, খেলা নিয়ে এই সংঘাতের ঘটনা অন্য দেশেও হয়। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি বিশ্বকাপেই হয়। এমনকি সংঘাতের আশঙ্কায় খোলা মাঠে বড় পর্দায় বিশ্বকাপের খেলা দেখানোও এখানে বন্ধ রাখতে হয়েছে। এই আশঙ্কা রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ এটাকে ব্যখ্যা করেন উগ্র জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ হিসেবে। তিনি বলেন, ''কোনো এক দলের সমর্থক ওই দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। আর সেটা যখন উগ্র সমর্থনে রূপ নেয়, তখন সংঘাত হয়। কারণ, সে তখন তার দলকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। অন্যের মতামতকে সম্মান, পরমত সহিষ্ণুতা তার মধ্যে থাকে না। আমিই শ্রেষ্ঠ এই চিন্তার প্রতিফলন হলো সংঘাত।''

আর জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ''আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো শিক্ষা না থাকায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে।'' তার কথা, ''এটা নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে আসে। রাষ্ট্রের সংস্কৃতি যদি হয় সংঘাত ও দমনমূলক তাহলে নাগরিকদের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে।'' তিনি মনে করেন, ''এখানে সংবাদ মাধ্যমকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এই ঘটনাগুলো ফলাও করে প্রচার করলে তা সঞ্চারিত হয়।''

অধ্যাপক জিয়া রহমান মনে করেন, ''আইনের শাসনের অভাব থাকলে এটা হবে। আর সে কারণেই খেলাকে অজুহাত করে পূর্ব শত্রুতার জেরে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।''-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

অক্টোবরে বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে লেনদেন ৯৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে

১৩ পৃষ্ঠার পর

১৮ কোটি ৫২ লাখ ৫৭ হাজার ৯৩২টি। তথ্যমতে, এক মাসের ব্যবধানে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে হিসাব বেড়েছে ২২ লাখ ৬৫ হাজার ৬৬১টি।

এসব হিসাবের মধ্যে পুরুষ গ্রাহক ১০ কোটি ৮৬ লাখ ২১ হাজার ৮১৪ জন এবং নারী গ্রাহক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৮৪ লাখ ৭৯ হাজার ৩১৬ জনে। সেপ্টেম্বরে সারা দেশে পুরুষ গ্রাহক ছিল ১০ কোটি ৭৩ লাখ ১০ হাজার ৫৪ জন এবং নারী সাত কোটি ৭৫ লাখ ৩২ হাজার ৭৮২ জন।

এ ছাড়া মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখ ২১ হাজার ৮০৩টি। সেপ্টেম্বরে এজেন্টের সংখ্যা ১৫ লাখ ৫ হাজার ৩২১টি। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা এখন আর শুধু টাকা পাঠানোতেই সীমাবদ্ধ নেই বরং এর মাধ্যমে দৈনন্দিন কেনাকাটা, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানিসহ বিভিন্ন বিল পরিশোধ ও মোবাইলে রিচার্জসহ নানা ধরনের সেবা মিলছে।

রাজধানী ও জেলা শহরে গাড়িচালক ও গৃহপরিচারিকাদের বেতনও এখন দেয়া হচ্ছে বিকাশ, রকেট ও নগদের মতো সেবা মাধ্যম ব্যবহার করে। শ্রমজীবীরাও এখন এমএফএস সেবার মাধ্যমে গ্রামে টাকা পাঠাচ্ছেন। অক্টোবরে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে টাকা পাঠানো হয়েছে ২৭ হাজার ৭০৬ কোটি টাকা। আর উত্তোলন করা হয়েছে ২৫ হাজার ৬৬৫ কোটি টাকা। এমএফএস সেবায় ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি হিসাবে ২৫ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা লেনদেন হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেতনভাতা বাবদ বিতরণ হয় দুই হাজার ৬৫৯ কোটি টাকা। বিভিন্ন পরিষেবার দুই হাজার ২৮৩ কোটি টাকার বিল পরিশোধ হয় এবং কেনাকাটার তিন হাজার ৩৫৯ কোটি টাকা লেনদেন হয়।

লেনদেন উৎসাহিত করতে সম্প্রতি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের লেনদেনের সীমা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের গ্রাহকরা দিনে এজেন্ট থেকে ৩০ হাজার টাকা এবং ব্যাংক হিসাব বা কার্ড থেকে ৫০ টাকা জমা করতে পারেন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে। ২০১১ সালের ৩১ মার্চ বেসরকারি খাতের ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিংসেবার মধ্য দিয়ে দেশে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের যাত্রা শুরু হয়। এর পরই ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মোবাইল ব্যাংকিংসেবা চালু করে বিকাশ। বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং বাজারের সিংহভাগই বিকাশের দখলে। সূত্র কালবেলা

১৬
ডিসেম্বর মহান
বিজয় দিবস
১৯৭১ সালের
মহান মুক্তিযুদ্ধে
শহীদদের প্রতি আমাদের
বিনম্র শ্রদ্ধা
ফরহাদ রেজা ও মিনা ফারাহ
বাংলাদেশ প্লাজা
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

নারী নেতৃত্বে বিশ্বে আস্থা কমছে

৫ পৃষ্ঠার পর

পাবলিক পলিসি বিজনেস-বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কান্টার পাবলিক ২০১৮ সাল থেকে এ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। তখন থেকেই দেখা যায়, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমতে শুরু করছে।

জি-৭-ভুক্ত কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অর্ধেকেরও কম (৪৭ শতাংশ) উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁদের দেশে বড় কোম্পানির প্রধান নির্বাহী (সিইও) হিসেবে নারী থাকায় তাঁরা বেশ আরামে কাজ করতে পেরেছেন। এর এক বছর আগেও এ হার ছিল ৫৪ শতাংশ। এখন এ দিক থেকে পুরুষেরা এগিয়ে আছেন। প্রতি ১০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন বলেছেন, কোম্পানির নারী সিইও থাকলে তাঁরা কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন না।

নারী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। সারা বিশ্বে নারী রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে জনগণ। ২০২১ সালে জি-৭-ভুক্ত দেশের ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁদের দেশে সরকারপ্রধান নারী থাকায় তাঁরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। কিন্তু এর আগের বছর এ হার ছিল ৫২ শতাংশ।

নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় অনেকে হতাশ হয়েছেন। আবার গবেষণার এমন ফল নিয়ে শিক্ষাবিদ ও নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা নানা তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁরা প্রায় সবাই সতর্ক করে বলেছেন, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরে আস্থার ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে।

প্রথাগত স্থিতাবস্থা

সিইও হিসেবে নারীদের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশ্লেষকেরা। কিছু বিশেষজ্ঞ যুক্তি দিয়েছেন, বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও করোনা মহামারির কারণে প্রতিষ্ঠানের আচরণে পরিবর্তন এসেছে। আর এ পরিবর্তন লিঙ্গবৈষম্যের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেটসের ব্যবসন কলেজের অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়র বিষয়ের অধ্যাপক ডানা গ্রিনবার্গ বলেন, করোনা মহামারির কারণে অনেক নারী কর্মক্ষেত্র ছেড়ে সন্তান লালন-পালন ও ঘরের কাজে ফিরে গেছেন। এতে পুরোনো প্রথা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যা নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারানোয় প্রভাব ফেলছে। এতে নারীদের প্রতি পক্ষপাত সামাজিকভাবে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।

ডানা গ্রিনবার্গ বলেন, 'আমরা হয়তো একটি অর্থনৈতিক মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা খুব ভয়ের একটি সময়। ভয় আমাদের সেই নিরাপদের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে, যা আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে শেখানো হয়েছে। আর এমন সময় যখন নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের প্রসঙ্গ আসে।'

১৪ হাজার মানুষের অংশগ্রহণে কান্টার পাবলিক সমীক্ষার বৈশ্বিক তথ্য, রিকজাভিক গ্লোবাল ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন ও উইমেন পলিটিক্যাল লিডারস নেটওয়ার্কের যৌথ এক জরিপেও দেখা গেছে, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

কিছু দেশের বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার রাজনৈতিক কারণও থাকতে পারে। কান্টার পাবলিকের গ্লোবাল সিইও মিশেল হ্যারিসন বলেন, 'যদি আপনি একটি জাতীয় সংলাপে নারীদের নিজস্ব স্বাস্থ্যসেবার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে আলোচনা করতে যান, তাহলে এর থেকে আর আপনি কী আশা করতে পারেন?'

গত জুনে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে গর্ভপাতের অধিকার দেওয়া প্রায় পাঁচ দশকের পুরোনো একটি আইন বাতিল করে রায় দেওয়ার বিষয়ের উল্লেখ করে মিশেল বলেন, নারীদের প্রজনন অধিকারের মতো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে যখন জনসমক্ষে প্রশ্ন করা হয়, তখন এটাই প্রমাণ হয়, তাঁর নিজের জীবনে যেকোনো কিছু করার অধিকার নেই।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নারীদের আচরণ নিয়ে নানা মন্তব্য করে বিতর্কিত হয়েছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নারীদের নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করার প্রবণতা বেড়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, অনলাইনে নারীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের হার গত পাঁচ বছরে বেড়েছে।

ব্রিটিশ লেখক ও গবেষক লরা বেটস তাঁর ২০২০ সালে প্রকাশিত 'মেন হু হেইট উইমেন' বইয়ে লিখেছেন, অনলাইনে বিষয়বস্তুর এমন প্রাধান্য নারীর প্রতি সহিংসতামূলক বা নারীর প্রতি সহিংসতাকে উৎসাহিত করে। এসব বিষয় দৈনন্দিন জীবনে যৌন সংস্কৃতির দিকে সরাসরি ইঙ্গিত করে।

২০২১ সালে মার্কিন সেনাদের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় শিক্ষাবিদ কাইলিন হান্টার ও এমা জুয়েন দেখেছেন, যুদ্ধের জন্য দৈহিক সামর্থ্য ও নারীদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দায়ী।

যুক্তরাজ্যের দাতব্য সংস্থা হোপ নট হেইটের ২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স্কদের তুলনায় তরুণ প্রজন্মের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি বেশি। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া তরুণদের অর্ধেক বলেছেন, নারীবাদ বিষয়টি এখন 'অনেক দূরে' চলে গেছে বলে তাঁরা অনুভব করেন। তবে দ্য রিকজাভিক ইনডেক্স ফর লিডারশিপের তথ্য বলছে, জাপান, জার্মানিসহ বেশ কিছু দেশে বয়স্কদের তুলনায় তরুণেরা কম প্রগতিশীল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অর্থড়এই তরুণদের নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার সম্ভাবনা অনেক কম।

সংস্কৃতির অংশ

নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার আরেকটি তত্ত্ব হলো ক্ষমতার কেন্দ্রে অনেক বেশি নারী থাকায় নারীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব আগের চেয়ে বেড়েছে।

বিশ্বের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের সিইও ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ক্যাটালিস্টের ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার নির্বাহী পরিচালক অ্যালিসন জিমারম্যান বলেন, ঐতিহাসিকভাবে কর্মক্ষেত্র ও সরকার মূলত পুরুষের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর এ সংস্কৃতিও পুরুষেরা তৈরি করেছে। সংস্কৃতি বা আদর্শের ব্যতিক্রম যেকোনো কিছুতে মানুষের আস্থা কম।

২০২০ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকার প্রতি তিন পুরুষের একজন বিশ্বাস করেন, সমাজে লিঙ্গসমতার কারণে নারীদের যে লাভ হয়েছে, তা মূলত পুরুষের কারণেই হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক সেসিলিয়া হিউনজাং মো পৃথক এক গবেষণায় এমন তথ্য পেয়েছেন। সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আপনি যদি বিশ্বাস করতে শুরু করেন, অন্যান্য গোষ্ঠী আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আপনাদের থেকে ভালো কাজ করছে, তাহলে ধরে নেবেন, আপনি অন্যান্য গোষ্ঠীর ওপর অসন্তুষ্ট হতে শুরু করেছেন।' নারী নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করা মার্কিন প্রতিষ্ঠান হাউ উইমেন লিডের সভাপতি ও সিইও জুলি কাস্ত্রো আব্রামস বলেন, সমাজ কীভাবে নারী নেতাদের দেখে, সেটা একটা বিষয়। তিনি আরও বলেন, 'আমরা নারীদের ভিলেন হিসেবে দেখতে পছন্দ করি। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। নেতৃত্বের পর্যায়ে যখন আরও বেশি নারী আসেন, তখন সেই আচরণ বেরিয়ে আসতে শুরু করে। কারণ, এত দিন আমরা যা জেনে-শিখে এসেছি, নেতৃত্বে থাকা একজন নারী তা উল্টে দেয়। মানুষ নারীদের ব্যর্থ দেখতে পছন্দ করে।' জুলি কাস্ত্রো আব্রামস আরও বলেন, ক্ষমতায় থেকে যখন একজন নারী ব্যর্থ হন, তখন কেন নেতৃত্বে নারী থাকা উচিত নয়, এ বিষয় তাঁকে চারপাশ থেকে বোঝানো হয়। মার্কিন নির্বাচনে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে হিলারি ক্লিনটন হেরে গেলেন, তখন অনেক গণমাধ্যম প্রশ্ন তুলেছিল, আমেরিকা সত্যিই নারী প্রেসিডেন্টের জন্য প্রস্তুত কি না।

মার্কিন জনহিতৈষী গবেষণা সংস্থা দ্য রকফেলার ফাউন্ডেশন ২০১৬ সালে একটি গবেষণা করে। এতে দেখা গেছে, কোনো নারী সিইওর কোম্পানি সমস্যায় পড়লে সে জন্য ওই নারীকেই দায়ী করা হয়। পুরুষ সিইওর ক্ষেত্রে এমনটা করা হয় না। যত বেশি নারী সফলভাবে নেতৃত্বে থাকবেন, তত বেশি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সমালোচনা করা হয়।

সম্প্রতি রক্ত পরীক্ষার প্রযুক্তির বিষয়ে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগে থেরানোস নামের মার্কিন বায়োটেকনোলজি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এলিজাবেথ হোমসকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অনেকেই বলছেন, এলিজাবেথ নারী বলেই তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে। কারণ, অন্য টেক স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের সিইওরা অন্যায় করেও এমন সাজার মুখোমুখি হননি।

গবেষণায় দেখা গেছে, যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বা ব্যর্থতা দেখা দেয়, তখন সেখানে নারী সিইও নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি 'গ্লাস ক্লিফ' নামে পরিচিত। গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় রিটেইল চেইন স্টোর বেড বাথ অ্যান্ড বিয়ন্ডের স্টকের দাম কমে যাওয়ায় সেখানে একজন নারী সিইও নিয়োগ দেওয়া হয়। লস অ্যাঞ্জেলেসে মানুষ দীর্ঘদিন গৃহহীন সমস্যা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। শেষমেশ সম্প্রতি তাঁরা নারী মেয়র হিসেবে কারেন বাসকে নির্বাচিত করেন। আর 'গ্লাস ক্লিফ' ধারণার উদাহরণ হলেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস। দেশটির নড়বড়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। পরে পদত্যাগও করেন। এসব ব্যর্থতার ঘটনায় নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আরও কমে যায়।

আশা বেঁধে রাখি

অনেক কর্মক্ষেত্র ও সংস্কৃতিতে লিঙ্গবৈষম্য বা পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে আছে। এর সমাধান এক দিনে হবে না। তবে আশার কথা যাচ্ছে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে গতি ধীর হলেও নারী নেতৃত্ব ক্রমশ বাড়ছে। আর নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থাও ধীরে ধীরে বাড়বে।

কান্টার পাবলিকের গ্লোবাল সিইও মিশেল হ্যারিসন বলেন, 'সর্বশেষ তথ্য সত্যিই হতাশাজনক। তবে আমি আশাবাদী হওয়ার উপায় খুঁজে পেতে কাজ করে যাচ্ছি।'

মিশেল হ্যারিসন আরও বলেন, 'এটা কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গের ব্যক্তির ভূমিকার বিষয় নয়। নারী বা পুরুষ নেতৃত্ব ঠিক করার বিষয়ও এটি নয়। এটি মূলত আমাদের সমাজের ভেতরে থাকা নিয়মনীতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের বিষয়। কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা সম্ভব হবে না।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও আর্থসামাজিক কারণ সম্ভবত ভবিষ্যতে এ বিশ্বাসের গতিপথ নির্ধারণ করবে। বিবিসি ও কান্টার পাবলিক থেকে ভাষান্তর সুজন সুপাস্থ (দৈনিক প্রথম আলো)।

আরব নেতারাই এখন বলছেন বিশ্বকাপ আমাদের গর্বের উৎস

১৬ পৃষ্ঠার পর

মানবাধিকারের প্রশ্নটিও আনা হয়েছিল সামনে। শেষে যোগ হলো সমকামিতা। অ্যালকোহল নিয়ে তো ঝড় উঠলো। কাতারি নেতৃত্ব অনড়। এসব বিষয়ে কোনো আপস নয়। ১৭ ঘণ্টা আগে যখন অ্যালকোহল বন্ধ করার কঠিন এই সিদ্ধান্তটি এলো তখন শুরু হয়ে গেল নেতিবাচক প্রচারণা, কূটকৌশল। এ নিয়ে এখন রীতিমতো গবেষণা হচ্ছে কেন কাতারি নেতৃত্ব শেষ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিলেন। নানাভাবে যেটুকু জানা গেছে, তাতে ধারণা করা যায় নিরাপত্তা নিয়ে হুমকি ছিল। এমনকি কাতারিদের মধ্যেও সংশয় ছিল অ্যালকোহল অ্যালাও করলে দেশটির ঐতিহ্য ধুলোয় মিশে যাবে। সমাজে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। কাতারের আমির তামিম বিন হামাদ আল-থানি যখন এই সিদ্ধান্তটা দেন তখন অনেকেই ধারণা করেছিলেন শেষ অব্দি পশ্চিমা ফুটবলভক্তরা হয়তো টিকিট বাতিল করবেন। এগুলো ছিল অনুমান, ধারণা। বাস্তবে দেখা গেল জনস্রোত আটকানো যাচ্ছে না। কেউ কেউ নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। বলেছিলেন- লাখ লাখ ফুটবলভক্ত আসছেন, সুযোগ নিতে পারে অপরাধীরা। বিচ্ছিন্ন দু'-একটি ঘটনা ছাড়া তেমন কিছু ঘটেনি। নিরাপত্তা চলেছে কম্পিউটারের মতো। পুরো দেশটি ছিল সিসি টিভি'র ক্যামেরায়। একজন আর্জেন্টাইন সাংবাদিকের কিছু জিনিসপত্র চুরি হয়েছিল। তার অভিযোগ শুনে নিরাপত্তাকর্মীরা বলেছিলেন, অপেক্ষা করুন। ঠিকই জিনিসপত্র আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই সাংবাদিক যখন তার হারানো জিনিসপত্র ফিরে পেলেন তখন তিনি হতবাক, বিস্মিত! এ তো মনে হয় ম্যাজিক! নিরাপত্তাকর্মীরা ওই সাংবাদিকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন আপনি কী ধরনের শাস্তি চান। জবাবে সাংবাদিক বললেন, তোমাদের দেশের কানুন অনুযায়ী যা হয় তাই হোক। ভাবা যায়! এরকম ঘটনাও ঘটে!

ফ্যানজোনগুলোতে হাজার হাজার মানুষের বিচরণ ছিল। সরব ছিলেন অগণিত ফ্যান রাত-বিরাত কোথাও কোনো ঝামেলার কথা শোনা যায়নি। উগ্র পোশাক-আশাক যে ছিল না তা কিন্তু নয়। তাতেও নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকি ছিল না। রাত তিনটা-চারটার দিকে মেট্রোরেলে ফিরেছি। ভয়ের সংস্কৃতি আমাকে কাবু করেনি। খেলা শেষে হাজার হাজার ফ্যানকে নিয়ন্ত্রণ করাও ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। জাপানিরা গ্যালারি পরিষ্কার করেছেন। বাইরে নিরাপত্তাকর্মীরা ছিলেন তৎপর। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো ফাঁকফোকর ছিল না। বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল ভলান্টিয়ার। যারা ছিলেন এই বিশ্বকাপের বাড়তি আকর্ষণ। বিনিময়ে তাদেরকে যে খুব একটা টাকা দেয়া হয়েছে তা কিন্তু নয়। আরব দুনিয়ার অনেকেই বাঁকা চোখে দেখছিলেন। কাতারকে কোণঠাসা করাই ছিল তাদের অঘোষিত কৌশল। আরব নেতারাই এখন বলছেন, বিশ্বকাপ আমাদের গর্বের উৎস। তারাই তো একদিন বলেছিলেন, কাতারে বিশ্বকাপ হলে আরব সংস্কৃতির মৃত্যু হবে। অ্যালকোহলে, উদ্দাম নৃত্যে ভেসে যাবে কাতার। তাদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অমূলক। কাতারে এর ছিটেফোঁটাও লাগেনি। দেশটি এখন অভিনন্দন বার্তায় ভাসছে।

আয়োজনে তেমন কোনো ত্রুটি ছিল না। স্টেডিয়াম বানানো হয়েছে শোকেসে রাখার মতো। মেট্রোরেল না হলে হয়তো নানা প্রশ্ন উঠতো। আমার কেন যেন মনে হয়, মেট্রোরেল না হলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ত্রুটি থেকে যেত। বাস চলেছে বিরামহীনভাবে। এর জন্য কোনো পয়সা লাগেনি। এয়ারপোর্ট ব্যবস্থাপনা ছিল নিখুঁত। কোনো ঝামেলা বা হয়রানির খবর নেই। তবে হোটেল নিয়ন্ত্রণে ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। যে কারণে অনেকেই আসার সুযোগ পাননি। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। যাইহোক, শেষ অব্দি এই সংকটেরও সমাধান হয়েছে। ফ্যানজোনগুলো ছিল আরেক বিস্ময়। স্যুক ওয়াকিফ পরিণত হয়েছিল এক মিলনমেলায়। লাখ লাখ ফুটবলভক্তের আগমনে মুখরিত ছিল দিনরাত। এই সুযোগে অবশ্য হোটেল মালিকরা দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছেন। স্যুক ওয়াকিফে কী আছে? একশ' বছরের পুরনো মার্কেট এমনভাবে তৈরি- আপনি সহজে ওখান থেকে বের হতে পারবেন না- এমন আঁকাবাঁকা। ফ্যানরা মেতে থাকতেন গানবাজনায়।

দুটো খেলা বাকি। রোববার চূড়ান্ত লড়াই। কে জিতবেন? মেসি না এমবাপ্পে? রোববার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পুরনো ইতিহাস টেনে এনে কোনো অঙ্ক মিলবে না। ৭১ পার্সেন্ট বল নিয়ন্ত্রণে রেখেও মরক্কোকে পরাজয় মানতে হয়েছে। অভিজ্ঞতার ঘাটতি এবং অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস তাদের স্বপ্নকে থামিয়ে দিয়েছে। এই বিশ্বকাপে অনেক নাটকীয়তা ছিল। অনেক অঘটনেরও জন্ম দিয়েছে। কেউ মানুন আর না মানুন, বিশ্বকাপ আয়োজনকে কাতার যে উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে তা অন্যদের জন্য মস্তবড় এক চ্যালেঞ্জ। ছ'টা বিশ্বকাপ কাভার করে আমার এই ধারণাই হয়েছে।-দৈনিক মানবমজমিন এর সৌজন্যে

ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশি আমেরিকান মালিকানাধীন ‘সেরা ডিজিটাল ৩৬০’

৬০ পৃষ্ঠার পর

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি আমেরিকান শেখ গালিব রহমান, হেড অব মার্কেটিং অভিনয় শিল্পী ও জনপ্রিয় ফুড ব্লগার আদনান ফারুক হিল্লোল, হেড অব সেলস অভিনয় শিল্পী বন্যা মির্জা, বিজনেস এবং মার্কেটিং ডিরেক্টর আশরাফ সিদ্দিকী এবং পাবলিক রিলেশন অফিসার নাহিয়ান রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত প্রায় ৩ বছর মার্কেট রিসার্চ ও বিশ্লেষণ করে ক্রিয়েটিভ ও স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানকে পুঁজি করে এক ঝাঁক নতুন, উদ্যমী তরুণদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা বলেন, ‘দীর্ঘ সময়ের এই যাত্রায় আমরা আজ অনেক দূর এগিয়েছি। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, আমাদের ব্যপ্তি ছড়িয়েছে যুক্তরাজ্য, কানাডা, থাইল্যান্ড, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, ভারত ও বাংলাদেশে।

তাছাড়া বর্তমানে যুক্তরাজ্য, ভারত ও ইউনাইটেড আরব আমিরাতে সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপ রফতানি করছে সেরা ডিজিটাল ৩৬০। গত এক বছরে ‘সেরা ডিজিটাল ৩৬০’ বাংলাদেশ সরকারের পানি উন্নয়ন বোর্ড, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাথে সফলভাবে কাজ সম্পাদন করে তার ভিত শক্ত করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অব বাংলাদেশের সাথে বেশকিছু সফল ইভেন্ট সম্পন্ন করেছে সেরা ডিজিটাল।

সেরা ডিজিটাল ৩৬০-এর সামাজিক কাজের চিত্র তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে সেরা ডিজিটাল ৩৬০। পবিত্র রমজান মাসে আর্তমানবতার সেবায় খাদ্য বিতরণ, বন্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ কবলিত মানুষের পাশে দাড়িয়েছে সেরা ডিজিটাল ৩৬০। এছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও বিশাল অবদান রেখে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিমাসে ৪০-৫০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স পাঠায় সেরা ডিজিটাল ৩৬০, যা বাংলাদেশি টাকায় ৪০ লখ থেকে ৫০ লখ টাকা। বর্তমান মানবিক কাজের ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও বজায় রাখতে চায় সেরা ডিজিটাল ৩৬০। উদ্যোক্তারা বলেন, ‘একা নয়, আপনি-আপনাদের সঙ্গে নিয়ে মানবিক পৃথিবীর গড়ার অংশীদার হতে চায় সেরা ডিজিটাল ৩৬০ পরিবার।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির অনলাইন ও অফলাইন নানাবিধ সেবার বিষয় তুলে ধরে বলা হয়। নিউইয়র্কের অ্যাকাউন্টিং ও সিপিএ ফার্ম, রেস্টুরেন্ট, ল’অফিস, হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান, আইটি অ্যাকাডেমি, আইটি ফার্ম, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান, নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ, অটোমেশন সফটওয়্যার, কাস্টমার রিলেশনশিপ, ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং (ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার, লিংকডইন, গুগল মাই বিজনেস, ইউটিউব সার্স কনসোল, অ্যানালিটিক্স) সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন, টিভিসি, ওভিসি, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, মোবাইল অ্যাপ এবং সকল ধরনের সেবা প্রদান করাহচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র হিলসাইড অ্যাভিনিউতে কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি আমেরিকান শেখ গালিব রহমান। বর্তমানে নিউইয়র্কের প্রধান অফিসে দায়িত্ব পালন করছেন অভিনয় শিল্পী ও জনপ্রিয় ফুড ব্লগার আদনান ফারুক হিল্লোল (হেড অব মার্কেটিং), অভিনয় শিল্পী বন্যা মির্জা (হেড অব সেলস)। নিউইয়র্ক এবং বাংলাদেশে একইসাথে যাত্রা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। যাত্রালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ অফিসের দায়িত্ব পালন করছেন শেখ তানহা (ম্যানেজিং ডিরেক্টর) এবং ফাহিম ফয়সাল (ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর)। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রধান অফিস, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং বাংলাদেশে শাখা অফিস চালু করেছে ‘সেরা ডিজিটাল ৩৬০’ । বর্তমানে অর্ধ শতাধিক কর্মী প্রতিষ্ঠানে ফুল টাইম কাজ করছে। এছাড়া ইভেন্ট এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত রয়েছেন আরও অর্ধ শতাধিক অস্থায়ী কর্মী।

ইলন মাস্ককে জাতিসংঘ ও ইইউর তোপ

৬ পৃষ্ঠার পর

করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ইইউ কমিশনার ভেরা জোরোভা এক টুইটে বলেন, ‘টুইটার থেকে সাংবাদিকদের স্বেচ্ছাচারী কায়দায় বাদ দেওয়ার খবর উদ্বেগজনক।’

ইউরোপীয় আইনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটিকে বড় অঙ্কের জরিমানা গুনতে হতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। ইইউ কমিশনার বলেন, ‘ইলন মাস্কের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চূড়ান্ত সীমা আছে; এবং নিষেধাজ্ঞাও, খুব শিগগির।’

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র বলেছেন, এটি এই সময়ে বিপজ্জনক নজির, যখন সারা বিশ্বে সাংবাদিকেরা সেন্সরশিপ, শারীরিক হুমকিসহ আরও খারাপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করছেন।

সব শেষ এই বিতর্ক শুরু হয় মাস্ক গত বুধবার ‘ইলনজেট’ নামের একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিলে। এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিগত উড়োজাহাজের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হতো।

মাস্ক বলেন, লস অ্যাঞ্জেলেসে তাঁর সন্তানদের একজনকে বহনকারী গাড়িকে ‘এক বেপরোয়া উত্ত্যক্তকারী’ অনুসরণ করার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি ছিল। মাস্ক এ ঘটনার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত উড়োজাহাজের গতিবিধি নজর রাখাকে দায়ী করছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ইলনজেট অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়াসহ ঘটনাটি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেন কয়েকজন সাংবাদিক। বিষয়টিকে তিনি ও তাঁর পরিবারকে ‘গুপ্তহত্যায় অবস্থান জানিয়ে দেওয়ার’ শামিল বলে মন্তব্য করেন মাস্ক।

এ নিয়ে টুইটারে এক লাইভে নিজের দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দেননি মাস্ক। তবে তিনি বলেন, কয়েকজন সাংবাদিকের টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে সমান চোখে দেখা হবে। সাংবাদিক বলে তাঁরা বিশেষ কেউ নন।

এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে সাংবাদিক সংগঠনগুলো। একই সঙ্গে টুইটারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নের বিষয়টিও সামনে আনে। গত এক দশকে সাংবাদিকতার জন্য টুইটার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও টিকটক নিষিদ্ধের দাবি

যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতারা শর্ট ভিডিও তৈরির অ্যাপ টিকটক বন্ধ করার আইন প্রস্তাব করেছেন। তাদের ভাষ্য, অ্যাপটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। নিজেদের প্রতিক্রিয়ায় টিকটক জানিয়েছে, নিষিদ্ধের এই প্রস্তাব রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত নয়। এই নিষিদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা আরো জোরদার করার কোনো সম্পর্কও নেই।

গত মাসে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা এফবিআই টিকটক নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলে, অ্যাপটির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের প্রভাবিত করতে পারে এবং তাদের ইলেক্ট্রনিক্সের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে চীন। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য আলবামা, সাউথ ক্যারোলিনা, টেক্সাস, ইউটাহ, মেরিল্যান্ড, ওকলাহোমা, আইওয়া ও নর্থ ডাকোটার সরকারি অফিসের ডিভাইসে টিকটকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্য কিশোর-কিশোরীদের অনুপোযোগী কনটেন্ট দেখানো এবং ডেটা নিরাপত্তার বিষয়টি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করায় টিকটকের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছে। গত সপ্তাহে, ১৫ জন অ্যাটর্নি জেনারেলের একটি দল অ্যাপল ও গুগলের কাছে চিঠি লেখেন। সেখানে অ্যাপ স্টোর ও গুগল প্লে স্টোর থেকে টিকটকওওও সরিয়ে ফেলার আহবান জানানো হয়। ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টিকটক নিষিদ্ধ করার আইন পাশ করলেও কার্যকর করতে পারেননি। পরে অবশ্য নতুন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন্ট আইনটি প্রত্যাহার করেন। সূত্র : বিবিসি

হুমকি বাড়তে পারে জাপানের

চীন, উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান সামরিক হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ‘শান্তিবাদী’ ভাবমূর্তি থেকে বেরিয়ে শুক্রবার আগ্রাসী ও উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে জাপান। টোকিওর প্রতিরক্ষানীতি বদল নিয়ে চলছে নানামুখী বিতর্ক। এ নিয়ে জাপানের সংবাদমাধ্যম ‘দ্য আশাহি শিম্বুন’ তিনটি প্রেক্ষাপট সামনে রেখে একটি বিশ্লেষণী নিবন্ধ প্রকাশ করেছে।

জাপানের চারপাশে উদ্ভূত সামরিক তত্পরতা নিয়ে টোকিওর নিরাপত্তা উদ্বেগ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা কোনো ধরনের জাতীয় বিতর্ক ছাড়া যুদ্ধোত্তর (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) নীতি থেকে সরে আসার যে পরিকল্পনা সাজিয়েছেন, তা দেশটির সামরিক ব্যয়কে লাগামহীন করে তুলতে পারে এবং নতুন হুমকি তৈরি করতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

জাপান-যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোট

জাপানের আত্মরক্ষা বাহিনী (এসডিএফ) যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। নতুন কৌশল অনুযায়ী, দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা জোট সচল রাখতে গিয়ে দুই দেশের বাহিনীর কাজে ভিন্নতা আসতে পারে, যা এই জোটকে ভেঙেও দিতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, জাপান নিজেরা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র কিনবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষানীতি বদলে ফেলে সেটিকে যতই ‘আত্মরক্ষার চেষ্টা’ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হোক না কেন, তা প্রতিবেশীরা বিশ্বাস না-ও করতে পারে। ফুমিও কিশিদার সরকারের গৃহীত ত্রিমুখী পরিকল্পনার অন্যতম জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশলের (এনডিএস) ভিত্তিতে জাপানের ‘প্রতি-আক্রমণ সক্ষমতা’ বাড়ানোর পরিকল্পনা সম্ভাব্য শত্রুদের পাল্টা সামরিক প্রস্তুতির সম্ভাবনা জোরালো করতে পারে এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে।

চীনের সম্প্রসারণ

জাপানের সদ্যঃপ্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের শাসনামলে ২০১৩ সালে সংকলিত প্রথম জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলে (এনএসএস) জাপানসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য চীনকে হুমকি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ওয়াশিংটন প্রভাবিত এই বক্তব্যের পুনর্মূল্যায়নে বলা হয়, জাপানের কাছে চীন ‘অভূতপূর্ব এবং বৃহত্তম কৌশলগত চ্যালেঞ্জ’। নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ায় চীনের সঙ্গে জাপানের অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। এ ছাড়া পূর্ব এশিয়ায় জাপানের সঙ্গে চীনের সংঘাত হলে তা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে জাপানের জনগণের জীবন ও সম্পদের জন্য বেশি ক্ষতিকর হবে। সুতরাং চীনের সর্বাত্মক সংঘাতের পরিবর্তে জাপানের উত্তেজনা প্রশমন এবং যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করা হয়েছে বিশ্লেষণী নিবন্ধে।

ব্যাখ্যা কিংবা সম্মতি ছাড়া গৃহীত নীতি

নিরাপত্তানীতি বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের গলদ দেখা গেছে। কিশিদা বারবার বলে গেছেন, তিনি প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াতে নতুন উদ্যোগ নেবেন। গত জুলাই মাসে নির্বাচনের সময় কিশিদা নীতি বদল নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি। নিরাপত্তা কৌশল নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তিনি ঘোষণা দেন, পাঁচ বছরে মোট দেশজ উত্পাদনের (জিডিপি) ২ শতাংশ নিরাপত্তাসংক্রান্ত ব্যয় করবেন তিনি। এসংক্রান্ত ব্যয়ের ৭৪০ কোটি ডলার সংস্থান করা হবে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে। তিনি এসব সিদ্ধান্ত বেশ তাড়াহুড়া করে নিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্লেষণী নিবন্ধে। এতে বলা হয়েছে, সরকারের উচিত ছিল, নিরাপত্তা উদ্বেগকে সামনে রেখে জনগণের সামনে সমাধানের অনেকগুলো বিকল্প দেখানো এবং জনগণকে ‘অবহিত করে সম্মতি আদায়ের’ চেষ্টা করা। কিন্তু তিনি জনগণকে এমন একটি কড়া ওষুধ চাপিয়ে দিয়েছেন যার অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকতে পারে।

মালয়েশিয়ায় ভূমিধস, বাড়ছে নিহতের সংখ্যা

মালয়েশিয়ায় শুক্রবারের ভূমিধসের পর উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে। এখন পর্যন্ত ছয় শিশুসহ ২৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রাজধানী কুয়ালালামপুরের উত্তরে ৩০ কিলোমিটার দূরে বাটাং কালি এলাকায় এই ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। এলাকাটি পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। সেখানে তাবু টাঙিয়ে ক্যাম্পিং করছিলেন অনেকে। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়েছিলেন, সেসময় ভূমিধস হলে তাবু ছিড়ে যায়। ছয় শিশুসহ ২৩ জনের মৃত্যু হয়। সেখানে অন্তত ৯৪ জন ছিলেন। ৬১ জনকে উদ্ধার করা হলেও বাকিদের এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুক্রবার রাতভর উদ্ধার অভিযানের পর শনিবার সকাল থেকে আবারও শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ। তবে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া মাটি ভীষণ নরম থাকায় যেকোন মুহূর্তে আবার ধসের আশঙ্কা করছেন উদ্ধার কর্মকর্তারা। নরম কাদার নীচে চাপা পড়ে থাকলে অক্সিজেনের অভাবে কারো বেঁচে থাকা কঠিন বলে জানিয়েছেন তারা।

শুক্রবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। দুর্ঘটনার পর বেশ কয়েকটি রাজ্যে ক্যাম্পিং এবং হাইকিং বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে মালয়েশিয়ার বনবিভাগ।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ২০২২-২৩ সালের নতুন কমিটির অভিষেক ও ৮ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠিত

নিউ ইয়র্ক: গত ১০ ডিসেম্বর শনিবার রাতে ওয়াল্ডস ফেয়ার মেরিনায় নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন ইনভেস্টমেন্ট এর সি ই ও এবং লায়ন্স ক্লাবের ডিরেক্টর লায়ন নুরুল আজিম। কি নোট স্পিকার হ্যারাবেল জাজ পী ডি জি এন্থনি প্যারাডিসো , গেস্ট অফ ওনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক এস্টেট ডিস্ট্রিক্ট ৩৮ অ্যাসেম্বলি ওম্যান জেনিফার রাজকুমার।এন ওয়াই পি ডি ১১৫ প্রিসিঙ্কটের কমান্ডিং অফিসার ও ডেপুটি ইন্সপেক্টর জামিল এস তাহেরী,নিউ ইয়র্ক মেয়র অফিসের এশিয়ান উপদেষ্টা লায়ন ফাহাদ সোলাইমান,কুইন্স ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী ,লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ নিউ ইয়র্কের ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন রেমন্ড স্মিথ ও সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন টেরি পালদিনী ,নিউ ইয়র্ক ফিল-এম লায়ন্স ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন নানা লোজাডা স্মিথ ,এম ডি ২০ লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন চেয়ার পিডিজি লায়ন লরি ই রিগার ,ডিলিংস ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ পিডিজি মেদাদি সি ,আমাদু সি ,পিডিজি সিড বউমগার্টেন,পিডিজি লোরেটা উউ ,লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ট্রেজারার লায়ন অস্কার । লায়ন্স রিজিওনাল চেয়ার পার্সন লায়ন আসেফ বারী ,কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কমিউনিটি কোঅর্ডিনেটর রোকেয়া আখতার ,জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রেসিডেন্ট ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার ,বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী বিলাল চৌধুরী ,ফোবানা ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন কাজী আজম ,ফোবানা ২০১৯ মেম্বার সেক্রেটারি লায়ন ফিরোজ আহমেদ ,আমেরিকান বাংলাদেশ সোসাইটি ভাইস প্রেসিডেন্ট আমিন মেহেদী ,ডাঃ জাহাঙ্গীর আলম ,বাংলাদেশ সোসাইটির কালচারাল সেক্রেটারি ডাঃ শাহনাজ লিপি ,নজরুল একাডেমী ইউ এস এ ইনকের সাঃ সম্পাদক শাহ আলম দুলাল ,লায়ন্স পাস্ট প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ সায়ীদ ,মোঃ শাহ নেওয়াজ ও লায়ন মোঃ মতিউর রহমান । প্যাসিফিক গ্রুপ সি ই ও লায়ন মো খালেক ,শাকিল চৌধুরী ,ঠাকুরগাঁও ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা কামাল মিল্টন,লিবার্ট রেনোভেশন প্রেসিডেন্ট লায়ন মোঃ আজাদ ,আশা হোম কেয়ার চেয়ারম্যান লায়ন ইঞ্জিঃ আকাশ রহমান ,বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ চৌধুরী এস হাসান ,নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন এর সাঃ সম্পাদক মোঃ আশরাফুজ্জামান।সি পি এ মুহাম্মদ চিশতী ,লায়ন গোলাম সারওয়ার,চৌধুরী সারওয়ার সি পি এ ,মাসুদ আর তপন ,সি ই ও সন্যান গ্রুপ ,মাকসুদ চৌধুরী ,সেলিম ইব্রাহিম।

সাংবাদিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিলেন পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান ,টাইম টিভি সি ই ও আবু তাহের ,জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার ,প্রবেশ সম্পাদক মোহাম্মদ সায়ীদ ,আজকাল প্রতিনিধি আবু বকর সিদ্দিক,মনোয়ারুল ইসলাম ,চ্যানেল আই পরিচালক রাশেদ আহমেদ ,এ টি এন টিভির কানু দত্ত ,বাংলাদেশ প্রতিনিধির মোহাম্মদ কাশেম ,মিলিনিয়াম টিভির ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ খালেক ,ঠিকানা নির্বাহী সম্পাদক সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম। প্রথ্যম আলোর মোঃ মনজুর। আই বি টিভি প্রতিনিধি মোঃ হাসান। বাংলা ভিশন প্রতিনিধি নিহার সিদ্দিকী।

অনুষ্ঠানে ক্লাব এর সভাপতিকে নিউ ইয়র্ক এস্টেট অ্যাসেম্বলি ও এসেম্ব্লিউওম্যান জেনিফার রাজকুমার কতৃক প্রক্লামেশন প্রদান করা হয়। এসেম্ব্লিউওম্যান জেনিফার রাজকুমার ক্লাব এক্সেকিউটিভ কমিটির সবাইকে সাইটেশন প্রদান করেন।নুতুন কমিটির সদস্যদের অভিষেকের পাশাপাশি দশজন নতুন সদস্য লায়ন্স ক্লাবে ইনস্টল করা হয়। ক্লাবের পক্ষ থেকে এসেম্ব্লিউওম্যান জেনিফার রাজকুমারকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ব্রায়ান ই শিহান ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেন ।

অত্যন্ত সফল এই অনুষ্ঠানের কনভেনার ছিলেন ক্লাব ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী ,সদস্য সচিব ক্লাব মেম্বারশিপ সেক্রেটারি লায়ন জে এফ এম রাসেল ,চিফ কোঅর্ডিনেটর লায়ন আলমগীর খান আলম ও কোর্ডিনেটর লায়ন মোঃ সাইফুল ইসলাম। সার্বিক সহযোগিতায় লায়ন রকি আলিয়ান , লায়ন ফেমড রকি ,লায়ন আসাদ চৌধুরী ,লায়ন রুহুল আমিন ,লায়ন একে এম এ রশিদ ,লায়ন কামরুল মুজুমদার ও ট্রেজারার লায়ন মোঃ মশিউর মজুমদার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনপ্রিয় উপস্থাপক আশরাফ হাসান বুলবুল এবং কনভেনার লায়ন রকি আলিয়ান, পাস্ট প্রেসিডেন্ট লায়ন আসিফ বারী ও মোহাম্মদ সায়ীদ। অনুষ্টানের সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন ইন্সটলেশন অনুষ্ঠান সভাপতি ও ক্লাব সভাপতি লায়ন আহসান হাবীব ও ক্লাব সেক্রেটারি লায়ন মোঃ হাসান জিলানী।

নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অষ্টম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কেক কেটে বর্ষ পূর্তি উদযাপন করা হয়।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নতুন কমিটি'র অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'লায়ন্স' নামে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়। রাত ১০টায় নৈশভোজের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী তৃনিয়া হাসান, লায়ন ডেইজি ইয়াসমিন , লায়ন রায়ান তাজ, লায়ন অনিক রাজ্ ও লায়ন তাসকিন আহমেদ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য মঞ্চে আরোহন করলেও শেষ পর্যন্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন নি।অভিমানের সুরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে পড়েন। বিশেষ আয়োজনে ছিল নৃত্যাঞ্জলী ডান্স গ্রুপের নতুন প্রজন্মের বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান। প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত সাংস্কৃতিক পর্বটি উপভোগ করেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী।লায়ন্স ক্লাবের এই মিলন মেলায় আড়াই শতাধিক লায়ন্স ও সম্মানিত অতিথি অংশ গ্রহণ করেন। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অভিষেক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি দক্ষিনের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তির দাবি

নিউ ইয়র্ক : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপির) কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের সামনে আওয়ামী পুলিশের নগ্ন হামলা, দলের মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর, স্হায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, সিঃ যুগ্ম মহাসচিব রিজভী আহম্মেদ, ঢাকা মহানগর দক্ষিনের আহবায়ক আবদুস ছালাম ও কেন্দ্রীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ সহ গন গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন ও চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিন) বিএনপির আয়োজনে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হইটসে ডাইভার সিটি প্লাজায় ১০ই ডিসেম্বর শনিবার সন্ধায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ত করেন সংগঠনের সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা। সভা পরিচালনা করেন সদস্য সচিব মোঃ বদিউল আলম।

সভায় উপস্তিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারন সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহিন, নিউইয়র্ক স্টেইট বিএনপির আহবায়ক মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ, সেচছাসেবক দলের সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র সেচছাসেবক দলের সাধারন সম্পাদক মাকসুদুল হক চোধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এমলাক হোসেন ফয়সাল, যুগ্ম আহবায়ক খলকুর রহমান, যুগ্ম আহবায়ক নাসির উদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক রেজবুল কবির, যুগ্ম সদস্য সচিব সাইদুর খান ডিউক, সদস্য জামালুর রহমান চোধুরী, সাবেক ছাত্রনেতা ভিপি জসিম উদ্দিন, বরিশাল জেলার সাবেক ছাত্রদল আহবায়ক জাফর তালুকদার, জাহাংগীর নগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা জীবন শফীক, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাংগীর এম আলম, সিনিয়র সহ সভাপতি মোস্তাক আহম্মেদ, নিউইয়র্ক স্টেইট বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আনিছুর রহমান, যুগ্ম আহবায়ক বদরুল হক আজাদ, যুগ্ম আহবায়ক দেওয়ান কাউছার, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুর রহামান, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক আমানত হোসেন আমান, যুবদল নেতা মীর মিজান, সেচ্ছাসেবক দল নেতা বাদল মির্জা, নুরে আলম ও মহানগর দক্ষিন বিএনপি নেতা অহিদুজ্জামান রিয়াদ, মোঃ হাসান আলী, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সম্রাট, মোহাম্মদ মনির, মহিন উদ্দিন, আবুল খায়ের, মোহাম্মদ ফরহাদ, মোহাম্মদ মোসলে উদ্দিন, ইমাম উদ্দিন, মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, মোহাম্মদ সোহাগ, সালেহ আহমদ রুমেল, মোহাম্মদ মাসুদ, মোহাম্মদ হারুন, মাহবুবুর রহমান, সাদ্দাম হোসেন, আবু নাসের, মোহাম্মদ হায়দার আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে অধ্যাপক দেলোয়ার বলেন, জনসমর্থনহীন আওয়ামী লীগ সরকার ভোট চুরির মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকতে চায় বলেই স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সহ দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করেছে। দলের নেতা-কর্মীদেও বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। তিনি বলেন, হামলা-মামলা, গ্রেফতার করে বিএনপির জাগরণ স্তব্ধ করা যাবে না। বিএনপির সাথে দেশের জনগণও জেগেছে। তিনি হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবীর পাশাপাশি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দাবী এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, শেখ হাসিনা সরকার স্বৈরাচারী কায়দায় বিএনপির সভা-সমাবেশ-আন্দোলন বালচাল করতে চায় বলেই দলীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সহ দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করেছে। আমরা এই গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং অবিলম্বে সকলের নি:শর্ত মুক্তি দাবী করছি। তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি, ঐক্যবদ্ধ থাকবো। জিয়া পরিবারের কোন ক্ষতি বিএনপির নেতা-কর্মীরা বরদাস্ত করবে না। আওয়ামী লীগ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত দেশের ন্যায় প্রবাসেও আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। খবর ইউএনএ'র।

অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিক্ষোভ

হামলা-মামলা-গ্রেফতার বন্ধ সহ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবী

নিউইয়র্ক: ঢাকায় বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশি হামলা, ভাংচুর, দলীয় মহাসচিব সহ সিনিয়র নেতা-কর্মীদেরকে গণ গ্রেফতার, ছাত্রদল কর্মী হত্যা, বিএনপি অফিসে বোমা নাটক ও সকল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। গত ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের লিটন বাংলাদেশ এলাকায় তাৎক্ষনিক এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল। বিক্ষোভ শেষে স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি সালেহ আহমদ মানিকের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির প্রচার সম্পাদক তাইবুর রহমান। সভায় সাম্প্রতিকালে সরকার বিরোধী আন্দোলন/প্রতিবাদে যারা নিহত হয়েছেন তাদের রুহের মাঘফেরাত কামনা করা হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন কচি, সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ওমর ফারুক, জাগপা সভাপতি মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি মোস্তফা কামাল মুকুল, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন শিপন, বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী যুব ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, মোহাম্মদ সেলিম চেয়ারম্যান প্রমুখ।

সমাবেশে উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীদের মধ্যে মোহাম্মদ মনির হোসেন, আশরাফুল হাসান, মোহাম্মদ মীর হোসেন, মোহাম্মদ

উৎসব গ্রুপের নতুন উদ্যোগ প্রবাসীদের দেশে মা-বাবার জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা 'উৎসব হেলথ কেয়ার' এর যাত্রা শুরু

নিউ ইয়র্ক: বাংলাদেশের স্বনামধন্য ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান উৎসব গ্রুপ 'উৎসব হেলথ কেয়ার' নামে এক অভিনব স্বাস্থ্যসেবা চালু করেছে। যার মাধ্যমে প্রবাসে বসেও দেশে থাকা মা-বাবাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যাবে। গত ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে কুইন্সের জয়া হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই উদ্যোগটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উৎসব গ্রুপের চেয়ারম্যান রায়হান জামান এবং 'উৎসব হেলথ কেয়ার'র সহপ্রতিষ্ঠাতা ডা. বি এম আতিকুজ্জামান এবং আরিফ ইউসুফ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন 'উৎসব হেলথ কেয়ার'র সহপ্রতিষ্ঠাতা মৃদুল চৌধুরী, মনিরুল ইসলাম এবং অপারেশনস ডিরেক্টর ডা. নসরাত আফসানা।

সংবাদ সম্মেলনে প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব এবং বয়সজনিত রোগের প্রতিরোধ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। উৎসব হেলথ কেয়ার উদ্যোগটির মূল দু'টি সেবা প্যারেন্টস কেয়ার এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক দ্বিতীয় মতামত এর ওপর আলোকপাত করা হয়।

উৎসব গ্রুপের চেয়ারম্যান রায়হান জামান বলেন, "দেশে আমাদের মা-বাবার জন্য বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার এই উদ্যোগ নিতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। বাংলাদেশে অবস্থানরত আমাদের মা-বাবাদের জন্যই তো এদেশে আমাদের

সকল সফলতা সম্ভব হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, উৎসব হেলথ কেয়ার উদ্যোগটির মূল উদ্দেশ্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে দেশে অবস্থিত তাঁদের পিতা-মাতার সেবার মাঝে একটি মেলবন্ধন তৈরী করা। তবে পরবর্তীতে এক প্রশ্নের উত্তরে রায়হান জামান স্পষ্ট করে বলেন, 'উৎসব হেলথ কেয়ার' কোন প্রকার স্বাস্থ্যবীমা প্রদান করছে না।

প্রতিষ্ঠানের চিফ মেডিক্যাল এডভাইজার ও সহপ্রতিষ্ঠাতা ডা. বি এম আতিকুজ্জামান বলেন, "আমাদের লক্ষ্যই হলো আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা বাংলাদেশে আমাদের মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেয়া"।

উদ্যোগের সহপ্রতিষ্ঠাতা মদূল চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, "পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে আমরা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে ভীষণ গর্বিত।"

সংবাদ সম্মেলনে উৎসব হেলথ কেয়ার উদ্যোগটির মূল দু'টি সেবা প্যারেন্টস কেয়ার এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক দ্বিতীয় মতামত সম্পর্কে বলা হয়, প্যারেন্টস কেয়ার সেবাটি গ্রহণ করলে দেশে বাবা-মায়ের বাড়িতে ডাক্তার গিয়ে দেখাশোনা করবেন এবং সকল মেডিকেল তথ্য এবং আপডেট প্রবাসে অবস্থিত সন্তানকে অবগত করবেন। আর প্রয়োজনে কিংবা চাহিদা থাকলে স্বাস্থ্য বিষয়ক দ্বিতীয় মতামত বিষয়ক সেবার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ডাক্তারদের কাছ থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে।

উল্লেখ্য, উৎসব গ্রুপ বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান যারা দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও ই- কমার্স জগতে তৈরী করেছে এক অনন্য সাফল্য। বর্তমানে ৪৫টি দেশে চলছে তাদের কার্যক্রম চলছে। নিউইয়র্কে অবস্থিত প্রধান কার্যালয় ছাড়াও যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশে তাদের কর্পোরেট কার্যালয় রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী খাবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেষ্টুরেন্ট মালিক ও শেফদের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় আনা হচ্ছে - শেফ খলিলুর রহমান

৬০ পৃষ্ঠার পর

হাউজ-এর প্রধান শেফ ও সিইও মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস্থ খলিল বিরিয়ানী হাউটের বুধবার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস এন্ড এপ্রিশিয়েশন ডিনার' শীর্ষক মতবিনিয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, খলিল ফুড ফাউন্ডেশের উদ্যোগ ও আয়োজনে আগামী বছরের শেষের দিকে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। সাংবাদিক শামীম আল আমিন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় শেফ খলিলুর রহমান উপস্থিত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রদত্ত বক্তব্যে খলিল বিরিয়ানীর প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তার জন্য মিডিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং এজন্য সকল মিডিয়া এবং সম্পাদক ও সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ খলিলুর রহমান বলেন, গতানুগতিক অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান নয়, যোগ্যদের যোগ্য সম্মান জানাতেই এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। আর এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কোন পৃষ্ঠপোষকের উপর নির্ভর করা হবে না, খলিল ফুড ফাউন্ডেশন এর সকল ব্যয় বহন করবে। তবে কোন স্পন্সর পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড বিশ্বের কারি শিল্পের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অ্যাওয়ার্ড। সেখানে সবাই মিলে এই অ্যাওয়ার্ড সেরেমোনিতে অংশ নেন। সবার শ্রম আর অংশগ্রহণের ফলে এটি এমন নাম করেছে। তাই আমরাও যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে আমরাও 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান সফল ও জনপ্রিয় করতে পারবো। আর এমন অনুষ্ঠান এই কারি শিল্পকে যেমন সমৃদ্ধ করবে, তেমনী যারা এই ব্যবসায় জড়িত তারা কাজের স্বীকৃতি পেলে আরো উৎসাহিত হবেন। তিনি বলেন, সবাইকে নিয়েই 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ প্যানেল থাকবে। যেখানে আমার বা স্পন্সরদের কোন প্রাধান্য থাকবে না বা কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'সেই রকম মানসম্মত অনুষ্ঠান' করতে পারলে করবো, না হলে করবো না।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে খলিলুর রহমান বলেন, আসলে সব দেশেরই নিজস্ব খাবার রয়েছে। আকার ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অনেক খাবার কমন খাবার হিসেবে বিভিন্নভাবে ভোজনরশিকদের কাছে জনপ্রিয়। যেমন- বিরিয়ানী প্রথম ভারতে তৈরী হয় মোগল আমলে। পরবর্তীতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এই বিরিয়ানী নিজস্বভাবে তৈরী হচ্ছে। তাই সকল খাবার মিলেই কারি শিল্পকে সমৃদ্ধ করছে। তবে আমার খাবার আইটেমে বাংলাদেশী খাবারের ফ্লেবার রাখার চেষ্টা করবো এবং 'বাংলাদেশী ফুড' হিসেবে সবার কাছে পরিচিত করতে চাই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা খলিল ফুড বা আমাদের সার্ভিসের সমালোচনাকে স্বাগত জানাই এবং এসব সমালোচনা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও বিবেচনা করে খাবার ও সেবার মান ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি। তিনি বলেন, যেকোন মূল্যে খলিল ফুডস'র মান বজায় রাখা হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ খলিলুর রহমান বলেন, ভালো খাবারের দাম একটু বেশী হবে। আমরা ভালো খাবারের ব্যাপারে কোন আপোষ করি না বলেই হয়তো আমাদের খাবারের দাম অনেকের কাছে বেশী মনে হয়।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে খলিলুর রহমান বলেন, 'খলিল ফুড ফাউন্ডেশন' একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিউনিটি সেবায় কাজ করবে। -খবর ইউএনএ'র।

একজন ফুটবল মহানায়কের বিষণ্ন বিদায়

৬০ পৃষ্ঠার পর

বিতর্কিত। একটু বা দুর্বিনীত। খানিকটা বেপরোয়াও। আরহবেন নাই-বা কেন। এই বল্গাহীন ফুটবল-যাপন তো তাঁকেই মানায়, যাঁর নাম ক্রিস্টিয়ানোরোনালদো। কথা ছিল, শেষবার সেই মশালের উজ্জ্বল আলোয় রাঙিয়ে উঠবে ফুটবলেরদুনিয়া। অথচ ফুটবল-বিধাতা তাঁর জন্যই বোধ হয় তুলে রেখেছিলেন অন্য কিছু। কোথায়সেই মহানায়কীয় ঐশ্বর্য! কোথায় বা সেই অবিশ্বাস্য স্কিলে মাঠজুড়ে ফুল ফোটানোর বৈভব।বিশ্বকাপের উজ্জ্বল মঞ্চ থেকে বিষণ্ন বিদায় হলো ক্রিস্টিয়ানোর। বিশ্বকাপে একেবারেইছন্দহীন কাটালেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। মাঠে কেবলই নিজের ছায়া হয়ে বিরাজমান'সিআর সেভেন'! মাঠে অত্যন্ত নিষ্প্রভ লেগেছে তাঁকে।

কাতার বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে রোনালদোকে যখনমাঠে পাঠানো হলো, তখন ঘড়ি বলছে ম্যাচের বয়স ৭৪ মিনিট। গ্যালারিতে প্রবল হর্ষধ্বনি, করতালি, ভক্তদের কানফাটা চিৎকার। পর্তুগাল ততক্ষণে ৫-১ গোলে এগিয়ে। ম্যাচ পকেটেপুরে ফেলেছে। ওই পাঁচটি গোলের সময়েও এত হর্ষধ্বনি শোনা যায়নি গ্যালারি থেকে।গ্যালারির শব্দব্রহ্ম, রোনালদোকে সবুজ গালিচায় দেখার জন্য ভক্তদের আকুতিই বলেদিচ্ছিল, প্রথম একাদশে জায়গা না হলেও, ফার্নান্দো সান্তোসের আস্থা হারালেও, তিনিএখনো ভক্তদের 'হৃদয়ের রাজা'। এখনো তাঁদের আরাধ্য দেবতা।

কিন্তু মাঠে নেমে তিনি তেমন কিছুই আর করতে পারেননি। পর্তুগাল ছয়-ছয়টি গোল করলঅথচ তাতে রোনালদোর একটা গোলও নেই! স্মরণকালের মধ্যে এমন দৃশ্য তো দেখাইযায়নি।

রোনালদো শুধু তারকা নন। মহাতারকা। বারবার ব্যবহৃত হতে হতে মহাতারকা শব্দটাওহয়তো ক্লিশে হয়ে গেছে। তার থেকেও বড় যদি কোনো বিশেষণ থাকে, তাহলে তিনি তা-ই।গ্রহান্তরের এক শিল্পী ফুটবলার। যেকোনো সময় ম্যাচের গতি-প্রকৃতি বদলে দিতে পারেন।অতীতে বহুবার তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু মরক্কোর সঙ্গে শেষ ম্যাচে তিনি পারলেন না।প্রথম একাদশে তিনি না থাকলেও দলের বিপর্যয়ের সময় কোচ কিন্তু তাঁকে নামিয়েছিলেন।তিনি একাধিক সুযোগও পেয়েছিলেন। কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেননি। তিনি নিজেইনিজের ছায়া হয়ে রইলেন। আর নবাগত মরক্কোর কাছে হেরে দলও বিশ্বকাপ থেকে বিদায়নিল।

রোনালদো একবার তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, 'আমি রেকর্ডের পেছনে ছুটি না, রেকর্ডআমার পেছনে ছোটে।' এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। ফুটবল মাঠে তিনি যেন একেকটাগগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরি করেছেন। বাকি পৃথিবীর কাছে তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি পাদিয়ে কবিতা লেখেন, তাঁকে ছাড়া জাতীয় দল ভাবাই যায় না! সেই রোনালদোই কিনাসুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাকিদের সঙ্গে রিজার্ভ বেঞ্চে বসে ম্যাচ দেখলেন! নামলেন ৭৪মিনিটে। শেষ ষোলোর মতো কোয়ার্টার ফাইনালেও তাঁকে শুরুর একাদশে রাখেননি কোচফার্নান্দো সান্তোস। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ইউসেফ এন-নেসিরির গোলে পিছিয়ে পড়েপর্তুগাল। ক্যামেরা খুঁজে নেয় বেঞ্চে বসা রোনালদোকে। ডিফেন্ডার আর গোলরক্ষকেরমারাত্মক ভুল দেখেন তিনি অসহায়ের মতো।

৫১তম মিনিটে রুবেন নেভেসের জায়গায় সুযোগ মেলে বদলি নামার। দীর্ঘ দিনের সতীর্থপেপে এগিয়ে এসে পরিয়ে দেন অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ড। তিনি মাঠে নামলেন। কিন্তু কোনোকৃতিত্বের ছাপ রাখতে পারলেন না। বলের পেছনে পেছনে দৌড়ালেন। নিজে কোনো সুযোগতৈরি করতে পারলেন না। সতীর্থদের তৈরি করে দেওয়া সুযোগও কাজে লাগাতে পারলেন না। প্রতিটি বড় সাফল্যের পেছনে থাকে নিদারুণ কোনো ব্যর্থতা। বিদায়বেলায় সেটাই সঙ্গী হলোপর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। তাঁদের বিদায় করে আফ্রিকার প্রথম দলহিসেবে সেমিফাইনালে গেল মরক্কো। অসম্ভব কষ্ট বুকে চেপে, অনেক অপ্রাপ্তির হিসাবমেলাতে মেলাতে চোখের জলে বিশ্বমঞ্চ ছাড়লেন রোনালদো।

রোনালদোর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁকে ছাপিয়ে গেছেন। মেসিকেরিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রাখার সাহসও দেখাবেন না স্কালোনি। তিনি মাঠে হাঁটছেন, হাঁটতেহাঁটতে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করছেন। অনেকে আবার বলছেন, কোনো মেলায় যেন হেঁটেবেড়াচ্ছেন মেসি! ভক্তরা আশা করেছিলেন, পড়ন্ত বেলায় ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়িয়েরোনালদো আবার ফিরবেন ফিনিক্স পাখি হয়ে। সেই অসম্ভবের মহাকাব্য শেষ পর্যন্ত লিখতেপারলেন না তিনি।

অথচ তিনিই তো প্রমাণ করেছিলেন, ভাগ্যের দেখিয়ে দেওয়া পথ নয়; বরং ভাগ্যের দেবতাতাঁকেই বরমাল্য দেয়, যিনি পরিশ্রম করে নিজের ভাগ্য তৈরি করে নিতে জানেন। ক্রিস্টিয়ানোরোনালদো মানেই গোটা বিশ্বের কাছে সেই অদম্য জেদের মন্ত্র। হাল না-ছাড়ার ছড়িয়ে দেওয়াইশতেহার। বিপক্ষের প্রাচীর যত দুর্ভেদ্যই হোক না কেন, তাঁর অতিমানবিক স্কিলের নাগালপাওয়া সম্ভব নয়। ম্যাজিক নয়, তিনি জানেন, শক্তির সাধনায় অটুট প্রাচীর ভাঙার মধ্যেইআছে জীবনের সফলতা। কতবার তো সেই শক্তির কাছেই পরাস্ত হয়েছে কত ডিফেন্সেরসাজানো ঘর।

ফুটবলবিশ্বকে কতবার তিনি দেখিয়েছেন, রেকর্ডের পেছনে নয়, রেকর্ডই তাঁর পেছনে ছোটে।এই রোনালদোকেই ভালোবেসেছে বিশ্ব। যে রোনালদো জানেন পরিশ্রম আর সুযোগ কাজেলাগানোর নামই জীবন। জীবনের জয়গান গাইতে হয় জীবনেরই প্রতিকূলতাকে অতিক্রমকরে। অথচ একটা গোটা বিশ্বকাপ যেন দ্বাদশ ব্যক্তি হয়েই কাটিয়ে দিলেন তিনি।

২০১৬ সাল। সেদিনও তিনি ছিলেন দ্বাদশ ব্যক্তির ভূমিকায়। ইউরো কাপে দলকে টেনেতুলেছিলেন। কিন্তু মোক্ষম দিনে হানা দিল চোট। কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছেড়েছিলেন। চিররঞ্জন সরকার সাংবাদিক ও লেখক

ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশি আমেরিকান মালিকানাধীন 'সেরা ডিজিটাল ৩৬০'

৬০ পৃষ্ঠার পর

রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির সাথে সংশ্লিষ্টরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি আমেরিকান শেখ গালিব রহমান, হেড অব মার্কেটিং অভিনয় শিল্পী ও জনপ্রিয় ফুড ব্লগার আদনান ফারুক হিল্লোল, হেড অব সেলস অভিনয় শিল্পী বন্যা মির্জা, বিজনেস এবং মার্কেটিং ডিরেক্টর আশরাফ সিদ্দিকী এবং পাবলিক রিলেশন অফিসার নাহিয়ান রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত প্রায় ৩ বছর মার্কেট রিসার্চ ও বিশ্লেষণ করে ক্রিয়েটিভ ও স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানকে পুঁজি করে এক ঝাঁক নতুন, উদ্যমী তরুণদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা বলেন, 'দীর্ঘ সময়ের এই যাত্রায় আমরা আজ অনেক দূর এগিয়েছি। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, আমাদের ব্যপ্তি ছড়িয়েছে যুক্তরাজ্য, কানাডা, থাইল্যান্ড, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, ভারত ও বাংলাদেশে।

তাছাড়া বর্তমানে যুক্তরাজ্য, ভারত ও ইউনাইটেড আরব আমিরাতে সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপ রফতানি করছে সেরা ডিজিটাল ৩৬০। গত এক বছরে 'সেরা ডিজিটাল ৩৬০' বাংলাদেশ সরকারের পানি উন্নয়ন বোর্ড, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাথে সফলভাবে কাজ সম্পাদন করে তার ভিত শক্ত করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অব বাংলাদেশের সাথে বেশকিছু সফল ইভেন্ট সম্পন্ন করেছে সেরা ডিজিটাল।

সেরা ডিজিটাল ৩৬০-এর সামাজিক কাজের চিত্র তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে সেরা ডিজিটাল ৩৬০। পবিত্র রমজান মাসে আর্তমানবতার সেবায় খাদ্য বিতরণ, বন্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ কবলিত মানুষের পাশে দাড়িয়েছে সেরা ডিজিটাল ৩৬০। এছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও বিশাল অবদান রেখে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিমাসে ৪০-৫০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স পাঠায় সেরা ডিজিটাল ৩৬০, যা বাংলাদেশি টাকায় ৪০ লখ থেকে ৫০ লখ টাকা। বর্তমান মানবিক কাজের ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও বজায় রাখতে চায় সেরা ডিজিটাল ৩৬০। উদ্যোক্তারা বলেন, 'একা নয়, আপনি-আপনাদের সঙ্গে নিয়ে মানবিক পৃথিবীর গড়ার অংশীদার হতে চায় সেরা ডিজিটাল ৩৬০ পরিবার।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির অনলাইন ও অফলাইন নানাবিধ সেবার বিষয় তুলে ধরে বলা হয়। নিউইয়র্কের অ্যাকাউন্টিং ও সিপিএ ফার্ম, রেস্টুরেন্ট, ল'অফিস, হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান, আইটি অ্যাকাডেমি, আইটি ফার্ম, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান, নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ, অটোমেশন সফটওয়্যার, কাস্টমার রিলেশনশিপ, ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং (ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার, লিংকডইন, গুগল মাই বিজনেস, ইউটিউব সার্স কনসোল, অ্যানালিটিক্স) সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন, টিভিসি, ওভিসি, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, মোবাইল অ্যাপ এবং সকল ধরনের সেবা প্রদান করাহচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র হিলসাইড অ্যাভিনিউতে কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি আমেরিকান শেখ গালিব রহমান। বর্তমানে নিউইয়র্কের প্রধান অফিসে দায়িত্ব পালন করছেন অভিনয় শিল্পী ও জনপ্রিয় ফুড ব্লগার আদনান ফারুক হিল্লোল (হেড অব মার্কেটিং), অভিনয় শিল্পী বন্যা মির্জা (হেড অব সেলস)। নিউইয়র্ক এবং বাংলাদেশে একইসাথে যাত্রা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। যাত্রালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ অফিসের দায়িত্ব পালন করছেন শেখ তানহা (ম্যানেজিং ডিরেক্টর) এবং ফাহিম ফয়সাল (ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর)। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রধান অফিস, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং বাংলাদেশে শাখা অফিস চালু করেছে 'সেরা ডিজিটাল ৩৬০'। বর্তমানে অর্ধ শতাধিক কর্মী প্রতিষ্ঠানে ফুল টাইম কাজ করছে। এছাড়া ইভেন্ট এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত রয়েছেন আরও অর্ধ শতাধিক অস্থায়ী কর্মী।

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১০ বছরে ৩ গুণ বেড়েছে বলেছে সিপিডি

৬০ পৃষ্ঠার পর

সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলোড় রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংক পরিচালকদের নিয়োগ, রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ অনুমোদন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতার অভাব, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণখেলাপিদের সুবিধা দেওয়া, স্বার্থান্বেষীদের পক্ষে ব্যাংকিং কোম্পানি আইনের সংশোধনী, আর্থিক ঋণ আদালত আইনের দুর্বলতা, দেউলিয়া বিষয়ে আইনে ফাঁকফোকর, তথ্যের মান নিয়ে সমস্যা, সঠিক তথ্যের অনুপস্থিতি, ঋণ পাওয়ার জন্য মিথ্যা তথ্য, জাল নথি ও ভুয়া কোম্পানির পরিচয়।

ভিডিও কলে পরীক্ষা চালাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ

হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলে পিকচার-ইন-পিকচার মোড পরীক্ষা চালাচ্ছে। এটি চালু হলে ব্যবহারকারী অনায়াসেই ফোনে ভিডিও কল চলাকালীন অন্যান্য কাজ করতে পারবেন। তবে আপাতত শুধু আইওএসে পরীক্ষাটি চালানো হচ্ছে। একটি ব্লগপোস্টে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, এটি আপাতত বিটা টেস্টিং পর্যায়ে রয়েছে। আগামী বছর থেকে এটি বড় পরিসরে চালু হবে। সংবাদ মাধ্যম ভার্জ জানায়, চলতি মাসের শুরুর দিকে ডব্লিউএবিটাইনফোতে এ বিষয়ে প্রথম কিছু তথ্য আসে। যদিও কিছু অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে হোয়াটসঅ্যাপ-সহ আরও কিছু অ্যাপকে পিকচার-ইন-পিকচার মোডে আনা যায়। তবে আইওএস ১৪তে এই অপশনটি নেই। এছাড়া আরও নতুন কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন আসবে। যেমন- কথা বলার সময় একটি তরঙ্গের ফর্ম আসবে, যখন ব্যবহারকারী ক্যামেরা বন্ধ করে কথা বলবে। আবার কেউ কলে অংশ নিলে এটি ব্যানার নোটিফিকেশন আসবে।

নিউইয়র্কের নিরাপত্তায় কোন ছাড় নয়

৬০ পৃষ্ঠার পর

কনভেনশনে বক্তারা বলেছেন, সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধ হলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি সমৃদ্ধ হবে। তাই মূলধারার রাজনীতি যারা যতবেশী সম্পৃক্ত হবেন, তা ততই অগ্রগামী থাকবেন। কনভেনশনে সাউথ এশিয়ান অগ্রসরমান কমিউনিটিকে মূল ধারায় আরো বেশী সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। গত শনিবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের শেরাটন লাগোরডিয়া ইষ্ট হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অ্যাসালের ১৫তম কনভেনশন বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মিলন মেলায় পরিনত হয়।

কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস ও ইউএস কংগ্রেসে মাইনরোটি লীডার কংগ্রেসম্যান হেকিম জাফরিস। ভিডিও বার্তায় বক্তব্য রাখেন ইউএস সিনেটের লীডার সিনেটর চাক শুমার। এতে চাক শুমার বলেন, আমি সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিকে ভালোবাসি। কারণ এই কমিউনিটি পরিশ্রমী এবং অগ্রসরম্যান। তার নিজের ও আমেরিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে।

কনভেনশনে মেয়র এডামস তাঁর বক্তৃতায় সিটির নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন এজন্য কোন ছাড় নয়। তিনি বলেন, আমরা চ্যালেঞ্জিং সময় অতিবাহিত করছি। সম্মিলিতভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। তিনি বলেন, সিটি হলে আমি আমার জব করছি, আপনারা সকলেই আপনাদের জব যথাযথভাবে পালন করুন। আপনারা যেমন একটি পরিবারের প্রধান, আমিও এই সিটির প্রধান। তাই সিটিবাসীর কল্যাণে যা করার তাই করবো। এজন্য সকলের সহযোগিতা চাই। আমাদের মনে রাখতে হবে হেইট ক্রাইম বন্ধ সহ 'সিটির নিরাপত্তা' আমাদের প্রথম গোল। এব্যাপারে অভমি কোন আপোষ করবো না। তিনি

অ্যাসাল-এর কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন এবং অ্যাসাল একটি ভালো সংগঠন বলে উল্লেখ করেন।

মেয়রের বক্তব্যের পর অ্যাসাল চেয়ারম্যান মাফ মিসবা উদ্দিন তাঁকে অ্যাসাল-এর লগো সম্বলিত ক্যাপ উপহার দেন।

কংগ্রেসম্যান হেকিম জেফিরিস তার বক্তব্যের শুরুতে অ্যাসাল-এর কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন অ্যাসাল কমিউনিটির জন্য খুবই ভালো কাজ করছে। তিনি কনভেনশনে উপস্থিত ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং-কে এশিয়ান কমিউনিটির ভালো বন্ধু হিসেবে উল্লেখ এবং তার কর্মকান্ডেরও প্রশংসা করেন। হেকিম জাফরিস বলেন, আমি ইমিগ্রান্ট। আমার বাবাও ছিলেন সোস্যাল ওয়ার্কার। আমার জীবনের পথচলার সাথে অভিবাসীদের সাথে দারুন মিল রয়েছে। বলেন, আমিও একজন লেবারের ঘরে জন্ম নেয়া মানুষ। সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছি। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, আমেরিকানদেও জন্য ভালো হেলথ কেয়ার ব্যবস্থার জন্য কাজ করছি। আর বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নে ইউনিয়নগুলো ভালো ভূমিকা রাখছে।

কংগ্রেসম্যান হেকিম জেফিরিস বলেন, আমি আপনাদের সাথে আছি এবং থাকবো। আমার-আপনার লড়াই হচ্ছে ভালো কমিউনিটি, ভালো জীবনযাত্রা, সুশাসন, আইন শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র আর শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য।

কনভেনশনে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউএস কংগ্রেস ওমেন গ্রেস মেং, নিউইয়র্ক স্টেট কম্পোট্রোলার দিনাপোলি, নিউইয়র্ক সিটি কম্পোট্রোলার ব্রাড ল্যান্ডার, কুইন্সবরো প্রেসিডেন্ট ডনোভ্যান রিচার্ডস সস মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

কনভেনশনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন কনভেনশন কমিটির চেয়ারম্যান মূলধারার রাজনীতিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসালের ন্যাশনাল সেক্রেটারী মোহাম্মদ করিম চৌধুরী ও

অ্যাসাল এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাউদ্দিন। কনভেশনে আরো বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন ও জেনিফার রাজকুমার, নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনবান রিচার্ডস, বাংলাদেশী কমিউনিটির অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জর্জিয়া ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান (ভার্চুয়ালী), ড. জয়নাল আবেদীন, এটর্নী মঈন চৌধুরী, অধ্যাপক শাহাদত হোসেন, লিয়াকত হুসেন আবু (আটলান্টা), ড. জয়নাল আবেদীন (লস এঞ্জেলেস) শরাফত হোসেন বাবু, গোলাম ফারুক শাহীন, মাহমুদুল হাসান প্রমুখ।

কনভেনশনে 'লেজিলেটর অব দ্যা ইয়্যার' হিসেবে নিউইয়র্ক সিনেটর দিয়ানে স্যাভিনোকে সম্মাননা তুলে দেয়া হয়। এছাড়া অ্যাসেম্বলিম্যান মাইকেল জে কুসিককে সম্মাননা দেয়া হয়। খবর ইউএনএ'র।

ঝুঁকি নিয়ে সফল শেখ হাসিনা বললেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

৯ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা পেলগ্রেভ মেকমিলান বইটি প্রকাশ করেছে ও বাংলাদেশ ইভালুয়েশন সোসাইটি প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করে। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের হলে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

এম এ মান্নান আরো বলেন, ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ঝুঁকি নেওয়া মানুষ। হোচট খেয়েও শেষ বিচারে ফল ভালো আসছে। মানবসম্পদ ও টেকনোলজি নিজেদের অর্জন করতে হবে। কেউ এসে দিয়ে দেবে না।

তিনি বলেন, তরুণ সমাজের কাজ দেখে কোন জঙ্গলে গিয়ে মাথা লোকাব সেই প্রশ্নও চলে আসে। আমরা কৃষকদের যে সহযোগিতা পাচ্ছি সেটিও স্বীকার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী যোগ-বিয়োগ করে বিজয় লাভ করেন। মাথা ঠান্ডা করে কাজ করেন। শেষ বিচারে তার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাই।

ড. মশিউর রহমান বলেন, দেশে শিক্ষার সুযোগের বিস্তার হয়েছে। তবে কোয়ালিটি ততটা খারাপ নয়। অনেক পণ্য দেশে তৈরির সুযোগ থাকলে বাইরে থেকে আনতে হয়। কেননা ব্যবহারকারীরা বিদেশি পণ্যকে প্রাধান্য দেয়।

তিনি বলেন, দেশের পরিসংখ্যানগুলো মোটেই খারাপ নয়। আমরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হই না বলে এসব তথ্যকে খারাপ বলি।

খলিলুর রহমান বলেন, ইন্টারনেট কোম্পানিগুলো দুর্গম এলাকায় যেতে চায় না। আগামীতে স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সমুদ্রের মাছ ধরার চিন্তাও আছে। ১৭টি কোম্পানি মোবাইল বানাতে পারে। ৪টি কোম্পানি বিদেশে রপ্তানি করে থাকে।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত বইটিতে বাংলাদেশের বিগত এক দশকের সময় ধরে চলা ডিজিটাল রূপান্তর ও অর্থনৈতিক প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়।

লেখক বলেন, বইটিতে ডিজিটালাইজেশনের সঙ্গে অর্থনৈতিক দিকটি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১০ সালে ডিজিটালাইজেশনে বিনিয়োগ ছিল ১ শতাংশ ও ২০১২ সালে তা ৮ শতাংশে দাঁড়ায়।

তিনি বলেন, আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বলা হচ্ছে। আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি চালু করা দরকার। ১০ হাজার আইটি গ্রাজুয়েট বের হলেও মার্কেটে প্রয়োজন ২০ হাজার। ইন্টারনেটের প্যাকেজের দাম অধিক বাংলাদেশে।

তিনি বলেন, গ্রামীণ পর্যায়ে আইটি সেক্টরে আরও কিছু কাজ করা যায়। ২০১০ সালে বিদ্যুৎ সংযোগ ৫৫ দশমিক ২৬ ছিল, যা ২০১৯ সালে ৯২ শতাংশ। মোবাইল ফোন ৬৩.৭৪ ছিল যা বর্তমানে ৯৪.২০ শতাংশ। গ্রামে ১৮ শতাংশ স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে থাকে। নেটওয়ার্ক মাত্র ৪০ শতাংশ। এমনকি গ্রামে অনেক সময় নেট পাওয়া যায় না।

মনজুর হোসেন বলেন, ৩ লাখের মতো লোক আইটিতে কাজ করে। দেশের জিআইএম বিপিও, এআইতে ৫০ শতাংশই অদক্ষ। ২০১৭ সালে ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার ছিল দেশের।

অর্থনীতিতে ২০১০ সালে আইসিটিতে গ্রোথ ছিল ১ শতাংশ। ই-কমার্স ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মেনুফ্যাকচারিংকে ডিজিটালাইজেশন করতে হবে।

এ কে এম ফাহিম মাশরুর বলেন, বছরে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আইসিটি পণ্য আমদানি করা হয়ে থাকে।

দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বলেন, দেশে ১৮ কোটি সিম আছে। দেড় বছরে দেড় লাখ মানুষ কাজ করছে। সাইবার সিকিউরিটি ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হতে পারে।

খন্দকার সাখাওয়াত আলী বলেন, গরিবের টাকাগুলো রক্ষা করা সরকারের কাজ। কেননা ডিজিটাল সিকিউরিটি নিশ্চিত না করা হলে অন্যরা টাকা নিয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ বলেন, মূল্যবোধের বিনিময়ে ধন-সম্পদ অর্জন করছি। আর বর্তমানে এক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে ডিজিটাল সেক্টর। ধর্ম, বিজ্ঞানের মূল্যবোধ থাকলেও ধন-সম্পদের কোনো মূল্যবোধ নেই।

বাংলাদেশের ৭৩ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা খরচ নিজে বহন করে

১০ পৃষ্ঠার পর

পেলে বাংলাদেশের মানুষকেও বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব। সরকারকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা, জনগণকে সুস্থ রাখলে দেশের জিডিপি বাড়বে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাউথ ইস্ট ইউনির্ভাসিটির প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর এমেরিটাস অধ্যাপক ড. এম শমসের আলী। তিনি বলেন, অসংক্রমক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ আধুনিক জীবনধারা। তাই আমাদেরকে জীবন ধারা পরিবর্তনের দিকে জোর দিতে হবে।

শমসের আলী বলেন, আমাদের দেশে রোগীর তুলনায় ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা কর্মীর সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। তাই সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক দক্ষ ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা কর্মী তৈরি করতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই মাহাবুব বলেন, সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার যেন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় এবং অধিক ব্যবহৃত ওষুধগুলোর নির্দিষ্ট ও স্বল্পমূল্য নির্ধারণ করে দেয়, যাতে সাধারণ মানুষ সেসব মেডিসিন সুলভে কিনে সেবন করতে পারে। সব মানুষের চিকিৎসা পাওয়া একটি মৌলিক অধিকার।

কিডনি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আর রশিদ বলেন, কিডনি রোগীদের কার্ড চালু করতে চাই। যার মাধ্যমে তারা বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও চিকিৎসা পেতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগীতা দরকার।

তিনি বলেন, দেশে প্রতি বছর ৪০ হাজার রোগীর কিডনি বিকল হয়। তাদের মধ্যে ডায়ালাইসিস অথবা কিডনি সংযোজনের চিকিৎসার অভাবে ৭৫ ভাগ রোগীর মৃত্যু হয়। এছাড়া হঠাৎ কিডনি বিকল হয়েও প্রতি বছর আরও ২০ হাজার রোগী মারা যান। এই রোগীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জেলা পর্যায়ে ডায়ালাইসিস সেবা চালুসহ প্রতিটি মেডিকেল কলেজে কিডনি সংযোজনের ব্যবস্থা করা দরকার।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কিডনি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রুহুল আমিন রুবেল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস টিনি ফেরদৌস রশিদ প্রমুখ।

আলোচনার কেন্দ্রে বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস

৯ পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে গত ১৪ ডিসেম্বর একটি বৈঠক তাড়াতাড়ি শেষ করতে করে। আমরা আমাদের এই উদ্বেগ বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জানিয়েছি। কূটনীতিবিদেরা যা বলেন : সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল(অব.) শহীদুল হক বলেন,চমার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে যা ঘটে গেল তা দুঃখজনক। এর আগেও একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে হামলা হয়েছে।"

তিনি জানান,চ সাধারণ নিয়মে আমি রাষ্ট্রদূত থাকাকালে যে শহরে থাকতাম নেই শহরের মুভমেন্ট বা বা কোনে কাজে গেলে সেই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানাতাম না। শহরের বাইরে গেলে জানাতাম। এটাই সাধারণত ফলো করা হয়।"

তিনি বলেন,চ ডিপ্লোম্যাটিক পুলিশ তো আছে। তারা তো নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন। তাদের বিষয়টি দেখা উচিত ছিলো। আর যেখানে ঘটনা সেখানে তো পুরিশ দেখেছি। একটি ব্যানারও দেখেছি। তারা তো আগে থেকেই জড়ো হওয়া লোকজনকে সরিয়ে দিতে পারতেন।"

তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন,চ পলিটিক্যাল লোকজনের সঙ্গে দেখা করা ডিপ্লোম্যাটিক নর্মসের বাইরে না। আমাদের সিলেকটিভ হলে চলবে না। ভারতীয় রাষ্ট্রদূততো সবখানে যাচ্ছেন।"

আর সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেন,চ বিদেশি কূটনীতিকরা কখন কোথায় যাবেন তা সেই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমি নিজে তো জানিয়ে যেতাম না। তবে পদ্ধতির কারণে সেটা সবাই জানে এবং গোপন রাখা যায় না। কারণ নিরাপত্তার লোক থাকে তারা জানে। সুতরাং তখন আর সেটা কারো অজানায় থাকে না। গোয়েন্দা সংস্থাও জানে।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,চ এই ঘটনায় এটা স্পষ্ট যে জাতি হিসেবে আমরা বিভক্ত হয়ে পড়েছি। এমনকি মানবাধিকারের বিষয়েও আমরা দুই ভাগ হয়ে গেছি।"

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৮ সালের আগস্টে ঢাকার মোহাম্মদপুরে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়িবহরে হামলা চালিয়েছিল এক দল সশস্ত্র যুবক।

-হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

নিজে থেমে চট্টগ্রামে বিএনপির মিছিল

১০ পৃষ্ঠার পর

দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ইদ্রিস আলী প্রথম আলোকে বলেন, 'লাভ লেন অতিক্রম করার সময় দুই মিছিল মুখোমুখি হয়। তখন পুলিশ আমাদের আটকে দেয়। আমাদের মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন কমিটির সদস্যসচিব আবুল হাসেম। পরে মহিবুল হাসান চৌধুরী তাঁদের মিছিলটি দাঁড় করিয়ে আমাদের যাওয়ার পথ করে দেন। কোনো সমস্যা হয়নি।'

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল কবীর বলেন, দুই মিছিল মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষা উপমন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহযোগিতা করেছেন।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের উদ্যোগে নাগরিকত্ব পরীক্ষার প্রস্তুতি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

আটলান্টিক সিটি: নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে গত ১৪ ডিসেম্বর , বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরীক্ষায় পাশ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহন করার মিমিত্তে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্হিত "বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার" এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী অভিবাসীরা নাগরিকত্ব পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি, সাক্ষাতকার প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তুতি সহ ইংরেজীতে কথা বলা ও লিখার দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ গ্রহনের সুযোগ পান। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন তৌহিদুল ইসলাম, আফিয়া নাসরিন ও ভিক্টোরিয়া মার্টিনেজ । প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন কমিউনিটির অভিবাসীরা অংশগ্রহন করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী বাংলাদেশি অভিবাসী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন,এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহন করে তিনি বেশ উপকৃত হচ্ছেন । তিনি বিএএসজে কতৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান।

উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ বিনা খরচে সপ্তাহের প্রতি বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের অধীনে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।- আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী

নিউ ইয়র্কে 'প্রথমবারের' মতো গাইবান্ধা মুক্ত দিবস উদযাপন

নিউ ইয়র্ক : নিউইয়র্কে গাইবান্ধা সোসাইটি ইউএসএ 'গাইবান্ধা মুক্ত দিবস' উদযাপন ও 'গাইবান্ধা মুক্তির বারতা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছে। নিউইয়র্কে এই প্রথম কোন জেলার সংগঠন তাদের জেলার মুক্তির দিন উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করলো।

৭ ডিসেম্বর জুইশ সেন্টারের অনুষ্ঠানটি শুরু হয় জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে সমবেত কণ্ঠে দেশের গান পরিবেশনের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় চার নেতার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সমবেত কণ্ঠে দেশের গানে অংশ নেন রেজা রহমান, মুক্তি সরকার, মাহফুজ তুহিন, দিলীপ প্রমুখ। তবলায় সঙ্গত করেন তপন মোদক।

এরপরই বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ অতিথিগণকে পাশে নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় মুক্তিযুদ্ধে গাইবান্ধার স্মৃতি নিয়ে লেখা সংকলনের মোড়ক উন্মোচন করেন।

গাইবান্ধা সোসাইটির সভাপতি শাহজাহান সর্দারের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নতুন প্রজন্মের সুবর্ণ রহমান, যুক্তরাষ্ট্র সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটার্ন্স-ইউএসএর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র ইনকের কমান্ডার আব্দুল মুকিত চৌধুরী, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির প্রতিনিধি ফার্স্ট সেক্রেটারি নূরএলাহি মিনা, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, কন্সাল জেনারেলের প্রতিনিধি আসিফ আহমেদ, লেখক হোসনে আরা, সিটি মেয়রের এশিয়া বিষয়ক বিজনেস উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ফাহাদ সোলায়মান, হোস্ট সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান এবং ৭ ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত দিবস উদযাপন কমিটি'র আহবায়ক আব্দুল আওয়াল দুলাল।

অনুষ্ঠানে একুশে পদকপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, নানা প্রতিবন্ধকতা সত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। উন্নয়নের এই অগগতি থামিয়ে দিতে কোনো কোনো মহল গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ ব্যাপারে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তি আবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পিছিয়ে যাবে সবকিছু। উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও সুধীজন গাইবান্ধা সোসাইটি ইউএসএ র প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে কণ্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব সহ অন্যান্যরা গান পরিবেশন করেন।

বিজয় দিবসে নিউ ইয়র্ক এর টাইমস স্কোয়ারে উৎসব গ্রুপের ব্যতিক্রমী আয়োজন

৬০ পৃষ্ঠার পর

শুক্রবার ১৬ ডিসেম্বর বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় ১৫৪০ ব্রডওয়ে ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে উৎসব গ্রুপের প্রধান নির্বাহী রায়হান জামান বলেন, দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতার গৌরব গাঁথা যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও আমাদের নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতেই এই প্রয়াস। আমাদের জাতীয় অর্জনের যে আনন্দ, তা উপভোগ্য করে তুলতে চাই সবার জন্য। বৃষ্টিবাদল সত্ত্বেও টাইমস স্কোয়ারে এসে যারা ছবি তুলেছেন, ভিডিও ধারণ করে, সোশ্যাল মিডিয়ার লাইভে গিয়ে ইতিহাসের স্মরণীয় একটি মুহূর্তের অংশীদার হয়েছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন রায়হান জামান।

জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় বিএনপির বিক্ষোভ: রাজবন্দিদের মুক্তি দাবী

নিউ ইয়র্ক: কেন্দ্রীয় কর্মসুচীর অংশ হিসাবে দেশে অবাধ ও সুস্টু নির্বাচনের দাবী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও মহাসচিব মির্যা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী এবং অবাধ ও সুষ্ট নির্বাচনের দাবীতে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় গত ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি(উত্তর)এর আয়োজনে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি এবং নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (দক্ষিন) এর সহযোগিতায় এক প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মহানগর বিএনপি(উত্তর)এর আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন এর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক ওলিউল্লাহ আতিকুর রহমান,নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি(দক্ষিন)এর আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা। মহানগর বিএনপি(দক্ষিন)সদস্য সচিব বদিউল আলম ও নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি র সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ নিউইয়র্ক ও নিউইয়র্ক যুবদল নেতা আমানত শাহ আমান। বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করেও বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীদের স্লোগানে স্লোগানে কম্পিত হয়ে উঠে পুরো ড্রাইভারসিটি প্লাজা।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) এর সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, যুগ্ম আহবায়ক এ জি এম জাহাঙ্গীর হাসাইন, শরিফুল খালিসদার, সৈয়দ গৌছুল হোসেন, মানিক আহমেদ, এ আর মাহবুবুল হক, যুগ্ম সদস্য সচিব কামরুল হাসান, সিনিয়ার সদস্য জাফর তালুকদার, বিএনপি মৎসজিবী দল কেন্দ্রীয় কমিটি যুগ্ম আহবায়ক সুলতান মাহমুদ উল্লাস, লিয়াকত আলী, হামিদুল্লাহ রকি ও বিএনপি নেতা দুলাল রহমান।

সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন তার বক্তব্যে সৈরাচার ভোট চোর সরকারের সমালোচনা করে হুসিয়ারী দিয়ে বলেন আমাদের দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ কেন্দ্রীয় নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি না দিলে জনগন যেভাবে গন সমাবেশ সফল করে দেখিয়েছে ঠিক তেমনি টেনে হিছরে এই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করবে। সভায় শেখ হাসিনার পতন না হওয়া অবদি আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কের অন্যতম স্বনামধন্য সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির নবনির্বাচিত উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের যৌথ সভা রোববার (১১ ডিসেম্বর) অপরাহ্নে জ্যামাইকার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলায়ারের সভাপতিত্বেঅনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সানি মোল্লা। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া মুনাজাত করেন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা হাজী শামসুল ইসলাম। এরপর সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সানি মোল্লা। পরবর্তীতে সভায় উপস্থিত সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সভার আলোচ্য সুচি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

এরপর সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক পদে পুন: নির্বাচত এবং কোষাধ্যক্ষ আখতার বাবুল প্রবাসী নরসিংদী সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি এবং সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল হাওলাদার বাগেরহাট সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় তাদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। সভায় ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা যথাক্রমে ডা. টমাস দুলু রায়, ছদরুন নূর, মস্তফা কামাল, অধ্যাপক হুসনে আরা বেগম, অধ্যাপক শাহাদৎ হোসেন, সৈয়দ আতিকুল ইসলাম ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের মধ্যে সহ সাধারণ সম্পাদক-রিজু মোহাম্মদ, কোষাধ্যক্ষ- আখতার বাবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক- বাবুল হাওলাদার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হিমু মিয়া, কার্যকরী সদস্য বিলালআহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, কাজী আবু নাসের, ইফাত ইয়াসমীন রিমি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বাংলাদেশের বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন সহ আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচী বিষয় ছাড়াও সাংগঠনিক বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।খবর ইউএনএ'র।

আওয়ামী লীগ কিছুতেই বিএনপিকে দাঁড়াতে দিতে চায় না

৮ পৃষ্ঠার পর

সরকার ও পুলিশ চড়াও হয় এবং অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। কিন্তু বিএনপির সমাবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ। তাছাড়া গত তিন মাসে তারা নয়া পল্টনে ১১টি সমাবেশ করেছে। সেসময় পুলিশ বাধা দেয়নি, আর বিএনপিও গাড়ি ভাঙচুর করেনি। তাই আরেকটি সমাবেশ করতে দিলে সরকারবিরোধী বক্তব্য ছাড়া বিএনপির আর কিছু করার ছিল না। কিন্তু তারপরেও সরকার-পুলিশ তা করতে দেয়নি।

অতীতের অনেক রাজনৈতিক সংঘাত ঘটেছে সরকার ও বিরোধীদল দুপক্ষের কারণে। সর্বশেষ ঘটনার জন্য দায় মূলত সরকারি দলের। এই ঘটনার পর একটি বিষয় স্পষ্ট আর তা হলো, আওয়ামী লীগ কিছুতেই বিএনপিকে দাঁড়াতে দিতে চায় না। রাজনীতির অধিকার যেন শুধু সরকারি দলের, অন্য কারো সেই অধিকার নেই। সরকারের নীতি হলো 'জোর যার মুল্লুক তার'। এখানে সরকার যা বলবে তাই হবে, অন্যদের তাই মানতে হবে। এটা আমাদের দেশের রাজনীতির পুরনো সংস্কৃতি। ক্ষমতাসীন দল সকল অধিকার ভোগ করবে, অন্যদের অধিকার বঞ্চিত করা হবে। বিরোধীদলের কর্মসূচি, বিরোধী মতকে মেনে নেয়ার সংস্কৃতি এখানে গড়ে উঠেনি। আর এই অবস্থা ঘনীভূত হয়েছে গত এক দশকে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার মাধ্যমে। এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে যেন কোনো বিরোধী শক্তি সংগঠিত হতে না পারে। রাজনীতির ময়দান থাকবে পুরোপুরি সরকারি দলের দখলে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র, সুসাশন, আইনের শাসন, রাজনীতির চর্চা ও সহিষ্ণুতা বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। একধাপ এগোলে দুইধাপ পিছিয়ে যায়। এক্ষেত্রে অবস্থা বানরের তৈলাক্ত বাঁশে উঠার গল্পের বিপরীত। বানর এক সময় বাঁশের উপরে উঠতে সক্ষম হলেও বাংলাদেশ যে তিমিরে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও বাংলাদেশ একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতার গদি দখলের লড়াইয়ে তাই বার বার সহিংসতার পথবেছে নেয়া হচ্ছে, এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে যেখান থেকে ফিরে আসা যায় না।

বাংলাদেশ আবারও সেই 'পয়েন্ট অফ নো-রিটার্ন'-এর দিকেই ধাবিত হচ্ছে। নয়া পল্টনের ঘটনা ও ঘটনা পরবর্তী বিএনপির শীর্ষ নেতাদের আটক যেন সেই বার্তাই দিচ্ছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অধিকার থাকে। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা দলের সভা-সমাবেশ বন্ধ করা বা অগণতান্ত্রিকভাবে অধিকার হরণ করলে বা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধা দিলে এর পরিণতি ভালো হয় না। কেননা, স্বাভাবিক উপায়ে সভা-সমাবেশ ও প্রতিবাদ না করতে পারলে রাজনৈতিক দলগুলো সহিংস পন্থা বেছে নেয়। যার ফল কী হয় তা অতীতে বাংলাদেশ দেখেছে।-এম আবুল কালাম আজাদ, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর নামের সঙ্গে মিল থাকায় গুলি করে হত্যা, ৫১ বছরেও মেলেনি স্বীকৃতি

১০ পৃষ্ঠার পর

যুবককে হানাদার বাহিনী বন্দুকের নল তাক করে বাজারে জড়ো করে। টেলিফোনের লাইন কে কেটেছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মুজিবরসহ আমরা কেউই টেলিফোনের তার কাটায় জড়িত ছিলাম না। সবাইকে ছেড়ে দিলেও বাজারের ড্রেনের কাছে দাঁড় করিয়ে সবার সামনে মুজিবরের মাথায় গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা। অপরাধ ছিল তার নামের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নামের মিল। আমাদের চোখে সেই দৃশ্য এখনও ভাসে।' মুজিবরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে ময়ছার আলী ও মিজানুর রহমান বলেন, 'এখন বঙ্গবন্ধুকন্যা ক্ষমতায়। মুজিবরকে শহীদের স্বীকৃতি দিলে তার আত্মা শান্তি পাইতো। তার ছেলেমেয়েরা বাকি জীবন গর্বের সঙ্গে বাঁচতে পারতো।' মুজিবর রহমানের শেষ গোসল করিয়েছিলেন সূর্যকুটি গ্রামের বাটুল। বাটুল বেঁচে না থাকলেও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বাটুলের পুত্রবধূ জমিলা বেগম বেঁচে আছেন। জমিলা বেগম বলেন, 'সেদিন রক্তে মুজিবর চাচার শরীর দেখা যাচ্ছিল না। আমার শ্বশুর তার গোসল করান। এরপর এখানে (কবর দেখিয়ে) তাকে কবর দেওয়া হয়।' মুজিবর রহমানের একমাত্র ছেলে মোস্তাফিজার রহমান বলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর নামের সঙ্গে মিল থাকায় আমার বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী। দেশ স্বাধীনের ৫১ বছর পার হয়ে গেলেও বাবার আত্মত্যাগ রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পায়নি। সরকারের কাছে অনুরোধ, আমার বাবাকে যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাহলে আমার বাবার আত্মা শান্তি পাবে, আমরাও বাকি জীবন গর্বের সঙ্গে বাঁচতে পারবো।' কুড়িগ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনকারী বীর প্রতীক আব্দুল হাই সরকার বলেন, 'সেদিন ব্যাপারীরহাট বাজারে আটক যুবকদের ছেড়ে দিলেও শুধু বঙ্গবন্ধুর নামের সঙ্গে মিল থাকার কারণে মুজিবর রহমানকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী। মুজিবরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বীকৃতি দিলে তার আত্মা শান্তি পাবে, আমরাও শান্তি পাবো।'-আরিফুল ইসলাম রিগান, ওয়েব পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

১০ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে দেন। সেনাবাহিনী প্রধানের পক্ষে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. সাইফুল আলম উপহার হিসেবে বই দুটি গ্রহণ করেন।

এর আগে ভারতীয় প্রতিনিধি দল ঢাকা সেনানিবাসস্থ শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে শাহাদৎবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধানের আমন্ত্রণে ঢাকা সেনানিবাসস্থ আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় মিত্রবাহিনীর আগত অতিথিরা একটি বিশেষ নৈশভোজে যোগ দেন। মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ অবলোকনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারত প্রতিনিধি দল গত ১৪ ডিসেম্বর তারিখ রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আগমন করেন। সফরকালে প্রতিনিধি দলটি জাতীয় স্মৃতিসৌধ, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর পরিদর্শন করবেন। সফর শেষে তারা আগামী ১৯ ডিসেম্বর নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনে কথা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কালো তালিকাভুক্ত পাকিস্তানি ৬ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান

৬০ পৃষ্ঠার পর

করেছে। কোনো মার্কিন প্রতিষ্ঠান যাতে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনো ধরনের যন্ত্রাংশ বা পণ্য সরবরাহ না করে সে বিষয়টিও কালো তালিকাভুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত হলো। কোনো মার্কিন প্রতিষ্ঠান তবুও এই ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে পণ্য সরবরাহ করতে চাইলে আগে থেকেই বিশেষ লাইসেন্স নিতে হবে।

পাকিস্তানের সেই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ১) ডাইনামিক ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন
২) এনারকুইক প্রাইভেট লিমিটেড
৩) রেইনবো সল্যুশনস
৪) ইউনিভার্সাল ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ার্স
৫) এনএআর টেকনোলজিস জেনারেল ট্রেডিং এলএলসি
৬) ট্রোজানস

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243
*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ
০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ
Jackson Heights Office: 37-47, 73rd Street 206 Jackson Heights, NY 11432
Jamaica Office: 89-14 168th Street Jamaica, NY 11432
Bronx Office: 3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849
Buffalo Office: 149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890
Buffalo Office: 2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462
Jamaica Office: 167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

নিউ ইয়র্ক: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক গত ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার যথাযথ মর্যাদায় ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম উপস্থিত অতিথিবৃন্দসহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহিদ, ৭১-এর সকল শহিদ, জাতীয় চার নেতা ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর

শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কথা । তিনি বলেন, জাতির পিতা একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি নতুন প্রজন্মের মাঝে জাতির পিতার আদর্শ ও দর্শন এবং স্বাধীনতার ইতিহাস ও গৌরবগাঁথা তুলে ধরার জন্য সকলকে আহবান জানান। উন্মুক্ত আলোচনায় বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসানের পরিবেশনা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, ৭১-এর সকল শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

সান্ধ্যকালীন ২য় পর্বে বিদেশী অতিথিদের অংশগ্রহণে কনস্যুলেটে একটি রিসিপশনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। স্বাগত বক্তব্যে কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের মাত্রা ও গভীরতার উপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত, উপ প্রতিনিধি ডঃ এম মনোয়ার হোসেন, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, মেয়র অফিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিশনার দিলিপ চৌহানসহ বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেল ও কূটনীতিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটির শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় শেখ হাসিনা ৪২তম

৬০ পৃষ্ঠার পর

থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ। তিনি বর্তমানে চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায়। ৩০০ আসনের জাতীয় সংসদে তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসনে বিজয়ী হলে চতুর্থ দফায় ক্ষমতায় এসেছেন তিনি। অন্যদিকে এটা তার টানা ক্ষমতায় থাকার তৃতীয় মেয়াদ। এ সময়েই তিনি খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো ইস্যুতে ফোকাস করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোটারদের দমনের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও তার দল আওয়ামী লীগ।

এতে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত তথ্যের স্থানে বলা হয়েছে- তার বয়স ৭৫ বছর। বসবাস করেন ঢাকায়। নাগরিকত্ব বাংলাদেশি। তার স্বামী বিগত হয়েছেন। দু'সন্তানের মা তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব আর্টস/সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ফোর্বস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এই তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর বা এক নম্বর নারী হলেন ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন। দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লগার্ড। তৃতীয় অবস্থানে আছেন যুক্তরাষ্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিস। ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন অবস্থান করছেন ৩৬তম অবস্থানে। এই তালিকায় আছেন ৬ জন ভারতীয়।

স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের এমপিপুত্র আটক

৬০ পৃষ্ঠার পর

ওই সংসদ সদস্য বর্তমানে সস্ত্রীক সিডনিতে অবস্থান করছেন।

কমিউনিটির একজন নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'অভিযুক্তকে বন্ড দিয়ে ছাড়িয়ে আনলেও মামলাটি শেষ হয়ে যায়নি। তাকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে এবং সেখান থেকে জামিন নিতে হবে।'

বছর খানেক আগে অভিযুক্তের সঙ্গে বিয়ে হয় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান এক তরুণীর। ওই তরুণী কমিউনিটিতে বেশ পরিচিত। তিনি লিবারেল পার্টির প্রার্থী হিসেবে গত বছর সিডনির একটি কাউন্সিল থেকে নির্বাচন করেছিলেন। মাত্র ৫ দিন আগে তাদের একটি ছেলে সন্তান জন্ম নেয়। গতকাল ঝগড়ার এক পর্যায়ে এমপিপুত্র স্ত্রীর মাথায় আঘাত করেন। কান্নাকাটির শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা পুলিশকে ফোন দেন। ব্যাংকসটাউন পুলিশ এসে এমপিপুত্রকে আটক করে নিয়ে যায়।

তার স্ত্রী বর্তমানে সন্তান নিয়ে বাবা-মায়ের বাসায় আছেন।

এ বিষয় ওই তরুণীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি এ বিষয় নিয়ে এ মুহূর্তে কিছুই বলতে চাই না।'-আকিদুল ইসলাম: অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী লেখক, সাংবাদিক । ডেইলি ষ্টার এর সৌজন্যে

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে "ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২" উদযাপন

ওয়াশিংটন ডিসি: ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে গত ১৩ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় "ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২" উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিকেলে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আইসিটি বিভাগ কর্তৃক নির্মিত দিবসের 'থিম সং' প্রদর্শনের মাধ্যমে দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে বাংলাদেশে ডিজিটালাইজেশনের অগ্রগতির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে তার সরকার ২০০৯ সালে যুগান্তকারী "ডিজিটাল বাংলাদেশ" ক্যাম্পেইন শুরু করার পর গত ১৩ বছরে দেশ ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে।

তিনি এক্ষেত্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্পের স্থপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রদূত ইমরান গত এক দশকে ডিজিটালাইজেশনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য গাঁথা বিদেশে তুলে ধরার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দূতাবাসের সেবা এবং ভাবমূর্তি আরও বাড়াতে এর কার্যক্রমে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ফার্স্ট সেক্রেটারি (ভিসা ও পাসপোর্ট উইং) মুহাম্মদ আবদুল হাই মিল্টনও আলোচনায় অংশ নেন এবং সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণার প্রেক্ষাপট ও সাফল্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিনিস্টার (পলিটিক্যাল-১) ও হেড অব চ্যান্সারি দেওয়ান আলী আশরাফ।দুতাবাসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কে আন্তর্জাতিক জেনোসাইড ও প্রতিরোধ দিবস পালিত

নিউ ইয়র্ক: জেনোসাইড '৭১ ফাউন্ডেশন, ইউএএস নিউইয়র্ক ভিত্তিক একটি অলাভজনক সংস্থা, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ জেনোসাইড ভিকটিমদের স্মরণ, জেনোসাইড অপরাধ সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরী, অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা, একাত্তুরের বাঙ্গালী জেনোসাইডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় এবং জেনোসাইড প্রতিরোধে কাজ করে আসছে। এই সংগঠন গত ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক জেনোসাইড স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবসের ৭ম বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়কে জেনোসাইডে নিহতদের স্মরণ এবং জেনোসাইড প্রতিরোধের প্রত্যয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে।

কর্মসূচির মধ্যে ১) বাঙালি জেনোসাইড স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে 'বিশেষ কর্মসূচি' শুরু উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন, ২) বাংলাদেশসহ বিশ্বময় ঘটে যাওয়া সকল জেনোসাইডে নিহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জলন, ৩) জেনোসাইড উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শন, ৪)'৭১ জেনোসাইড স্বীকৃতি বিষয়ে সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনসহ সকল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রদীপ রঞ্জন কর এবং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন- ডঃ মনিরুল ইসলাম, কনস্যাল জেনারেল, নিউইয়ক।সভায় বিশেষজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিল-স্বাধীন বাংলা বেতার শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায়, ডাঃ মাসুদুল হাসান, কণ্ঠশিল্পী রেজা রহমান ও কণ্ঠশিল্পী জলি কর প্রমূখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কনস্যাল জেনারেল ডঃ মনিরুল ইসলাম আজকের দিনের তাৎপর্য উল্লেখ করে বলেন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ এবং ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর সাবজনীন মানবধীকার সনদ গৃহীত হওয়ার পাশাপাশি জাতিসংঘ প্রনয়ন করে জেনোসাইড কনভেনশন। এই কনভেনশন জেনোসাইড সজ্ঞায়িত হয় এবং জেনোসাইড শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে স্বীকৃত হয়।জেনোসাইড সজ্ঞায়িত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার ৬৭ বছর পর জাতিসংঘ ২০১৫ সনে ৬৯ তম সাধারন অধিবেশনে ৯ ডিসেম্বরকে স্বীকৃতি দিল আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস হিসেবে। গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধে ঘোষিত এই আন্তর্জাতিক দিবসটি এমনই এক দিনে ধার্য্য করা হয়েছে যে দিনটিতে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে গণহত্যা প্রতিরোধ এবং শাস্তি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন গৃহীত হয়েছিল। তাই বিশেষ এই দিনটির এই দ্বৈত তাৎপর্য রয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারো জেনোসাইড '৭১ ফাউণ্ডেশন, ইউএসএ জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবসে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত সকল জেনোসাইডে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ প্রদীপ রঞ্জন কর তার বক্তব্যে বলেন- একাত্তরের ৯ মাসে বাংলাদেশে যে নিসংশতা ও বর্বরতা সংগঠিত ঘটেছে তা যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক, তা 'জেনোসাইড' হিসেবেই চিহ্নিত হবে, তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

বিজয় দিবসে নিউ ইয়র্ক এর টাইমস স্কোয়ারে উৎসব গ্রুপের ব্যতিক্রমী আয়োজন

পরিচয় রিপোর্ট: বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নগরী নিউইয়র্ক সিটির ঐতিহ্যবাহী টাইমস স্কোয়ারের বিশালাকায় এলইডি পর্দায় ১৫ সেকেন্ডের চলচিত্রে দেখানে হয়েছে ৭১ মহান মুক্তিযুদ্ধ, অর্থনৈতিক সাফল্যের গর্বের প্রতীক ও গৌরবোজ্জ্বল পদ্মা সেতু । ব্যতিক্রমী এই আয়োজনের উদ্যোক্তা নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান উৎসব গ্রুপ।

গত বৃহস্পতিবার (১৫ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১২.০১ মিনিট পরবর্তী ২৪ ঘন্টা (শুক্রবার ১৬ ডিসেম্বর রাত ১১.৫৯ মিনিট) পর্যন্ত টাইমস স্কোয়ারে অবস্থিত ১৫৪০ ব্রডওয়ে ভবনের বিশাল পর্দায় প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর ভেসে উঠে উজ্জ্বল, সবুজাভ এক বাংলাদেশ। ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে বিজয় দিবস পালনের এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা।

একজন ফুটবল মহানায়কের বিষণ্ন বিদায়

চিররঞ্জন সরকার : দেশের জন্য, ফুটবলের জন্য তিনিও কম কিছু করেননি। মহানায়কের গৌরব নিয়েই এ যাত্রাশেষ হওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবু জীবন যেমন মাধুর্যময়, তেমনি নিষ্ঠুরও। এমনকিযুধিষ্ঠিরের জন্যও তোলা থাকে নরকদর্শনের নিয়তি।

কথা ছিল শেষ বিশ্বকাপ তিনি ভরিয়ে দেবেন মহানায়কীয় গৌরবে। মাঠজুড়ে ফুল ফোটাবেনতাঁর আশ্চর্য ক্ষমতায়। তিনি *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় শেখ হাসিনা ৪২তম

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই তালিকায় তিনি অবস্থান করছেন ৪২তম স্থানে। আগের বছর তিনি ছিলেন এই তালিকার ৪৩তম অবস্থানে। এই তালিকা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা বিষয়ক বিখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বস। এতে প্রধানমন্ত্রীর পুরো নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে- বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের এমপিপুত্র আটক

সিডনি: অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের একজন সংসদ সদস্যর ছেলেকে আটক করেছে সিডনির ব্যাংকসটাউন পুলিশ।

গত ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওয়ালি পার্কের বাসভবন থেকে তাকে আটক করা হয়।

গভীর রাত পর্যন্ত পুলিশ তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে সংসদ সদস্য সিডনির কয়েকজন কমিউনিটি নেতাকে নিয়ে পুলিশ স্টেশন থেকে ছেলেকে শর্ত সাপেক্ষে ছাড়িয়ে আনেন। *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে কালো তালিকাভুক্ত পাকিস্তানি ৬ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানি ছয়টি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ‘পারমাণবিক প্রযুক্তি’ সংশ্লিষ্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে হওয়ায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠানে পণ্য সরবরাহ করতে হলে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগে থেকেই বিশেষ লাইসেন্স নিতে হবে বলেও জানিয়েছে মার্কিন প্রশাসন।

১৭ ডিসেম্বর শনিবার টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে এমন ১০টি প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রতি কালো তালিকাভুক্ত করে ব্যুরো অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সিকিউরিটি (বিআইএস)। এর মধ্যে ছয়টি প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানের আর বাকি চারটি প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত আরব আমিরাতের নিবন্ধিত।

মার্কিন প্রশাসন বলছে, পাকিস্তানের অনিরাপদ পারমাণবিক এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে এসব প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ করেছে বা সরবরাহের চেষ্টা *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশি আমেরিকান মালিকানাধীন ‘সেরা ডিজিটাল ৩৬০’

নিউ ইয়র্ক: গত এক বছরের বেশি সময় ধরে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে সাফল্যের সাথে কাজ করছে মার্কেটিং সল্যুশন কোম্পানি ‘সেরা ডিজিটাল ৩৬০’। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মেইনস্ট্রিম বেশ কিছু কোম্পানির সাথে পাস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সাফল্যও পেয়েছে বাংলাদেশি আমেরিকান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানটি।

গত ১২ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কের নিরাপত্তায় কোন ছাড় নয় -অ্যাসালের কনভেনশনে সিটি মেয়র অ্যারিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক: আমেরিকান মূলধারার রাজনীতির সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটি তথা সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির আরো যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত হলো অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসালের ১৫তম বার্ষিক কনভেনশন। এবারের কনভেশনে মূলধারার উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দর উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্য করার মতো। *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১০ বছরে ৩ গুণ বেড়েছে বলেছে সিপিডি

ঢাকা: বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ গত ১০ বছরে ৩ গুণেরও বেশি বেড়েছে। ২০১২ সালে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪২৭.২৫ বিলিয়ন টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ৩ মাসে এই খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৪৩.৯৬ বিলিয়ন টাকা। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ‘অর্থনৈতিক সংকট ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে আদালতের স্থগিতাদেশ আছে এমন ঋণ এবং পুনঃ তফসিলকৃত ঋণ অন্তর্ভুক্ত করা হয় হলে প্রকৃত খেলাপি ঋণ আরও বেশি হবে।

খেলাপি ঋণ বাড়ার কারণ হিসেবে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছে সিপিডি। *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশি আমেরিকান মালিকানাধীন ‘সেরা ডিজিটাল ৩৬০’

নিউ ইয়র্ক: গত এক বছরের বেশি সময় ধরে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে সাফল্যের সাথে কাজ করছে মার্কেটিং সল্যুশন কোম্পানি ‘সেরা ডিজিটাল ৩৬০’। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মেইনস্ট্রিম বেশ কিছু কোম্পানির সাথে পাস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সাফল্যও পেয়েছে বাংলাদেশি আমেরিকান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানটি।

গত ১২ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির সাথে সংশ্লিষ্টরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী খাবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেষ্টুরেন্ট মালিক ও শেফদের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় আনা হচ্ছে - শেফ খলিলুর রহমান

নিউইয়র্ক:আমেরিকায় বাংলাদেশী খাবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি এদেশের কারী ইন্ডাষ্ট্রিকে আরো শক্তিশালী করতে সকল শ্রেনীর মানুষের কাছে দেশীয় খবার তুলে ধরতে রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করার পাশাপাশি ২০২৩ সাল থেকে ‘আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড’ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘প্রেসিডেন্টশিয়াল লাইভ টাইম অ্যাওয়ার্ড’ এবং লন্ডনের ‘বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড’ লাভকারী নিউইয়র্কের বিখ্যাত খলিল বিরিয়ানী *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯